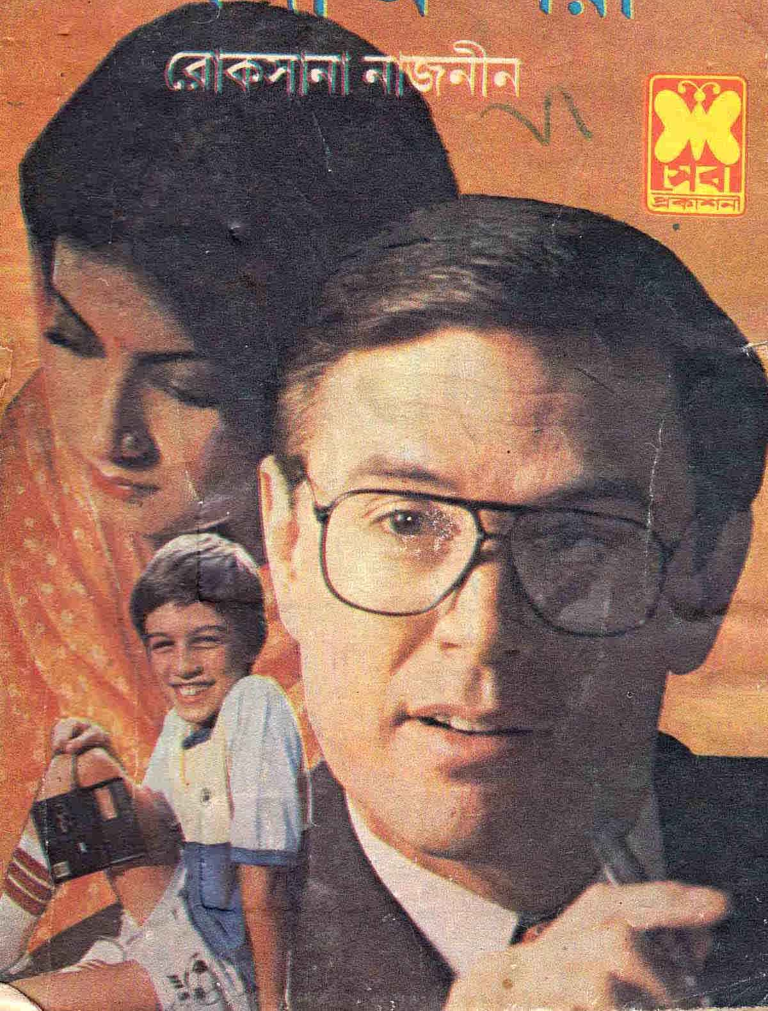
সেবা রোমান্টিক

বন্দী অপ্সরা

রোকসানা নাজনীন

সেবা প্রকাশনী



Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.08.06 13:40:54 +06'00'

সেবা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।
॥ লেখক ॥

www.boiRboi.blogspot.com

এক

ম্যানহাটানের ক্রিমিন্যাল কোর্টের ষোল নাম্বার কামরাটা আজ সকাল থেকেই লোকে গমগম করছে। কারণ আজকের প্রতিটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টির বিরাট ছবিসহ খবরটা ছাপা হয়েছে। পূর্ব আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী পাঁচ-টা মাফিয়া পরিবারের নেতা কাপু মাইকেল স্পিনোযার জামাই ভ্যালেন্টি, সবাই জানে ভবিষ্যৎ ক্ষমতার উত্তরাধিকারী সে-ই।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ভ্যালেন্টির দিকে চাইল তাজিন। কে বলবে এই মেয়েলি চেহারার সুদর্শন লোকটিই দুর্ধর্ষ মাফিয়া নেতা! ঢেউ-খেলানো ঘন কালো চুল সিনেমা-স্টারদের মত পরি-পাটি করে আঁচড়ানো। রোদে পোড়া চামড়া যেন আরো আকর্ষ-ণীয় করে তুলেছে ওর ইটালিয়ান চেহারাকে, গভীর কালো চোখে একইসঙ্গে ফুটে উঠেছে কৃপা এবং নির্লিপ্ততা—রাজপুত্র যেন প্রজা-দের আর্জি শুনছেন।

ভ্যালেন্টিকে জেরারত ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যাডাম হারপারের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ শুনতে বেশ মজা লাগছে তাজিনের। কোর্টরুমটাকে যদি দু'হাজার বছর আগের রোমান কলোশিয়ামের সঙ্গে তুলনা

করা যায়, তবে বিশালবপু উৎফুল্ল হারপারকে তুলনা করা যাবে শিকারের সামনে ছেড়ে দেয়া সিংহের সঙ্গে। ভাবতে গিয়ে হাসি পেলো তাজিনের, খাদ্য হিসেবে ভ্যালেন্টি বেশ উপাদেয়ই বটে!

সুদীর্ঘ তিনটি বছর কঠোর পরিশ্রমের পর হারপার আজ বাগে পেয়েছেন এই মাফিয়া নেতাকে। ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার সময় জোড়া খুনের অপরাধে হাতেনাতে ধরা পড়েছে ভ্যালেন্টির এক 'সোল-দাতি' বা অনুচর কার্লোস। ইলেকট্রিক চেয়ার থেকে তাকে বাঁচাবার আশ্বাস দিয়েছেন হারপার, যদি সে 'গান গাইতে' রাজি হয়। টোপ গিলেছে কার্লোস। ভাঙতে রাজি হয়েছে 'ওমের্তা'—শতাব্দীর পুরনো শপথ, প্রতিটি মাফিয়া সদস্য মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যা মেনে চলে। কার্লোসের মুখে ভ্যালেন্টির কীর্তিকলাপের বয়ান শুনে হারপারের মত বাঘা আইনজীবিরও গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কোর্টে রাজসাক্ষী কার্লোসের জন্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বারোজন আর্মার্ড গার্ড সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে তাকে। কে-না জানে, ভ্যালেন্টির কালো হাতের বিস্তৃতি লৌহ-গরাদ ছাড়িয়েও বহুদূর। তবে হারপার নিশ্চিত, কার্লোসের সাক্ষ্য ভ্যালেন্টিকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে ছাড়বে।

ব্যাপারটা গড়াচ্ছিলোও সেদিকে। হারপারের নৈপুণ্য লক্ষ্য করে পুলকিত হয়ে উঠলো তাজিন। শত হলেও হারপার ওর নতুন বস্, পাশ করে মাত্র গত হপ্তায় তাজিন জয়েন করেছে হারপারের বিখ্যাত ল'ফার্মে। পেশাগত জীবনে এটাই তাজিনের প্রথম মামলা। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে ও লক্ষ্য করছে, কত সহজে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হারপার ভ্যালেন্টির অ্যাটর্নি টম বুশম্যানকে কোণঠাসা করে

ফেলেছেন। সবাই জানে, বুশম্যান মাফিয়া পরিবারের কনসিলিয়ারি, একই সঙ্গে দেশের একজন নামকরা আইনজীবিও বটে। মধ্য-পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছেন তিনি অনেক আগেই, কিন্তু দেখে মনে হয় না। একমাথা রূপোলি চুল আরো ব্যক্তিত্বময় করে তুলেছে ওঁকে।

হারপারের জেরা শেষ হতেই মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি ঘোষিত হলো। বিরতির পর বুশম্যান ক্রস-এক্সামিনেশন করবেন।

বিরতির সুযোগে সাংবাদিকরা সবাই বেরিয়ে গিয়েছে, সব ছুটছে টেলিফোন বুদের দিকে। অ্যাডাম হারপার স্টাফদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। তাজিন ভাবলো, ওরও যাওয়া উচিত। কিন্তু পরমুহূর্তেই সিদ্ধান্ত পাল্টালো। জরুরী মনে করলে তিনিই ডেকে পাঠাবেন। তাছাড়া হারপারের চারপাশে যে ভিড় জমেছে, তা ঠেলে ভেতরে ঢোকা ওর কম্ম নয়।

ঠিক এসময় ভিড় ভেঙে হালকাপাতলা কালো স্যুট পরা এক লোক তাজিনের দিকে এগিয়ে এলো, 'মিস্ তাজিন রহমান?'

'জ্বী···আপনি···' অবাক হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তাজিন, জীবনেও দেখেনি এই লোককে।

'অ্যাটর্নি অ্যাডাম হারপার, মানে আমাদের বস্ আপনাকে এই খামটা কার্লোসকে পৌঁছে দিতে বলেছেন। ওকে বলবেন যেন কাগজে লেখা সন-তারিখগুলো খুব ভালো করে আর একবার দেখে নেয়।' হলুদ রঙের মোটাসোটা একটা ম্যানিলা এনভেলাপ তাজিনের হাতে ধরিয়ে দিলো লোকটা। ওপরনিচে মাথা ঝাঁকালো তাজিন। এতক্ষণে একটা কাজ পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো। লোকটা তড়িঘড়ি করে আবার ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো। মাত্র এক

www.boiRboi.blogspot.com

হপ্তায় সব কলিগকে এখনো চিনে উঠতে পারেনি তাজিন। হারপারের ফার্মে শতাধিক ল'ইয়ার রয়েছে, এই ক'দিনে সবাইকে চিনে ওঠাও সহজ কথা নয়।

দ্রুত রওনা হলো তাজিন। চোখের কোণে দেখলো, হারপার সাংঘাতিক ব্যস্ত। ভিড়ের মধ্যে কেবল তাঁর মাথাটাই দেখা যাচ্ছে। কৃতজ্ঞ বোধ করলো তাজিন, এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নবাগতা তাজিনের নামটা মনে রেখেছেন।

কার্লোসকে যে দরজা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে তাজিনকে আটকালো একজন আর্মড ডেপুটি।

'আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে এসেছি,' সহজভাবে বললো তাজিন। হাতব্যাগ থেকে পরিচয়পত্র বের করে দেখালো, 'মিঃ হারপার কার্লোসকে দেবার জন্যে কিছু দরকারী কাগজপত্র পাঠিয়েছেন।'

গার্ড সতর্কতার সাথে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করলো, তারপর দরজা খুলে তাজিনকে ভেতরে ঢুকতে দিলো। ছোট্ট ঘরটাতে কোনো জানালা নেই। দু'টো পুরনো ধাঁচের সোফা আর চারটে কাঠের চেয়ার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কার্লোস সেগুলোর একটাও ব্যবহার করেনি, অস্থিরভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে একোণ থেকে ওকোণে। চারজন সশস্ত্র গার্ড রয়েছে ভেতরে। ঢুকতে যেতেই বাধা পেলো তাজিন। বাইরের গার্ড গলা বাড়িয়ে আশ্বস্ত করলো, 'ঠিক আছে, উনি এসেছেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে।'

তাজিন এনভেলাপটা কার্লোসের হাতে দিলো, 'মিঃ হারপার বলেছেন, কাগজে লেখা তারিখগুলো আর একবার ঝালাই করে নিতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এনভেলাপটা হাতে নিলো কার্লোস। উষ্কখুষ্ক চুল, রাতজাগা চোখ আর ময়লা কাপড়চোপড় দেখে ছোকরার জন্যে দুঃখই হলো তাজিনের। বিশ বছর পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ, অথচ জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে এর মধ্যেই।

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলো তাজিন। এতক্ষণে মনে পড়লো, সকালবেলা তাড়াহুড়োর জন্যে নাস্তা করা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে খিদেয় পেটটা মোচড় দিয়ে উঠলো। ক্যান্টিনের দিকে ছুটলো তাজিন। দশ মিনিটের মধ্যে খাওয়াদাওয়া সারতে হবে।

ভরপেট খেয়ে ঠিক পনেরো মিনিট পর দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলো তাজিন। কোর্টরুমের ভেতর থেকে কেমন যেন অস্বাভাবিক একটা গোলমালের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভেতরে উঁকি দিলো তাজিন। সর্বনাশ! হারপারের বিশাল বপু ঢাকা পড়ে গেছে ইউনিফর্ম পরিহিত অসংখ্য পুলিশের ভিড়ে। ঘর্মাক্ত মুখটা শুধু দেখা যাচ্ছে, প্রচণ্ড উত্তেজিত। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমা হয়েছে মুখে। ভয় পেলো তাজিন। দৌড়ে গেলো ভিড়টার দিকে। ঠিক তক্ষুনি একজন পুলিশ—তাজিন চিনতে পারলো—কার্লোসের গার্ডদের একজন, চোখ বড় বড় করে তর্জনী উঁচু করে তাজিনকে দেখিয়ে চিৎকার করে কি যেন বললো। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হলো তাজিনকে।

নিয়ে আসা হলো ওকে জাজ হেনরি উইলিয়ামসের চেম্বারে। বিস্মিত বিমূঢ় তাজিনের সমস্ত বোধবুদ্ধি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে, ওর মনে হচ্ছে, স্বপ্নের ঘোরে ঘটে যাচ্ছে সবকিছু। বুশম্যান এবং হার-

www.boiRboi.blogspot.com

পারও সঙ্গে এলেন। হারপারের দু'চোখে ফুটে উঠেছে তীব্র ঘৃণা, 'ঐ প্যাকেটটা ডেলিভারি দিয়ে কতো আয় হলো, খুকি?'

'কি যা তা বলছেন আপনি!' রাগে দুঃখে টপটপ করে চোখ থেকে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে নামলো তাজিনের শ্যামলা গাল বেয়ে।

'তার মানে, তুমি বলতে চাও ঐ হলুদ রঙের মরা ক্যানারি পাখিটা তুমি কার্লোসকে দিয়ে আসোনি, তাই না?'

'অবশ্যই না। মানে, আমি কি করে জানবো এনভেলাপের মধ্যে মরা একটা পাখি রয়েছে? আমাদের ফার্মের একজন স্টাফ এনভেলাপটা কার্লোসকে পৌঁছে দিতে বলেছিল আপনার নাম করে।' তাজিন প্রায় ফোঁপাতে শুরু করেছে।

'লোকটাকে চেনো তুমি?'

'না। আগে কখনো দেখিনি। এক হপ্তার মধ্যে সবাইকে চিনে ফেলার কথাও নয় আমার। লোকটা আপনার পাশ থেকেই এগিয়ে এসেছিল আমার দিকে, তাই কোনো সন্দেহ হয়নি আমার।'

'হুঁ! যখন তুমি জেল থেকে বেরোবে, টাকাটা খরচ করার মতো সময় বা বয়স কোনটাই তোমার থাকবে না,' হিস্‌হিসিয়ে উঠলেন হারপার। ভয়ে অপমানে শিউরে উঠলো তাজিন।

প্রচণ্ড ভয়ে কুঁকড়ে গেছে কার্লোস। মাফিয়ার নিজস্ব বার্তা—হলুদ রঙের মরা ক্যানারিটা দেখার পর থেকে মনে হচ্ছে, কে যেন তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত ব্লটিং পেপারে শুষে নিয়েছে। কিছুতেই তাকে আর সাক্ষী দিতে রাজি করানো গেল না, ফলে কেঁচে গেল মামলা। আর একবার হারপারের হাত ফসকে বেরিয়ে এলো ভ্যালেন্টি। শত শত উৎসুক জনতার চোখের সামনে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে কোর্টরুমের বাইরে বেরিয়ে এলো সে, লালচে পাতলা ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি। জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো, তারপর উঠে বসলো অপেক্ষমান বিরাট কালো লিমুজিনে।

সেদিন সন্ধ্যের মধ্যেই সারা দেশের লোক জেনে গেল অ্যাটর্নি তাজিন রহমানের ঘৃণ্য কীর্তি-কলাপ। প্রতিটা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো তাজিনের ছবি। টেলিভিশনের সান্ধ্য খবরে দেখানো হল গ্রেফতারের ঘটনাটা। হারপার বিবৃতি দিলেন, তাজিনকে দেখে নেবেন তিনি। সবাই জানলো, তাজিনের মাত্র চারঘণ্টার কর্মজীবনের ইতি ঘটেছে এখানেই।

এদিকে সে-রাতে "টম'স প্লেস"-এ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। রেস্তোরাঁটার মালিক অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি, সেটা অনেকেই জানে না। তবে এমুহূর্তে ভ্যালেন্টি উৎসবে যোগ না দিয়ে একাকী বসে রয়েছে পেছনের একটা সাজানো ঘরে, হাতে গ্লাস ভর্তি হুইস্কি। বাঁ-হাতে টিভি অন করলো ভ্যালেন্টি, খবরের সময় হয়ে গেছে। নড়েচড়ে আরাম করে বসলো সোফায়। পর্দায় তাজিনকে দেখা যেতেই হাতের গ্লাসটা উঁচিয়ে স্যালুট করলো ভ্যালেন্টি।

www.boiRboi.blogspot.com

দুই

প্রমাণের অভাবে তাজিনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো পুলিশ। তবে অ্যাডাম হারপার শাসালেন, তাঁর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়, তাজিনের পিছু ছাড়বেন না তিনি। তাজিন ফিরে এলো ওর একরুমের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে। শহরের সবগুলো ল' ফার্মে চাকরি খুঁজে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু কোথাও কিছু হলো না। সবাই ওকে ভালো করে চিনে গেছে পত্রিকা আর টিভির বদৌলতে। জেনেশুনে মাফিয়ার লোককে কে-ই বা চাকরি দেবে! তাজিন ভাবতে পারে না এভাবে আর ক'দিন চলবে। জমানো টাকা সবই প্রায় শেষ। বাবাও বেঁচে নেই যে তাঁর কাছে যাবে। বাবার কথা মনে হতেই চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল পৃথিবী।

রকিবুর রহমান যৌবনে ভাগ্যের অন্বেষণে চলে এসেছিলেন আমেরিকায়। এদেশী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন বলে বাবা-মা ত্যাজ্য করেছিলেন তাঁকে। শ্বেতাঙ্গিনী মায়ের গর্ভে জন্মালেও তাজিনের ত্বকে আছে বাংলার শ্যামল কোমলতা, কালো চোখের পম্মার গভীরতা, আর কোমর পর্যন্ত কালো চুলের শোভা দেখলে যে কোন

www.boiRboi.blogspot.com

বাঙালী কবি তার তুলনা দেবে মেঘের সঙ্গে। চোদ্দ বছর না পেরোতেই স্কুলের ছেলেরা জ্বালিয়ে মারতে লাগলো ওকে।

তাজিনের আমেরিকান মা যেদিন পাশের বাড়ির সতেরো বছরের ছোকরার হাত ধরে ঘর ছাড়লো, সেদিন থেকেই পাল্টে গেল ওদের জীবনধারা। রকিবুর রহমান অসুস্থ হয়ে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তাজিনের বয়স তখন ষোল। এ বয়সেই অসুস্থ বাবার সেবা, সংসারের দেখাশোনা আর লেখাপড়া—একসঙ্গে সব করতে হয়েছে। রকিবুর রহমান নিজে ছিলেন আইনজীবি, কিন্তু বিদেশী বলে পসার ছিলো না। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তাজিন একদিন নামকরা আইনজীবি হবে, প্রতিযোগিতা করে নিজের স্থান করে নেবে এদেশে। প্রমাণ করে দেবে, আমেরিকান সাদা চামড়াদের চেয়ে বাঙালীরা কোন অংশেই কম নয়। বহু কষ্টে তিনি তাজিনের পড়াশোনার খরচ চালাতে লাগলেন।

বছর দু'য়েক পর হঠাৎ এক সকালে তাজিনের দাদু-আর দিদা কেনমোর ছোট্ট ফ্ল্যাটটায় হাজির হলেন। বাবা মেয়ে তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। কপালে মমতার স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলতেই অবাক হয়ে গেল তাজিন, সেই মুহূর্তে ভালবেসে ফেললো দিদাকে। কোনদিনই ও আমেরিকান মায়ের আদর-সোহাগ পায়নি, দিদাই হয়ে উঠলো ওর ধ্যান-জ্ঞান। পুত্র আর নাতনীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন তাঁরা, জীবনের বাকি ক'টা দিন একমাত্র পুত্র আর মাতৃহারা নাতনীর সঙ্গে কাটিয়ে যেতে চান। কিন্তু রকিবুর রহমান রাজি হলেন না। অটল রইলেন নিজ প্রতিজ্ঞায়। তবে সেবার দাদু আর দিদার সঙ্গে দেশে বেড়াতে গেল তাজিন। সে যে কী আনন্দ, কী চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা—আত্মহারা হয়ে গেল ও। টিকাটুলির এক-

তাল। লাল ইটের বাড়িটার আনাচে কানাচে নেচে বেড়িয়েছে প্রজাপতির মতো, দিদার হাতে মাখা ভাত খেয়েছে বাচ্চাদের মতো, রাতের বেলা দিদার কোল ঘেঁষে শুয়ে শুনেছে হরেক রকমের গল্প। সবচেয়ে ভালো লেগেছে মেঘনা তীরের ফুলতলী গ্রাম। তার পর থেকে প্রতি বছরই একমাসের জন্যে তাজিন দাদু আর দিদার কাছে চলে গেছে, সবাই মিলে বেড়াতে গেছে গ্রামে। ঐ ক'টা দিন হাসি আর আনন্দে ভরে উঠেছে বিশাল চৌচালা বাড়িটা, সবুজ খেতের রঙ যেন তখন আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে, আরো কালো হয়ে উঠেছে মেঘনার জলরাশি।

কিন্তু তাজিনের ফাইনাল পরীক্ষার মাসখানেক পরে হঠাৎ করে মারা গেলেন রকিবুর রহমান। প্রচণ্ড আঘাত পেলো তাজিন। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় চোখে অন্ধকার দেখলো। এক-বার ভাবলো, দেশে ফিরে যাবে দিদার কাছে। বাবা-ই যখন নেই, কেন পড়ে থাকবে ও এই বিদেশে বিভুঁইয়ে! কিন্তু বাবার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেতেই সিদ্ধান্ত পাল্টালো, যে করেই হোক, ওকে টিকে থাকতে হবে আমেরিকায়। বাবার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতেই হবে। ওর শিক্ষকের সুপারিশে হারপারের বিখ্যাত ল'ফার্মে ভালো বেতনে চাকরি হল. ছোট্ট শহর কেলসোর বাস গুটিয়ে তাজিন চলে এলো নিউইয়র্কে। অথচ কোথা থেকে কি হয়ে গেল! মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই যেন জীবনটা শেষ হয়ে গেল তাজিনের। ঠিক এই মুহূর্তে ভ্যালেন্টিকে সামনে পেলে হয়তো খুন করে ফেলতো ও।

কোথাও চাকরি না পেয়ে তাজিন সিদ্ধান্ত নিলো, নিজের চেষ্টায় বড় হবে। একাই প্র্যাকটিস শুরু করবে, চাকরি ওর জন্যে নয়। ফোর্থ স্ট্রিটে দিল হাইড নামের এক প্রাইভেট ডিটেকটিভের ছোট্ট নোনা-

www.boiRboi.blogspot.com

ধরা অফিসরুমের আধখানা ভাড়া নিলো তাজিন। প্রতি মাসে ষাট ডলার ভাড়া গুণতে হবে। বাইরে সাইনবোর্ড ঝোলালো, "তাজিন রহমান, অ্যাটর্নি এ্যাট ল'।" দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো, কেউ এলো না। জমানো টাকা জলের মতো খরচ হয়ে যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো তাজিন। দিদার কাছে সাহায্য চাইতে লজ্জা করে, দু'বছর আগে দাদু মারা যাবার পর তিনি নিজেই আর্থিক অনটনের মধ্যে আছেন। গত এক হপ্তা ধরে দুপুরের খাওয়া বাদ দিয়েছে তাজিন। তারপরেও যে চলে না!

এমনি এক সকালে তাজিনের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের ডোরবেল বেজে উঠলো। নিশ্চয় বাড়িওয়ালী! পাওনা টাকা চাইতে এসেছে। দরজা খুলে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো তাজিন। মধ্য ত্রিশের সুদর্শন এক ভদ্রলোক, তাঁর গাঢ় নীল দামী স্যুটের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বিখ্যাত দর্জির দোকানে তৈরি। মৃদু হেসে মার্জিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'মিস্ রহমান?'

'জ্বী···কিন্তু আপনাকে ঠিক···'

'আমাকে আপনার চেনার কথা নয়। আমি জিম ফস্টার, নিউ ইয়র্ক বার এসোসিয়েশনের ডিসিপ্লিনারি কমিটির একজন সদস্য। এ-মুহূর্তে আমি আপনার বিরুদ্ধে একটা তদন্ত করছি। দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে আপনার রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করা হবে।'

নিশ্চয়ই হারপারের কীর্তি! অসহ্য রাগে ফুঁসে উঠলো তাজিন, 'আপনাদের যা ইচ্ছে করতে পারেন। বোকার মতো একটা কাজ করে ফেলেছিলাম সত্যি, কিন্তু যতদূর জানি, বোকামির বিরুদ্ধে এদেশে আইনগত শাস্তির কোন বিধান নেই।' টান দিয়ে দরজা বন্ধ

করতে গেল তাজিন. কিন্তু ভদ্রলোক আগেই জুতোসুদ্ধ পা এগিয়ে দিয়েছেন দরজার ফাঁকে। ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন, 'আপনি শুধু শুধু মেজাজ খারাপ করছেন…'

'ব্যাস্! আর কোন কথা শুনতে চাই না, শুধু আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন!' পেছন ফিরে দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা আটকে দিলো তাজিন। বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো। দশমিনিট পর একটু সুস্থির হয়ে মাথা তুলে আয়নার দিকে তাকালো। চোখের পানি মুছে নিলো। বোকার মতো মনে হচ্ছে নিজেকে। ভদ্রলোক কি ভাবলেন! দ্বিতীয়বার গাধার মতো ব্যবহার করলাম, ভাবলো তাজিন। রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল হয়ে গেলে এদেশে আর সে প্র্যাকটিস করতে পারবে না। নাহ্! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিলো। অন্তত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাওয়া যেতো।

হালকা গোলাপী ব্লাউজটা খুলে ফেললো তাজিন, স্কার্টের জিপার টানলো, পায়ের কাছে গোল হয়ে পড়ে গেল স্কার্টটা। ব্রা আর প্যান্টি খুলে ছুঁড়ে দিলো বেসিনে। বাথটাবে জল ভরলো। এত কম ভাড়ার ঘরে গরম জল পাওয়া যায় না, তবে শীতকাল না হলে তাজিনের তেমন কোন অসুবিধা হয় না। আলাদা একটা বাথরুম পেয়েছে, তা-ই বা কম কিসে? খাওয়া-বসা-শোবার ঘর একটাই। বাথরুমের পাশের এক চিলতে জায়গা পর্দা দিয়ে ঘিরে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে—একজনের সংসার, চলে যায় কোনমতে। টিকাটুলির বিরাট বাগানওয়ালা লাল রঙের সুন্দর খোলামেলা বাড়িটার কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো তাজিন। দিদা যদি জানতে পারতেন ওর এই অবস্থার কথা! না, না, কোনভাবেই তাঁকে

জানতে দেয়া চলবে না।

বাথটাবে পানির মধ্যে শুয়ে পড়লো তাজিন, আরামে চোখ বুজে এলো। রাগে গা জ্বলছিল এতক্ষণ। প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করায় উঠে পড়তে হলো। ভালো করে চুল ধুয়ে আলগা পানি হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো—টাওয়েলটা রয়ে গেছে বাইরে।

বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো তাজিন ভেজা নগ্ন শরীরে। চুল ঝাড়তে ঝাড়তে কাবার্ডের দিকে এগিয়ে যেতেই বরফ হয়ে গেল সে। জিম ফস্টার ঘরের একমাত্র সোফাটায় বসে আছে রাজ্যের বিস্ময় চোখে নিয়ে। দু'সেকেণ্ড পর চলৎশক্তি ফিরে পেয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে ছুটে গিয়ে আবার বাথরুমে ঢুকলো তাজিন। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। ছি, ছি! ভদ্রলোক এতক্ষণ বসে থাকবেন কে ভেবেছিল? বাথরুমের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। দু'হাতে মুখ ঢাকলো তাজিন।

দরজায় টোকা পড়লো, মোলায়েম কণ্ঠস্বর ভেসে এলো বাইরে থেকে, 'মিস্ রহমান, আপনাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলার জন্যে সত্যিই দুঃখিত। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, আপনি তৈরি হয়ে আমাকে ডাকবেন।' পায়ের শব্দ বাইরের দরজার সামনে থামলো, দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল।

সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো তাজিন। পাঁচ মিনিটে রেডি হয়ে গেলেও আরো পনেরো মিনিট লাগলো লজ্জা কাটিয়ে উঠতে। দরজা খুলে দিয়ে খাটের ওপর বসলো তাজিন, মাথা নিচু করে পায়ের নখ ঘষছে মেঝেয়। জিম ফস্টার ঘরে ঢুকে সোফায় এসে বসলো, তবু মাথা তুলে চাইতে পারলো না তাজিন। বুদ্ধিমান ফস্টার সরাসরি

www.boiRboi.blogspot.com

কাজের কথায় চলে এলো, 'আচ্ছা মিস্ রহমান, সেদিন কোর্টে ঠিক কি ঘটেছিল, আমাকে তা বলতে পারেন?'

ধীরে ধীরে মাথা তুললো তাজিন। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো, 'আমার কথা বিশ্বাস করবেন?'

'কেন নয়? আমি তো সত্যি কথা জানতেই এসেছি।'

সহজ হয়ে উঠলো তাজিন। ভালো লাগলো লোকটাকে। বহুদিন পর মমতার একটুখানি স্পর্শ পেলো যেন। মন খুলে কথা বললো। প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা মন দিয়ে শুনলো ফস্টার, প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করলো। ঠিক এক ঘন্টা পর বিদায় নিয়ে চলে গেল। জানালায় দাঁড়ালো তাজিন। বিরাট কালো লিমুজিনটা গেট পার হয়ে রাস্তায় পড়লো, টিনটেড গ্লাসের জন্যে ফস্টারকে দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণে মনে পড়লো, ভদ্রলোককে এক কাপ চা-ও খাওয়ানো হয়নি।

লিমুজিনটা জিম ফস্টারকে নিয়ে এলো ত্রিশ নম্বর ওয়াল স্ট্রীটে —"ওয়াল্ডম্যান অ্যাণ্ড ফস্টার"-এর বিরাট ল' ফার্মে, চারতলার পুরোটা নিয়েই যার বিস্তৃতি। একশো পঁচিশজন আইনজীবি চাকরি করেন ফস্টারের ফার্মে। পার্টনার হেনরি ওয়াল্ডম্যান সম্পর্কে ওর চাচাশ্বশুর, কোটিপতি প্রবীণ রাজনীতিবিদ। ফস্টারের বাবা প্রাক্তন সিনেটর অ্যালেন টার্নারের বাল্যবন্ধু তিনি। আট বছর আগে ওয়াল্ডম্যানের ভাইঝি চেরীকে বিয়ে করেছে ফস্টার। ছোটবেলা থেকেই জানাশোনা ছিলো। তবে বিয়ের পর ফস্টার আবিষ্কার করলো, যৌন-জীবন সম্পর্কে কিছু গোঁড়ামি রয়েছে চেরীর। ফলে ওদের সম্পর্কটা ধীরে ধীরে শীতল হয়ে এসেছে। তবে আজ পর্যন্ত চেরীর সঙ্গে কোনরকম মনোমালিন্য হয়নি ফস্টারের। সাংসারিক

www.boiRboi.blogspot.com

জীবনে হতাশার কারণেই ফস্টার নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে রাজনীতির সঙ্গে, ডেমোক্র্যাটিক দলের একজন সক্রিয় সদস্য সে। আশা আছে, আগামী নির্বাচনে সিনেটর পদের জন্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করবে, ওয়াল্ডম্যান সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন ওকে। বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সমিতির সঙ্গে জড়িত থাকায় ইতিমধ্যেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে ফস্টার। কিন্তু অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সবকিছু পেয়েও নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হয়, কি যেন নেই ওর! আট বছরের বিবাহিত জীবনে কোন সন্তান নেই ওদের। হলে মন্দ হতো না। চল্লিশ পেরিয়ে গেছে ফস্টারের, যদিও দেখে বোঝা যায় না। এখন বাবা না হলে আর কবে হবে!

আজ তাজিন রহমানের সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ফস্টারের। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে নিজেকে গালি দিলো। শালা! মেয়ে দেখে মুগ্ধ হবার বয়স কি আর আছে?

ওয়াল্ডম্যানের রুমে নক করে ঢুকে পড়লো ফস্টার। পি. এ. মেয়েটা মিষ্টি হেসে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো, হাসির প্রত্যুত্তর দিয়ে লম্বা পা ফেলে ওয়াল্ডম্যানের খাস কামরায় চলে এলো ফস্টার। চেয়ার টেনে বসে পড়লো চাচাশ্বশুরের মুখোমুখি। পেছনে মেয়েটা দরজা টান দিয়ে বন্ধ করে নিজের অফিস আগলে বসলো। ওয়াল্ডম্যান ফাইল বন্ধ করে মনোযোগ দিলেন ফস্টারের দিকে, 'চা খাবে?'

'নাহ্। এইমাত্র তাজিন রহমানের সঙ্গে দেখা করে এলাম।' ওয়াল্ডম্যানের চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতে দেখে যোগ করলো, 'ঐ যে, সেই মাফিয়া কেস। মিস্টার হারপার যে কাজটা দিয়েছেন আমাকে।'

'তো, কি মনে হলো?' চায়ের কাপে চুমুক দিলেন ওয়াল্ডম্যান।

'মেয়েটার কথায় কোনো ফাঁক নেই। নিষ্পাপ সুন্দর চেহারা। মনেই হয় না মাফিয়ার কাছ থেকে ঘুষ খেতে পারে।' চেয়ারে হেলান দিলো ফস্টার।

'ফস্টার, এতো দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ো না। মনে রেখো, আগামী সিনেটর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছো তুমি। এখন থেকে মেপে মেপে পা ফেলতে হবে তোমাকে।'

'না না, আমি শুধু মন্তব্য করলাম। এখনো ইনভেস্টিগেশন শুরুই করিনি। জাস্ট পরিচয়টা সেরে রাখলাম।' হাসলো ফস্টার, এমনও তো হতে পারে, মাফিয়ার বড় চাঁই এই মেয়েটা!'

কিন্তু পরবর্তী দু'হপ্তা ধরে বহু চেষ্টা করেও কোনো খুঁত বের করতে পারলো না ঝানু আইনজীবী জিম ফস্টার। কেলসোর নামকরা ভদ্র মেয়ে তাজিন, ল'স্কুলের সকলে ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কোনো পুলিশ রেকর্ড পাওয়া গেল না ওর নামে। মাফিয়ার সঙ্গে কোনরকম যোগসূত্রও আবিষ্কার করা গেল না। তাছাড়া যে অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তাজিন, তাতে বিশ্বাস করা কষ্টকর যে সে ঘুষ খেয়েছে। ফলে রিপোর্টটা তাজিনের পক্ষেই গেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো তাজিন।

পরদিন সকালে তাজিনের পাশের টেবিলে কর্মরত ডিটেকটিভ বিল হাইডের টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুললো হাইড, দু'সেকেণ্ড শুনলো, তারপর তাজিনের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসলো, 'মিস্, আপনার ফোন।' অবাক হলো তাজিন। কে তাকে ফোন করবে? উঠে গিয়ে রিসিভার নিলো, 'ইয়েস?'

www.boiRboi.blogspot.com

'সুপ্রভাত। আমি জিম ফস্টার। কেমন আছেন?' ভেসে এলো ভরাট মার্জিত কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ কেন যেন মনটা খুশিতে ভরে গেল তাজিনের, 'আপনি! আমার নাম্বার পেলেন কোথায়?'

'ভুলে যাবেন না দু'সপ্তাহ আপনার পেছনে লেগে ছিলাম।' শব্দ করে হাসলো ফস্টার, 'আপনার আর কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

'কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি কিভাবে বুঝলেন আমি নির্দোষ?' পরিহাসে তরল কণ্ঠস্বর তাজিনের।

'ইনট্যুইশন। বুঝলেন?' আবার একচোট হেসে নিলো ফস্টার। তারপর আসল কথায় এলো, 'যেজন্যে ফোন করেছি, আজ সন্ধ্যায় ঘন্টা দু'য়েক সময় দিতে পারবেন আমাকে?'

'পারবো মানে? সময় কিভাবে ব্যয় করবো, সেটাই এখন আমার প্রধান সমস্যা।' এবার দু'জনেই একসঙ্গে হেসে ফেলে।

'তাহলে কথা রইলো, আজ সন্ধ্যায় ফিফটি সিক্সথ্ স্ট্রীটের 'প্লাজা'য় আমাদের দেখা হচ্ছে। ঠিক সাতটায়। ঠিক আছে?'

রিসিভার ক্র্যাড্‌লে রাখার পরও আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাতে পারছে না তাজিন। প্লাজার মতো জায়গায় ওকে ডেকেছে ফস্টার! যার দু'বেলা খাবারই ভালভাবে জোটে না! নেহায়েত দয়াপরবশ হয়েই কি ফস্টার ওকে ডেকেছে, নাকি তদন্ত শেষ হয়নি এখনো! আরো বড় ধরনের কোন বিপদ কি ওর জন্যে অপেক্ষা করছে!

হঠাৎ খেয়াল করলো হাইড অবাক বিস্ময়ে গোল গোল চোখে চেয়ে আছে। লজ্জা পেলো তাজিন। তড়িঘড়ি নিজের চেয়ারে গিয়ে

বসলো। এই অফিস নেবার পর ক'দিনের মধ্যেই হাইডের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভদ্রলোক সহজ সরল এবং সহানুভূতিশীল। নিজের ব্যবসার অবস্থা যে খুব ভালো, তা নয়। নিরুদ্দিষ্ট স্বামী বা স্বৈরিনী স্ত্রী'র পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করে পেট চালাতে হয়, ক্লায়েন্টরাও তেমন স্বচ্ছল নয়। তারপরেও তিনি তাজিনের অবস্থা লক্ষ্য করে কয়েকটা কেসে তার সাহায্য চেয়েছেন আধাআধি পেমেন্টের ভিত্তিতে। কিন্তু ভদ্রলোকের স্বল্প আয়ে ভাগ বসাতে মন চায়নি তাজিনের, তবে ধার হিসেবে সামান্য কিছু ডলার নিয়েছে। তাজিন জানে, চিরদিন ওর এই অবস্থা থাকবে না।

প্রতিদিন যে সময়ে বাসায় ফেরে, আজ তার চেয়ে অনেক আগে ফিরলো তাজিন। জিম ফস্টারের মতো বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আজ সে খেতে যাচ্ছে প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁয়, সেজন্যে প্রস্তুতি দরকার। ঢোকার মুখে অভ্যেসবশত লেটারবক্স খুলে দেখলো, যদিও জানে, কিছু থাকবে না। কিন্তু ওকে অবাক করার জন্যেই একটা নীল রঙের মোটাসোটা খাম জ্বলজ্বল করে চেয়ে আছে! খোলার আগেই বুঝতে পারলো, দিদা। দৌড়ে ঘরে এসে ব্যাগটা ছুঁড়ে দিলো কাবার্ডের উপর, তারপর সটান শুয়ে পড়লো বিছানায়, দিদার চিঠি সবসময়ই ও আয়েস করে শুয়ে শুয়ে পড়ে। চিঠিটা বের করে বুক ভরে গন্ধ নিলো, মনে হচ্ছে, যেন দিদার গন্ধ পাচ্ছে। পড়তে শুরু করে পুলকিত হয়ে উঠলো আবার। দিদা কিছু টাকা পাঠাচ্ছে আগামী মাসে, কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো সমস্ত অন্তর। কিভাবে তিনি তাজিনের বিপদ আঁচ করতে পারলেন!

যত্ন করে দিদার চিঠির উত্তর লিখলো তাজিন। কৃতজ্ঞতা জানালো। হঠাৎ করে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো, এবার তৈরি হওয়া দরকার। পোশাক বাছতে গিয়ে মূল্যবান দশটা মিনিট নষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে শ্যাওলা সবুজ স্বতী শাড়িটা টেনে নিলো, দু'বছর আগে দিদা নিউমার্কেট থেকে কিনে দিয়েছিলেন। পরলে ওকে চমৎকার দেখায়, সবাই তাই বলে। অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে চটপট পরে নিলো শাড়িটা। দুঃখ হলো, ঘরে লাইফ সাইজ আয়না নেই বলে। দিদা অনেক কষ্ট করে শাড়ি পরতে শিখিয়েছেন ওকে, আজ সেজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে হলো। তাজিন নিজেই বুঝতে পারে, শাড়িতে ওর ব্যক্তিত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়।

মুখ ধুয়ে হালকা করে পাউডার বুলিয়ে নিলো। কাজল টানলো চোখে। হালকা করে লিপস্টিক দিলো। একটু ইতস্তত করে সবুজ টিপ পরলো, কেমন লাগছে কে জানে! কিন্তু চুল নিয়ে পড়লো মুশকিলে। খোলা থাকবে নাকি বাঁধবে? দিদা কাছে থাকলে একটা খোপা বেঁধে দিতে বলতো। অবশেষে ঠিক করলো, খোলাই থাক চুলগুলো।

স্যাণ্ডেলটা ঠিক ম্যাচ করল না, তবু সান্ত্বনা, শাড়ির নিচে থাকবে, ভালো করে দেখা যাবে না। হঠাৎ মনে হলো, কার জন্যে এমন করে সাজতে বসেছে ও? একদিনের পরিচিত বই তো নয়! কিন্তু ভদ্রলোক আশাতীত ভালো ব্যবহার করেছেন ওর সাথে, তা'ছাড়া প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তি—এটুকু তাঁর পাওনা, নিজেকে বোঝালো তাজিন। আর প্লাজার মতো রেস্তোরাঁয় তো যেমন-তেমনভাবে যাওয়া যায় না!

আঁচলে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিচে নেমে এলো তাজিন। ঠিক করলো, ট্যাক্সি নেবে। শত হলেও আজ ও প্লাজায় যাচ্ছে। রানীর মতো

www.boiRboi.blogspot.com

উঠে বসলো ট্যাক্সিতে।

কিন্তু রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকে আত্মবিশ্বাস কমে গেল ওর। কি বিরাট ব্যাপার স্যাপার! ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে সাজানো হয়েছে ভেতরটা। দেয়ালগুলো ঢাকা পড়েছে রক্তরঙা ভেলভেটে, সিলিঙ-য়ে ঝুলছে বিশাল বিশাল সব শ্যাণ্ডেলিয়ার। পা ডুবে যায় নরম কার্পেটে। পেতলের আসবাবপত্র ঝকঝক করছে সোনার মতো।

ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুদর্শন স্মার্ট ওয়েটার এগিয়ে এলো, 'মিস্ তাজিন রহমান? মিঃ জিম ফস্টার আপনাদের জন্য একটা টেবিল রিজার্ভ করেছেন।' পথ দেখিয়ে কোণের একটা টেবিলে নিয়ে এলো তাজিনকে। ভেলভেটে মোড়া নরম চেয়ারের গভীরে ডুবে যেতে যেতে বিমূঢ় ভাবটা অনেকখানি কেটে গেল। লো ভল্যুমে দেয়া মিউজিকটা দারুণ ভালো লাগছে, পল মরিয়াঁ।—তাজিনের প্রিয়। কোনো ড্রিংক্স্ লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করলো ওয়েটার। নিষেধ করলো তাজিন।

এমন সময় লম্বা লম্বা পা ফেলে ফস্টারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ওয়েটারের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো, 'দু'টো ড্রিংক্স্ দাও, আমি যেটা খাই সেটা।'

তাজিন মৃদুস্বরে জানালো, সফ্ট্ ড্রিংক্স্ ছাড়া ও খায় না। চোখে মৃদু বিস্ময় ফুটে উঠে সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল, 'ঠিক আছে। ওর জন্যে একটা অরেঞ্জ জুস্ নিয়ে এসো।'

সামনে বসা তাজিনের অস্বস্তিটুকু অনুভব করলো ফস্টার। ভালোই লাগলো, আজন্ম এদেশে থেকেও বাঙালী ভাবটা মুছে যায়নি। লক্ষ্য করেছে ফস্টার, সব ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মধ্যেই এক ধরনের আশ্চর্য কোমলতা দেখা যায়। সেজন্যেই তাজিনকে এতটা

www.boiRboi.blogspot.com

ভালো লেগেছে। তাছাড়া আজ শাড়িতে অপূর্ব লাগছে ওকে, 'আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, আপনি অপূর্ব সুন্দরী!'

'ধন্যবাদ।' শাড়ির আঁচলটা আর একটু টেনে দিলো তাজিন। ওর অস্বস্তিটা দূর করা দরকার, ভাবলো ফস্টার। খুশি খুশি গলায় জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, আপনি কখনো চকোলেট দিয়ে মোড়ানো ভাজা পিঁপড়ে খেয়েছেন?' তাজিনের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে যোগ করলো, 'গতবছর চায়নায় খেয়েছিলাম। দারুণ মজা! এখানে যদি পাওয়া যেতো, তবে আজ আপনাকে খাওয়াতাম।'

'আমার অনেক ভাগ্য যে এখানে পাওয়া যায় না।' দু'জনেই জোরে হেসে উঠলো। ওয়েটার ড্রিংক্স্ নিয়ে এলো। খাবারের অর্ডার দিয়ে দিলো ফস্টার। এখানকার স্যালাড নাকি সাংঘাতিক! আদার রসে ভেজানো ভাজা মাংসেরও নাকি তুলনা নেই। খেতে গিয়ে তাজিন বুঝলো, একটুও বাড়িয়ে বলেনি ফস্টার। এতদিন শুধু প্লাজার কথা শুনেই এসেছে তাজিন, সাধারণ রেস্তোরাঁর সঙ্গে পার্থক্য কোথায়, তা আজ টের পেলো।

যখন ওরা ডেজার্ট খাচ্ছে, তখন দেখা গেল ফস্টার অনবরত কথা বলছে আর তাজিন হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওরা যেন জন্মজন্মান্তরের বন্ধু।

খাওয়া শেষে চামচ নামিয়ে রেখে নড়েচড়ে বসলো ফস্টার, 'আচ্ছা, আপনাকে যদি আমার ফার্মে জয়েন করতে অনুরোধ করি, আপনি কি তা রাখবেন? আপনার তো সাংঘাতিক রকমের ভালো ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে। ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। কাযে আপনার মতো ট্যালেন্টেড ল'ইয়ার দরকার আমার।'

দয়া? চোয়াল শক্ত হয়ে গেল তাজিনের, 'আমি দুঃখিত।

নিজেই প্র্যাকটিস করবো, ঠিক করেছি। কারো দয়ার প্রয়োজন নেই।'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো ফস্টার, 'না না, আমি সেরকম কিছু ভেবে বলিনি। নিজের ব্যাপারে অবশ্যই আপনি নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন।' ন্যাপকিন ঠোঁটে চেপে আলাপের মোড় ঘোরালো ফস্টার, 'তবে যা-ই বলুন না কেন, এখানকার খাবারটা অতুলনীয়। আচ্ছা, আপনি কি বাংলাদেশী রান্না জানেন ?'

'কিছু কিছু জানি। ছ'টো কি তিনটে আইটেম। যদি ইন্টারেস্টেড হন, তবে আসুন না একদিন আমার বাসায়।' হাসি ফিরে এলো তাজিনের ঠোঁটে।

'অবশ্যই যাবো। খাবারগুলো যদি আপনার উপস্থিতির মতোই উপভোগ্য হয়, তবে ছ'টো কি তিনটে আইটেমই যথেষ্ট।' আবার সহজ ভাবটা ফিরে এলো ছ'জনের মাঝে। হাসি আর গল্পে কেটে গেল আরো একটি ঘণ্টা।

সেদিন ফস্টারের কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে তাজিন বুঝতে পারলো, ও প্রেমে পড়েছে।

তিন

ছেলেবেলায় স্কুলে সহপাঠীরা ওকে খ্যাপাতো 'ব্রাউনী' বলে, হিংসে করতো পড়াশোনায় ভালো ছিলো বলে। আর একটু বড় হতেই

www.boiRboi.blogspot.com

রাজ্যের আজেবাজে ছেলে ওর পিছু নিলো। মায়ের কেলেঙ্কারির কথা জানাজানি হবার পর বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিলো খুব সামান্য, সেটুকুও বিচ্ছিন্ন করে দিলো তাজিন। পড়াশোনার মাঝেই নিজেকে ঢেলে দিয়েছিল।

আজ হঠাৎ এতদিন পরে মনে হলো, জীবনটা নেহাত খারাপ নয়। বেঁচে থাকারও কিছু আনন্দ আছে। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে অফিসে ঢুকলো তাজিন। আর একটি লম্বা দিনের শুরু হতে যাচ্ছে। এত সহজে হেরে যাবো না আমি, ভাবলো সে।

বিল হাইডকে 'হাই' বলে নিজের টেবিলে যেতেই অবাক হয়ে দেখলো, এক বৃদ্ধা বসে রয়েছেন ওর অপেক্ষায়। চেয়ার টেনে বসে পড়লো তাজিন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো, 'বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে ?'

'আমি মিসেস পারকিনসন। আমার নাতনীর হয়ে একটা কেস যদি হাতে নেন, খুবই উপকৃত হবো। তবে আমি ভাবতেই পারিনি আপনার বয়স এত কম।' ফোকলা দাঁতে হাসে বুড়ি।

বুড়ির কথা বিশ্বাস করতে দীর্ঘ দশ সেকেণ্ড সময় নিলো তাজিন। এতদিনে ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন। চৈতন্য ফিরে পেতেই চেয়ারটা আর একটু সামনে টেনে নিলো, 'আপনার নাতনীর সমস্যাটা কি ?'

'সে আর বলো না বাছা। এই তোমার মতই বয়স তার। ছ'বছর আগে এক অ্যাকসিডেন্টে আহত হয় সে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অপারেশন করে ছ'টো হাত আর ছ'টো পা কেটে ফেলা হয় তার, এমনিতেও অকেজো হয়ে গিয়েছিল হাত-পা। এখন আমরা মোটর কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে চাই।'

'কিন্তু এতদিন পরে একথা খেয়াল হলো আপনাদের ?'

'না, ঠিক তা নয়। আরো একবার মামলা করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে হেরে যাই আমরা।'

'দ্বিতীয়বার মামলা করা অনেক ঝামেলার ব্যাপার, স্পেশাল পারমিশন দরকার হয়। তাছাড়া জেতার সম্ভাবনা প্রায় নেই।' ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগলো তাজিন।

'মা, তুমি একটু চেষ্টা করলেই হবে। ঐ এক নাতনী ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ওর চিকিৎসা করাতে গিয়ে ফতুর হয়ে গেছি আমি। আজকাল দু'বেলা খাওয়াও জোটে না ঠিকমতো। টিনার মুখের দিকে আমি চাইতে পারি না, মা...' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধা। অপ্রস্তুত হয়ে গেল তাজিন। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আলতো করে জড়িয়ে ধরলো বৃদ্ধাকে, 'ঠিক আছে, আপনি শান্ত হোন। যতটুকু পারি, চেষ্টা করবো আমি।'

সারাটা দিন ধরে টিনা পারকিনসনের হেরে যাওয়া মামলার কাগজপত্র জোগাড় করলো তাজিন, পুরনো উকিলের সঙ্গে কথা বললো। কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পেলো না। দোষটা ছিলো টিনারই। নেশনওয়াইড মোটর কোম্পানীর একটা ট্রাকের সামনে বরফে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল টিনা, ব্রেক করেছিল ঠিকই ট্রাকটা, কিন্তু বরফ বিছানো রাস্তায় কাজ করেনি।

গভীর রাতে হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় টিনার পুরনো উকিল হাচিসনকে ফোন করলো তাজিন। বারোবার রিং হবার পর ওপাশ থেকে ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'হ্যালো।'

'আমি তাজিন রহমান। আচ্ছা, আপনার কি মনে আছে ট্রাক ড্রাইভারের রেকর্ডে কোনো খুঁত ছিলো কিনা ?'

www.boiRboi.blogspot.com

বিস্ময়ে পাঁচ সেকেণ্ড কথা বেরোলো না হাচিসনের গলা দিয়ে। বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েই রাগী গলায় উত্তর দিলো, 'আপনি কি ভেবেছেন এসব চেক্ না করেই মামলা করেছি আমি ?'

'না না, তা নয়। আচ্ছা, আপনি কি ঠিক জানতেন অপারেশনটা অপরিহার্য ছিলো ?'

'দেখুন, আপনি আমাকে অপমান করছেন। একজন উকিলের কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আমি।' খেঁকিয়ে উঠলো হাচিসন।

'এত রাতে বিরক্ত করার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। তবে তথ্যগুলো জানা দরকার ছিলো আমার।'

'জেনেছেন তো ? দয়া করে এবার আমাকে রেহাই দিন। আপনি ঘুমোন, আমাকেও ঘুমোতে দিন।' ঠাশ্ করে রিসিভারটা রেখে দিলো হাচিসন।

পরদিন সকালে ফস্টারের ফোন পেলো তাজিন। সামনের শুক্রবারে তাজিনকে নিয়ে সিনেমায় যেতে চায়। উৎফুল্লচিত্তে সম্মতি জানালো তাজিন। পেশাগত জীবনে পাওয়া প্রথম কেসটার কথাও জানালো ফস্টারকে।

'কংগ্রাচুলেশন্‌স্ ! তাহলে একদিন সেলিব্রেট করতে হয়!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো ফস্টার। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সিরিয়াস হয়ে গেল তাজিন, 'আচ্ছা, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন ? নেশনওয়াইড মোটর কোম্পানী ১৯৭৫ সালে ক'টা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, সেটা জানার জন্যে ন্যাশনাল লিগ্যাল কম্পিউটার লেক্সিজ-এর সাহায্য প্রয়োজন। ঐ প্রতিষ্ঠানে তো যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে আপনার, আমার জন্যে যন্ত্রটা ব্যবহারের

ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?'

'কেন পারবো না ? আপনার কষ্ট করার দরকার নেই। শুক্রবারে আমিই আপনাকে জানিয়ে দেবো তথ্যটা।'

শুক্রবার সন্ধ্যায় তাজিনকে বাসা থেকে তুলে নিলো ফস্টার। গাড়িতে যেতে যেতে জানালো, সেবছর রেকর্ড পরিমাণ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ঐ কোম্পানির যানবাহন, ১৫টি। প্রায়ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে, ব্রেকে গোলমাল ছিলো। এদের বেশিরভাগ ট্রাকেরই ফিট-নেস সার্টিফিকেট ছিলো না। শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো তাজিন। মাথা জুড়ে সারাক্ষণ রইলো ওই উত্তেজনার রেশ। অস্কার পাওয়া ফিল্মেও মনোযোগ দিতে পারলো না সে।

শো-শেষে বেরিয়ে আসতে গিয়ে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে পড়লো ওরা। উৎসুক জনতা কাদের চারপাশে যেন ভিড় করেছে। নিশ্চয়ই কোন সিনেমা স্টার। ভাবলো তাজিন। হঠাৎ ভিড়টা একটু হালকা হতেই জমে গেল তাজিন, অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি। জনতার ভিড়ে ভাসতে ভাসতে স্ত্রীর হাত ধরে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে, ঠোঁটে বিব্রত হাসি। এ-শহরে ভ্যালেন্টির পরিচিতি যে কোন ফিল্ম-স্টারের সমান। কিংবা আরো বেশি। হঠাৎ করেই তাজিনের চোখে চোখ পড়লো ভ্যালেন্টির, ঠোঁটে ফুটে উঠলো রহস্যময় এক-চিলতে হাসি। কী ভয়ানক কালো চোখ! শিরশির করে উঠলো তাজিনের গা। ও কি চিনতে পেরেছে তাজিনকে ?

ভ্যালেন্টি আর ওর স্ত্রীকে নিয়ে কালো লিমুজিনটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। এতক্ষণে যেন শরীরে রক্ত চলাচল শুরু হলো তাজিনের। দ্রুত তাকালো ফস্টারের দিকে। নাহ্! সে বুঝতো

www.boiRboi.blogspot.com

পারেনি তাজিনের পরিবর্তনটুকু, ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে ব্যস্ত।

পরদিন পারকিনসনদের বাসায় গিয়ে জানালো, কেসটা নেবে ও। সাংঘাতিক খুশি হলেন বৃদ্ধা। টিনাকে দেখে খারাপ লাগলো তাজিনের। সুন্দর কচি মুখটা দেখে কে বলবে জীবনটা শেষ হয়ে গেছে ওর! হুইল চেয়ারটা পর্যন্ত একচুল নড়াতে পারে না ও। দু'টো হাত, দু'টো পা-ই কেটে ফেলা হয়েছে। এভাবে বাঁচতে পারে মানুষ! শিউরে উঠলো তাজিন।

বিদায় নিয়ে দরজার মুখে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে হলো তাজিনের, ঘুরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, বলুন তো, শহরে এত উকিল থাকতে আমার কাছে গেলেন কেন আপনি?'

'আমাদের এলাকার সমাজকল্যাণ সমিতি থেকে আপনার নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল।'

অবাক হলো তাজিন। ভ্যালেন্টির কেসে ব্যাপক পাবলিসিটি হয়েছিল ওর, কিন্তু সবই নিন্দাসূচক। তবু সমিতি কেমন করে বেছে নিলো ওকে ? শ্রাগ করে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলো তাজিন।

ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ঐ সমিতির প্রধান উপদেষ্টার নাম জিম ফস্টার।

চার

অগাস্টের এক সকালে টিনা পারকিনসন বনাম নেশনওয়াইড মোটর কোম্পানির ট্রায়াল শুরু হলো। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলা নয়, কিন্তু যেহেতু তাজিন রহমান বাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করবে, সেহেতু সংবাদপত্র আর টিভির লোকজন হামলে পড়লো কোর্ট-প্রাঙ্গণে।

মোটর কোম্পানির অ্যাটর্নি জন ক্রাটার মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যে, টিনা যেহেতু কোর্টে হাজির হতে পারবে না, সেহেতু বাড়তি কোন সুবিধা ওরা পাবে না। কিন্তু তাজিন যখন জাজের কাছে টিনার কিছু ছবি কোর্টে প্রদর্শন করার অনুমতি চাইলো, তখন তিনি উশখুশ করে উঠলেন। তবে জাজ বিনা দ্বিধায় অনুমতি দিয়ে দেয়ায় তিনি আপত্তি করতে পারলেন না।

কোর্টরুম অন্ধকার করে দেয়া হলো। সিক্সটিন মিলিমিটার প্রোজেক্টর চালু হলো মৃদু গুঞ্জন তুলে। দেয়ালে ভেসে উঠলো পঙ্গু টিনার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার হৃদয়বিদারক দৃশ্যাবলী।

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট হলরুমে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো।

www.boiRboi.blogspot.com

তাজিন ফিল্মটা তৈরি করার ব্যাপারে একজন পেশাদার ক্যামেরা-ম্যানের সাহায্য নিয়েছে, সে ভালো করেই জানে, কিভাবে ছবি তুলতে হয়।

প্রথমেই দেখা গেল সকালে ঘুম ভেঙেছে টিনার। বৃদ্ধা নানী বহুকষ্টে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বাথরুমে গেলেন, মুখ ধুইয়ে দিলেন। বাথরুমের কাজ সারার পর আবার কোলে করে এনে হুইল চেয়ারে শুইয়ে দিলেন নাতনীকে। বাচ্চাদের মতো যত্ন করে নাশতা খাওয়ালেন। পাল্টে দিলেন পোশাক।

তাজিন বহুবার দেখেছে ছবিটা। তবু ওর দু'চোখ জলে ভরে গেল। ও জানে, হলরুমের প্রতিটি দর্শকেরই মনের অবস্থা ওর মতো। ফিল্ম শেষ হবার পর উপস্থিত প্রতিটি লোকই নেশনওয়াইড মোটর কোম্পানির শত্রুতে পরিণত হল।

ছয়ঘণ্টা পরে ঘোষিত হলো রায়। টিনা পারকিনসন নেশন-ওয়াইড মোটর কোম্পানির কাছ থেকে ছয় মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পাবে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অ্যামাউন্টের ক্ষতিপূরণ।

আর একবার চারদিকে ঝড় তুলে ফেললো তাজিন। এবার প্রতিটি পত্রিকা উচ্চকিত হলো ওর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায়। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল অ্যাটর্নি তাজিন রহমান।

সন্ধ্যায় ক্রস্টারের সঙ্গে সেলিব্রেট করলো ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁয়।

পরদিন সকালে খুশিখুশি মন নিয়ে অফিসে এলো তাজিন। বিল হাইডের গ্রীটিংসের প্রত্যুত্তরে সহাস্যে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের টেবিলের দিকে এগোলো। বিস্মিত চোখে দেখলো, টেবি-লের ওপর সেলোফেনে মোড়া রক্তলাল তাজা গোলাপের বিরাট

একটা তোড়া। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হাইডের দিকে চাইতেই চোখ নাচিয়ে সে বললো, 'বিরাট এক লিমুজিনের শোফার মিনিট বিশেক আগে আপনার জন্যে রেখে গেছে ওটা। কার্ডে প্রেরকের নাম লেখা আছে।' রহস্যময় চোখে হাসলো হাইড।

তাজিন যত্ন করে দু'হাতে তুলে নিলো তোড়াটা, কার্ডটা সোজা করে পড়লো, 'শুভেচ্ছাসহ, অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি।'

নির্দ্বিধায় তোড়াটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তাজিন।

পাঁচ

নিউ জার্সির শহরতলীতে বিরাট এলাকা নিয়ে মাইকেল স্পিনোযার বিশাল খামারবাড়ি। নিজের পরিবার ছাড়াও জন বিশেক অনুচর সপরিবারে বাস করে এলাকার মধ্যে। সিকিউরিটি সিস্টেম হোয়াইট হাউসের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আপন ভুবনে একজন প্রেসিডেন্টের মতোই সম্মান পান স্পিনোযা।

খামারবাড়ির পেছন দিকে খাবারঘরে পারিবারিক মিটিং ডেকেছেন স্পিনোযা। তিনি ছাড়া উপস্থিত আছেন কনসিলিয়ারি টমাস বুশম্যান আর জামাই অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি।

www.boiRboi.blogspot.com

টেবিলের মাথায় বসেছেন স্পিনোযা। পঁচাত্তর বছর বয়সেও বিশাল শরীরের পেশীতে শক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। পনেরো বছর বয়সে সিসিলির পালার্মো থেকে আমেরিকায় চলে আসেন, বন্দরে শ্রমিকের কাজ নেন। একুশ বছর বয়সে সর্দারের সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়, পরদিন সর্দারকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্পিনোযা সর্দারের খালি পদ দখল করলেন, অন্য সব শ্রমিকরা ভয়মিশ্রিত সমীহের সঙ্গে তাঁকে আয়ের একটা ভাগ দিতে শুরু করলো। পাঁচ বছরের মধ্যে সুদের কারবার, পতিতালয়ের মালিকানা, জুয়ার ব্যবসা আর মাদকদ্রব্য চোরাচালানের মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠলেন প্রচুর অর্থ এবং ক্ষমতার অধিকারী। বত্রিশটি খুনের মামলার তিনি প্রধান আসামী, কিন্তু প্রতিবারই বেরিয়ে এসেছেন আইনের ফাঁক গলে। নিজ যোগ্যতায় আজ তিনি ঈষ্ট কোস্টের পাঁচটা প্রধান মাফিয়া পরিবারের 'কাপু'।

স্পিনোযার বাঁ-দিকে বসেছেন বৃদ্ধ পারিবারিক কনসিলিয়ারি টমাস বুশম্যান। নামকরা আইনজীবি তিনি, তবে শুধুমাত্র মাফিয়াদের কেসই হাতে নেন। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও জলপাই তেলের কারবারে তাঁকে বেশ ভালো একটা শেয়ার দেয়া হয়েছে। গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই পরিবারের কনসিলিয়ারি।

ডানদিকে বসেছে অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি। ভ্যালেন্টির অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রায়শঃই স্পিনোযার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, পরিবারের সবার থেকে আলাদা সে। ভ্যালেন্টির বাবা জিওভান্নি স্পিনোযার দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই, তিনি ছিলেন ফ্লোরেন্সের লোক, সিসিলিয়ান নন। প্রচলিত ধারণা—ফ্লোরেন্সের

লোকদের কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়।

জিওভান্নি আমেরিকায় এসে একটা জুতোর দোকান খুলে বসেন এবং সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেন। তাঁর ঘরের পিছনের কোনো গোপন কামরায় জুয়ার আসর বসতো না, মেয়েমানুষের কারবার থেকেও তিনি ছিলেন দূরে। একারণে লোকজন প্রকাশ্যেই তাঁকে বোকা বলে গালমন্দ করতো। কিন্তু দরিদ্র পিতার সন্তান ভ্যালেন্টি হলো সম্পূর্ণ বিপরীত।

মেধাবী ছাত্র ভ্যালেন্টি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাশ করেছে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পড়াশোনা শেষ করে বাবার কাছে আবদার ধরে, দূরসম্পর্কের চাচা স্পিনোযার সঙ্গে দেখা করতে চায় সে। জিওভান্নি ভাবলেন, হয়তো ব্যবসা শুরু করার জন্যে টাকা পয়সা চাইবে ভ্যালেন্টি। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করলেন স্পিনোযার সঙ্গে।

মোলায়েম হাসি হেসে শুরু করলো ভ্যালেন্টি, 'আমি আপনাকে ধনী করে দিতে পারি।'

'আমি তো ধনীই আছি।' ভুরু কুঁচকে চাইলেন স্পিনোযা উদ্ধত তরুণের দিকে।

'না, আপনি তা নন। আপনি ভেবে নিয়েছেন আপনি ধনী, কিন্তু আসলে ধনী নন।' হাসিটা একটুও ম্লান হলো না ভ্যালেন্টির ঠোঁটে।

'কি বলতে চাও, হে ছোকরা?' গর্জে উঠলেন স্পিনোযা।

বললো ভ্যালেন্টি।

রক্ত চিনতে ভুল করেন না কাপু। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন ভ্যালেন্টির প্রস্তাবগুলো। পরবর্তী পাঁচ বছরে ভ্যালেন্টির তত্ত্বাবধানে

মাংস সংরক্ষণ, গার্মেন্টস্, রেস্তোরাঁ, মোটর কোম্পানি এবং ঔষধের ব্যবসার মতো আইনসিদ্ধ পথে চারগুণ লাভের মুখ দেখেন স্পিনোযা। এর আগে তাঁর ব্যবসার সবই ছিলো বেআইনী। তবে নির্দোষ ব্যবসার অন্তরালে চারগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠলো বেআইনী কারবার—ডলারের স্রোত বইলো স্পিনোযার পকেটে।

নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলো ভ্যালেন্টি। স্পিনোযার কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার আগেই পাকাপোক্ত করে নিলো নিজের আসন। প্রেমের ফাঁদ পেতে অধিকার করে নিলো স্পিনোযার আদরের কন্যা রোজমেরীর হৃদয়। মেয়ের মন বুঝতে পেরে স্পিনোযা রাজি হলেন বিয়েতে।

বর্তমানে আমেরিকায় ছাব্বিশটা মাফিয়া পরিবার রয়েছে। নয়জনের একটা জাতীয় কমিশন পরিবারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। নতুন দিনের নতুন কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাসী ভ্যালেন্টি জানে, একদিন সে ঐ কমিশনের কর্ণধার হবে।

টেবিলের ওপাশে বসা বুশম্যানের দিকে চাইলো ভ্যালেন্টি। বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন কনসিলিয়ারি। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় প্রাচীনপন্থী লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা ঠিক নয়, এ কথা বার বার শ্বশুরকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ভ্যালেন্টি।

খুক্ করে কেশে নিয়ে বাকি ছ'জনের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন স্পিনোযা, 'অ্যান্টোনিও, তুমি কি যেন বলতে চাইছিলে?'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ঐ মেয়েটার ব্যাপারে। মানে যাকে আমরা ট্র্যাপ করেছিলাম কার্লোসের মামলায়। আজকাল পত্রিকায় প্রায়ই ওর কথা লিখেছে। সাংবাতিক বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমরা ইচ্ছে করলে ওকে কাজে লাগাতে পারি। এ ক'দিনেই চার-

www.boiRboi.blogspot.com

দিকে রটে গেছে, তাজিন রহমান ফাঁসির দড়ি থেকে মক্কেলদের ছিনিয়ে আনে। আমাদের কাজের জন্যে এমন ক্ষুরধার চটপটে ইয়াঙ ল'ইয়ারই দরকার।' কথা শেষ করে চোরাদৃষ্টি বুলিয়ে নিলো ক্রুদ্ধ বুশম্যানের মুখের ওপর।

'কেন, আমাদের বহুদিনের কনসিলিয়ারি তো রয়েছেনই।' অসন্তুষ্ট গলায় মত প্রকাশ করলেন স্পিনোযা।

'তা তো রয়েছেনই। তবে কি, মিঃ বুশম্যানের বয়স হয়েছে। অত খাটাখাটুনি তাঁকে দিয়ে না করানোই ভালো। তিনি তো কনসিলিয়ারি। এ মেয়েটাকে দিয়ে শুধুমাত্র কঠিন মামলাগুলো করাতে চাই।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন স্পিনোযা, তারপর বললেন, 'মেয়েছেলেদের এসব ব্যাপারে না আনাই ভালো। তবে তুমি যখন এত প্রশংসা করছো, তখন চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

বুশম্যানের হিমশীতল দৃষ্টি উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিলো ভ্যালেন্টি, মাপা পায়ে বেরিয়ে এলো লাউঞ্জে। ওকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোফায় বসা কোলেল্লা, কার্লো আর নিক ভিটো, স্পিনোযার তিন 'সোলদাতি'। তিনজনই ভ্যালেন্টির অনুগামী, কারণ রাস্তা থেকে তুলে এনে ভ্যালেন্টিই ওদেরকে কাজে লাগিয়েছে।

শোফারের খুলে ধরা দরজা গলে গাড়ির ব্যাকসিটে উঠে পড়লো ভ্যালেন্টি। রোজমেরী ওর জন্যে টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করছে, ভাবতেই বিরক্তিতে তেতো হয়ে গেল মনটা। চুলোয় যাক! শোফারকে নির্দেশ দিলো শহরে যেতে। ওয়ালনাট স্ট্রীটের পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টে ওর রক্ষিতা শার্লিনও আজ অপেক্ষা করছে। প্রতি বুধবার ভ্যালেন্টি ওর কাছে যায়। শার্লিনের তপ্ত মাংসল শরীরের কথা চিন্তা করে উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে। স্পীড বাড়াতে নির্দেশ দিলো শোফারকে।

www.boiRboi.blogspot.com

ছয়

আজকাল প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকে তাজিন। পারকিনসন-কেসের পর থেকেই প্রতিদিন অসংখ্য মক্কেল সামলাতে হচ্ছে। পাঁচজন নতুন পাশ করা ল'ইয়ার রেখেছে, খুব শিগগিরই আরো দু'জনকে নেবে বলে ঠিক করেছে। আগের অফিসের দু'টো ব্লক পরেই বড়সড় একটা অফিস ভাড়া নিয়েছে, প্রচুর খরচ করে সাজিয়ে নিয়েছে ইচ্ছে মতো। এই আট-ন' মাসেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছে তাজিন।

সিনেটর নির্বাচনের ক্যাম্পেইন শুরু করেছেন ফস্টার, তাই আগের মতো প্রকাশ্যে তাজিনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। শহরের বাইরে ছোটখাটো রেস্তোর্‌াঁয় ওদের দেখা হয়। হাসি আর গল্পে কেটে যায় অমূল্য একটি কি দু'টি ঘণ্টা। দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসে ওরা, কিন্তু আজ পর্যন্ত সরাসরি কোনো আলাপ হয়নি এ ব্যাপারে। নির্মল বন্ধুত্বের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে না বলা কথা। কিন্তু সেজন্যে কারো আক্ষেপ নেই।

দুপুরের দিকে তাজিনের পি. এ. যখন ওকে জানালো অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি কথা বলতে চায়, তাজিন কিছুটা কৌতূহলী হয়েই লাইন দিতে বললো। গত আট মাসে যতবার মামলা জিতেছে ও, প্রতিবার অফিসে এসেই টেবিলের উপর পেয়েছে সেলোফেনে মোড়া গোলাপের গুচ্ছ—ভ্যালেন্টির শুভেচ্ছা। প্রতিবারই ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তাজা ফুলগুলো। আজ আবার হঠাৎ কি ভেবে ফোন করলো সে?

'তাজিন বলছি, হঠাৎ কি কারণে ফোন করলেন, মিঃ ভ্যালেন্টি?' কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য বজায় রাখলো তাজিন।

একটু থমকে গেল ভ্যালেন্টি। দু'সেকেণ্ড পর উত্তর দিলো, 'আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। কিছু দরকারী কথা ছিলো।'

'কি ব্যাপারে, মিঃ ভ্যালেন্টি?'

'টেলিফোনে এত কথা বলা যায় না। তবে অবশ্যই ব্যবসায়িক আলাপ, আপনি নিরুৎসাহী হবেন না।'

'দেখুন মিঃ ভ্যালেন্টি, আপনার কোনো ধরনের আলাপই আমার নূন্যতম উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারবে না।' ঝাঁঝিয়ে উঠে ঘটাৎ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলো তাজিন।

সঙ্গে সঙ্গে আবার রিং বেজে উঠতেই রাগে জ্বলে উঠলো তাজিন, রিসিভার তুলে পি. এ-কে ধমক দিলো, 'কি ব্যাপার লিলিয়ানা? আবার কে?'

'মানে…মিঃ জিম টার্নার আপনাকে চাইছেন।' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলো লিলিয়ানা।

'আগে বলোনি কেন? তাড়াতাড়ি লাগাও।' রিসিভার কানে চেপে ফোম মোড়া চেয়ারে হেলান দিলো তাজিন, শান্তি ফিরে

www.boiRboi.blogspot.com

পেলো মনে। ফস্টার এ অফিসে জিম টার্নার নামে ফোন করে, নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে।

'তাজিন? কি করছো? ব্যস্ত?' ওপাশ থেকে ভেসে এলো ফস্টারের কণ্ঠস্বর।

'আর বলো না! ভ্যালেন্টি ফোন করেছিল। কি মতলব কে জানে! ধমকে দিয়েছি।'

'বেশ করেছো। ও ব্যাটার থেকে দূরে থাকবে। শোনো, আজ আমি আসতে পারবো না। এক্ষুনি ব্রুকলিনে যেতে হচ্ছে, জনসভায় ভাষণ দিতে হবে। কিছু মনে করো না, লক্ষীটি।'

'কি যে বলো তুমি! কাল ফোন করবে তো?'

'তুমি না বললেও করবো। তাহলে রাখি, বাই।'

'বাই, জিম।' লাইনটা কেটে যেতে লিলিয়ানাকে ডাকলো তাজিন, মেয়েটার সাথে অকারণেই খারাপ ব্যবহার করেছে আজ। মুখ নিচু করে ঘরে ঢুকলো লিলিয়ানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরলো তাজিন, 'তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি, লিলি, কিছু মনে করো না।'

'কি যে বলেন, মিস। সারাদিন এত ব্যস্ত থাকেন! এমন তো একটু-আধটু হবেই। আমি কিছু মনে করিনি।' হাসতে হাসতে নিজের ঘরে ফিরে গেল সে।

পরদিন টেলিফোন নয়, সন্ধ্যায় তাজিনের অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির হলো ফস্টার, যেটা কখনোই করে না সে। কিছুদিন হলো আগের খুপরিটা ছেড়ে তিন রুমের সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এসেছে তাজিন। দরজা খুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো খুশিতে উজ্জ্বল ফস্টারের মুখের দিকে। কিন্তু অতকিছু লক্ষ্য করার সময় নেই

ফস্টারের, তাজিনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষে দিলো। লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে ছটফট করে উঠলো তাজিন, 'ছি, ছি! কি শুরু করেছো?'

'যাই বলো না কেন, আজ আমি কিচ্ছু শুনবো না। আমি আজ বিয়ের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছি তোমাকে!'

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো তাজিন। তারপর হাসিতে ফেটে পড়লো, 'কি যে পাগলামি করো!'

ধীরে ধীরে হাসি মুছে গেল ফস্টারের মুখ থেকে, তাজিনের কাঁধে হাত রেখে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'ঠাট্টা নয়, সোনা, আমি সত্যিই তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

শঙ্কার ছায়া ফুটে উঠলো তাজিনের চোখে, 'কি বলছো, জিম? ঘরে তোমার বউ আছে, ভুলে গেছো?'

'ভুলবো কেন? তার সঙ্গে কথা বলার পরই তোমার কাছে এসেছি। গতকাল চেরীকে সব খুলে বলেছি। সে বেশ শান্তভাবেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। ওর সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসেছি। এ-মুহূর্তে ওকে ডিভোর্স করলে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়বো। নির্বাচনটা ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক, তারপর আমরা ডিভোর্সটা সেরে নেবো। তাজিন, চার-পাঁচটা মাস অপেক্ষা করতে পারবে না? বিয়ের পর হানিমুনটা না হয় বাংলাদেশেই হবে!'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো তাজিন। অনেক, অনেকক্ষণ পর কথা ফুটলো মুখে, 'জিম, আমরা খুব বেশি আশা করছি না তো?'

বুকের মধ্যে ওকে জড়িয়ে ধরলো ফস্টার, নাক ডুবিয়ে দিলো ওর দীঘল কালো চুলে। পায়ে পায়ে সরে এলো বিছানার কাছে।

www.boiRboi.blogspot.com

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো তাজিন, 'না, না, জিম! এখন নয়!'

'কেন নয়? দু'দিন পরেই আমরা বিয়ে করছি, এখনো এত ভয়?' প্রবল ইচ্ছের তোড়ে ভেসে গেল তাজিনের সব আপত্তি। অনেক, অনেকক্ষণ পর ফস্টার অনুভব করলো, ফোঁপাচ্ছে তাজিন। ওর বুকের কাছটা ভিজে গেছে তাজিনের চোখের জলে। ফস্টার আরো কাছে টেনে নিলো তাজিনকে, কানে কানে বললো, 'কেঁদোনা, সোনা, আমরা কোনো পাপ করিনি।'

জোরে ফুঁপিয়ে উঠে ওকে আঁকড়ে ধরলো তাজিন।

সে রাতে অনেক দেরিতে ঘরে ফিরলো ফস্টার। উঁচু খিলান-ওয়ালা গেট পেরিয়ে গাড়িটা বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ফস্টার দেখলো, দূরে বিশাল দুর্গের মতো বাড়িটায় প্রাণের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পর্চে শুধু জ্বলছে কম পাওয়ারের একটা আলো। গাড়ি এসে থামলো পর্চে। ঘুমঘুম চোখে সদর দরজা খুলে ধরলো পরিচারক টম। টমের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে দোতলায় শোবার ঘরের দিকে এগোলো ফস্টার।

ঘরে ঢুকতেই আলো জ্বলে উঠলো। রাতের পোশাক পরে বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে নিয়ে আধশোয়া অবস্থায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছে চেরী। ম্লান হেসে জানতে চাইলো, 'তাজিনের কাছে ছিলে এতক্ষণ, তাই না?' ওর নিষ্পাপ সরল মুখের দিকে চেয়ে প্রচণ্ড মমতা হলো ফস্টারের। মনে পড়লো, গত কয়েকমাস ওকে স্পর্শ করেনি সে। এগিয়ে গিয়ে পাশে বসে ওর একটা হাত ধরলো, 'তুমি কি মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছো, চেরী?'

'না, জিম, তুমি সুখে থাকলেই আমি সুখী।' ফস্টারের কাঁধে

মাথা রেখে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, 'জিম, কতদিন তুমি আমাকে আদর করোনি ! আজ একটুখানি আদর করবে, শেষবারের মতো ?'

চেরীকে বুকে টেনে নিলো ফস্টার ।

সাত

নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে ফস্টারের ব্যস্ততা । এখানে ওখানে জনসভা, মিটিং, রেডিও-টিভিতে সাক্ষাৎকার, এসবের পর তাজিনের সঙ্গে দেখা হয় খুব কম সময়ের জন্যে । যেটুকু সময় পায়, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ওরা । তাজিনও খুব ব্যস্ত থাকে । প্রচুর মামলা পাচ্ছে ওর ফার্ম, প্রায় প্রতিটিতেই জিতে চলেছে ওরা । অবধারিত নিয়মে অফিসে পৌঁছে যায় ভ্যালেন্টির পাঠানো গোলাপ, শেষ পর্যন্ত যার ঠাঁই হয় ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

আজ ক'দিন থেকেই তাজিনের শরীরটা খারাপ যাচ্ছে । অতিরিক্ত ব্যস্ততার ফল । তারপরেও নিশ্চিন্ত হবার জন্যে চেক আপ করিয়ে নিয়েছে, আজ বিকেলেই রিপোর্ট দেবার কথা । কোর্ট থেকে বেরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকালো তাজিন, ডাক্তারের কাছে যাবার সময় হয়ে গেছে । ট্যাক্সির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো ।

www.boiRboi.blogspot.com

হঠাৎ ওর গা-ঘেঁষে বিরাট কালো পরিচিত গাড়িটা ব্রেক কষলো, পেছনের দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালো ভ্যালেন্টি. 'অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছি, মিস্‌ তাজিন ।'

শক্ত হয়ে গেল তাজিনের গোটা শরীর, 'সরে দাঁড়ান, মিঃ ভ্যালেন্টি । আমার জরুরী কাজ রয়েছে ।'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, ম্যাডাম । আপনার যতটুকু সময় আমি নষ্ট করবো, তার দাম আপনি পেয়ে যাবেন ।'

'অত টাকা আপনার নেই, মিঃ ভ্যালেন্টি । দয়া করে যেতে দিন আমাকে ।' আবার বললো তাজিন ।

'তাহলে এখানেই বলে ফেলি ব্যাপারটা । আমার প্রচুর বন্ধু রয়েছে, আপনার সাহায্য ওদের দরকার । প্রতিটি কেসের জন্যে তিনগুণ টাকা পাবেন আপনি ।'

'লোভ দেখাচ্ছেন ? মাফিয়াদের কাজ করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই ।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো ও ।

'আপনি বুদ্ধিমতী, কোনো সন্দেহ নেই । যদি কখনো সিদ্ধান্ত পাল্টান, "টম'স প্লেসে" ফোন করে আমাকে খুঁজবেন, ওরাই আমাকে খবর দিয়ে দেবে ।' পেছন থেকে ভেসে এলো ভ্যালেন্টির কণ্ঠস্বর ।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ডাক্তারের রুমে ঢুকলো তাজিন । কাজে ব্যস্ত ডাক্তার । চেয়ার টেনে বসে পড়লো ও । মুখ তুলে ওকে দেখে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন ডাক্তার, 'বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি নার্সারি রুম সাজিয়ে ফেলুন, মিস তাজিন, আপনি অচিরেই মা হতে যাচ্ছেন ।'

বিমূঢ় হতবাক তাজিন খানিকক্ষণ বুঝতেই পারলো না ডাক্তার

কি বলছে। হুঁশ ফিরে পেতেই লাফিয়ে উঠলো, 'বলেন কি। আপনার ভুল হয়নি তো?'

'ডঃ মরিসন কখনো ভুল করেছে বলে শুনেছেন?' হাসিটা বিস্তৃত হয়ে ডাক্তারের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, সংক্রমিত হলো তাজিনের মুখেও, 'ধন্যবাদ, ডাক্তার। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

দৌড়ে বেরিয়ে এলো তাজিন রাজপথে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। তলপেটে হাত দিলো। এখানে! এখানে বেড়ে উঠছে ফস্টারের চিহ্ন! খুশিতে দম বন্ধ হয়ে এলো তাজিনের। এক্ষুনি জানাতে হবে জিমকে। কিন্তু এ মুহূর্তে ওকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে? ঠিক দু'দিন পর নির্বাচন। প্রচণ্ড ব্যস্ত সে। গত এক হপ্তা দেখা হয়নি ওদের। কাছে একটা টেলিফোন বুদ পেয়ে ঢুকে পড়লো তাজিন। সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজলো, কিন্তু পাওয়া গেল না। ফস্টারের পি. এ-র কাছ থেকে শুধু এটুকু জানা গেল, এক সমাবেশে ভাষণ দেবার জন্যে ফস্টার ব্রুকলিনে গেছে আজ সকালে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল তাজিনের। এমন একটা সুখবর জিমকে দিতে পারছে না এখনো। বাসায় ফিরে ছটফট করতে থাকলো। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে হেঁটে বেড়াতে লাগলো। হঠাৎ মনে হলো, দিদাকে তো এখনো জানানো হয়নি। কাগজ কলম নিয়ে তক্ষুনি চিঠি লিখতে বসলো তাজিন। আগেই ফস্টারের কথা লিখে জানিয়েছে দিদাকে। তিনি খুশি হয়েছেন, লিখেছেন, যে করেই হোক, ওদের বিয়েতে হাজির থাকবেন নিউ ইয়র্কে। তারপর ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন দেশে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তাজিনের। এখনো যে বিয়ে হয়নি ওদের। আমেরিকায় প্রচুর কুমারী

www.boiRboi.blogspot.com

মা দেখা যায়, তাই বলে বাঙালী মেয়ে! দিদা কিভাবে নেবেন ব্যাপারটা? কলম হাতে অনেকক্ষণ বসে রইলো তাজিন। তারপর ধীরে ধীরে ছিঁড়ে ফেললো অর্ধসমাপ্ত চিঠিটা। ছেঁড়া কাগজগুলো উড়িয়ে দিলো বাতাসে।

আট

নির্বাচনের দিন দুপুরবেলা তাজিনের ডেস্কে ফোন বেজে উঠলো। লিলিয়ানা জানালো, মিঃ জিম টার্নার ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুশিতে আত্মহারা হলো তাজিন, এ দু'দিন বহু চেষ্টা করেও ফস্টারের নাগাল পায়নি ও।

'তাজিন, তুমি কি এক্ষুনি একবার "টনি'জ কর্ণারে" আসতে পারবে?' ফস্টারের গলার ত্রস্ত ভাব সতর্ক করে তুললো তাজিনকে, থমকে গিয়ে বললো, 'এক্ষুনি আসছি আমি, জিম। কি হয়েছে?"

'কথা বলার সময় নেই। এক্ষুনি এসো।' তাজিনের প্রত্যুত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই রিসিভার নামিয়ে রাখলো ফস্টার।

তাড়াহুড়ো করে ফাইলগুলো গুছিয়ে ফেললো তাজিন। লিলিয়ানাকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে এলো অফিস থেকে। ঠিক দশ মিনিট পর "টনি'জ কর্ণারের" সামনে ট্যাক্সি থেকে

নামলো তাজিন।

দরজা থেকে সবচেয়ে দূরে কোণের টেবিলে বসেছে ফস্টার। দ্রুত এগোলো তাজিন। ক্লান্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ফস্টারকে। পরনের স্যুট-টার ক্রিজ ভেঙে গেছে, চোখের কোলে কালি। উদ্বেগ বাড়লো তাজিনের। নির্বাচনের জন্যে প্রচুর খাটতে হয়েছে ফস্টারকে, কিন্তু মাত্র এ ক'দিনে একি অবস্থা হয়েছে!

চেয়ার টেনে বসে পড়ে চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে জিম? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো ফস্টার, তারপর কোনো ভণিতা না করে বললো, 'তাজিন, আমি বাবা হতে চলেছি, চেরীর গর্ভে বেড়ে উঠছে আমার সন্তান।'

পৃথিবী কেঁপে উঠলো তাজিনের পায়ের নিচে, অন্ধকার নেমে এলো চারদিকে। কি বলছে জিম। যে খবরটা শোনাবে বলে ক'দিন ধরে অপেক্ষা করছে ও, সে খবরটা দিয়েই ওকে চমকে দিলো! কপালের দু'পাশ টিপে ধরে চিন্তা করতে চাইলো ও, কিন্তু সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে কি করে ওকে বলবে যে ওর আর একটি সন্তান ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে তাজিনের গর্ভেও! চেরী ওর স্ত্রী, তাজিনের চেয়ে তো ওরই বেশি অধিকার। মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের সর্বনাশ ও কেমন করে করবে!

'তাজিন, চেরী বলছে এ অবস্থায় কিছুতেই ও আমাকে ডিভোর্স করবে না। আমি জোর করলে হৈচৈ বাধিয়ে দেবে। তেমন কিছু হলে আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার একেবারে শেষ হয়ে যাবে। অনেক বুঝিয়েছি, চাপ দিয়েছি, কিন্তু গর্ভপাত করাতেও রাজি নয় সে!' টেবিলের ওপর কনুই রেখে ফস্টার দু'হাতের আঙুল চালিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

দিলো চুলের ভেতর।

'না, না, জিম! অতবড়ো পাপ তুমি করতে যেয়ো না।' দু'সেকেণ্ডের জন্যে থামলো তাজিন, এটুকু সময়ের মধ্যেই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা নিতে হলো তাকে, 'জিম, তুমি চেরীর কাছে ফিরে যাও। তোমার সন্তান গর্ভে নিয়ে ও অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। আজ থেকে তুমি ভুলে যাও আমাকে।'

'কি বলছো, তাজিন! যে করেই হোক, তোমাকে আমি বিয়ে করবো। দরকার হলে মামলা করবো। থোড়াই পরোয়া করি রাজনীতির!' চিৎকার করে উঠলো ফস্টার।

'ছিঃ, একদিন তুমি দেশের প্রেসিডেন্ট হবে, সেদিন বুঝবে, এসব ভাবাবেগের কোনো মূল্যই নেই।' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো তাজিন। কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো ব্যাগটা। হতবাক ফস্টারের দিকে চেয়ে শুকনো মুখে হাসলো, 'আজই আমাদের শেষ দেখা। তাহলে আসি, জিম।' মন্থর গতিতে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো তাজিন। পেছন থেকে ফস্টার ওকে ডাকলো, কিন্তু থামলো না তাজিন। বাইরে বেরিয়ে এসে দু'চোখে রুমাল চেপে ধরলো, তবে সাথে সাথেই সামলে নিলো নিজেকে। হাত তুলে ট্যাক্সি ডাকলো, উঠে বসে সিটে গা এলিয়ে দিলো, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে দেহমন। তলপেটে পরম মমতায় হাত বোলালো তাজিন, বিড়বিড় করে বললো, 'আজ থেকে তুই শুধু আমার!'

বাসায় ফিরে সোফায় শুয়ে পড়লো তাজিন। চোখে জল নিয়ে ঘুমিয়েও পড়লো একসময়।

অনেক রাতে ধড়মড় করে উঠে বসলো। জানালার বাইরে চোখ পড়তে বুঝলো, ভোর হতে বেশি দেরি নেই। আস্তে আস্তে উঠে

দাঁড়ালো, টিভির দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়লো, এতক্ষণে জিমের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে জিম নির্বাচনে হেরে গেছে, স্বার্থপরের মতো ভাবলো তাজিন। তাহলে ওকে ফিরে পাবার ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা থেকে যাবে।

দৌড়ে গিয়ে টিভি অন করে দিলো তাজিন। পর্দায় ভেসে উঠলো এডউইন নিউম্যানের শ্রান্ত চেহারা, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করছে। বিস্ফারিত চোখ মেলে তাজিন শুনলো, 'নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটরিয়াল ইলেকশনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। বছরের সেরা চমক, জিম ফস্টার ভূতপূর্ব সিনেটর জন হাওয়ার্ডকে মাত্র এক শতাংশ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন...' টিভি অফ করে দিলো তাজিন।'

সব শেষ! হেরে গেছে তাজিন।

নয়

সপরিবারে ওয়াশিংটনে চলে যেতে হলো ফস্টারকে। যাবার আগে অনেক বার দেখা করতে চেয়েছে তাজিনের সঙ্গে, কিন্তু তাজিন রাজি হয়নি। ওয়াশিংটন থেকেও অনেকবার ফোন এসেছে, রিসিভ করেনি ও। অনেক চিঠি এসেছে, না খুলেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ক্রিস্টমাস এলো, চলেও গেল। শুরু হলো নতুন বছর। তাজিনের দেহে মাতৃত্বের লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। একবার ভেবেছিল সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেশে ফিরে যাবে দিদার কাছে, কিন্তু অনাগত সন্তানের কথা ভেবেই সে চিন্তা বাদ দিলো। যে আসছে, সে যে অবাঞ্ছিত! দিদাকে কিছুই জানতে দেয়নি ও। সিদ্ধান্ত নিলো, পরিচিত কাউকে জানতে দেয়া চলবে না ওর মাতৃত্বের কথা, অন্তত ফস্টার যেন কোনদিন জানতে না পারে। তাজিন চায় না ফস্টারের ক্যারিয়ারের কোনো ক্ষতি হোক, বা কোনরকম অনুশোচনায় ভুগুক সে।

শীতের শুরুতে অফিস স্টাফদের মিটিংয়ে ডাকলো তাজিন।

'আমি মাস পাঁচেকের জন্যে ছুটিতে যেতে চাই,' অফিসিয়ালি সবাইকে জানালো, 'আমি কোনো টেলিফোন নাম্বার বা ঠিকানা রেখে যাবো না। এ-ক'মাস আপনারাই ফার্মের দেখাশোনা করবেন।'

'তা কি করে হয়! আপনি ছাড়া...' আপত্তি জানালো টেড হ্যারিস, সম্ভাবনাময় তরুণ আইনজীবী, গত ছ'মাস ধরে কাজ করছে তাজিনের ফার্মে।

'উপায় নেই, টেড। আমাকে যেতেই হবে। আগামী সপ্তাহেই চলে যাচ্ছি আমি শহর ছেড়ে। আসলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুদিন বিশ্রাম দরকার।' উঠে দাঁড়াবার আগে ঢিলেঢালা পোশাকটা ঠিক করে টেনেটুনে নিলো তাজিন, 'আশা করি ফিরে এসে ঠিক এভাবেই দেখবো তোমাদের।'

মিটিংয়ের পরে নিজের অফিসে বসে টেড হ্যারিসকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলো।

তিনদিন পরে ম্যানহাটানের বাইরে শহরতলীতে লনওয়ালা ছোট্ট দোতলা একটা বাড়ি কিনলো তাজিন। ঠিক করলো, সন্তান জন্মাবার পর এ বাড়িতেই থাকবে সবসময়ের জন্যে। লঙ আইল্যাণ্ডের কাছেই স্যাণ্ডস্ পয়েন্টে পড়েছে বাড়িটা, ধবধবে সাদা রঙ। লনের কিনারায় একসারি সবুজ ইউক্যালিপ্টাস আড়াল করে রেখেছে বাড়িটাকে।

পরের সপ্তাহে তাজিন উঠে এলো নতুন বাড়িতে। পরবর্তী চারটা মাস কখন কোন ফাঁকে কেটে গেল, বুঝতেই পারলো না সে। এ-ক'মাস সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নানারকম কাজে ব্যস্ত ছিলো সে, ফলে ফস্টারের কথা চিন্তা করার সময়ই পায়নি।

বাড়িতে উঠে আসার পরপরই পোর্ট ওয়াশিংটনে গিয়ে আসবাবপত্রের অর্ডার দিয়ে এলো ও। মিস্ত্রি ডাকিয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট্স্ বসালো, ছোটখাটো মেরামতির কাজ সারলো।

তারপর মন দিলো ঘর সাজানোয়। অ্যান্টিকশপগুলো তোলপাড় করে কিনে ফেললো ল্যাম্প, টেবিল, আরো অনেক ডেকোরেশন পিস্। দোতলার আলোবাতাসময় রুমটাকে বানালো—নার্সারি। রাজ্যের খেলনা কিনে ভরে ফেললো চারদিক। যত্ন করে দেয়ালে লাগালো ডিজনীল্যাণ্ডের ছবিওয়ালা ওয়ালপেপার।

এই চারমাস কোনো খবরের কাগজ পড়লো না তাজিন, টিভি কিংবা রেডিও খুললো না, টেলিফোন থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করলো না। চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো ওর জগত।

সপ্তাহে দু'বার গাড়ি চালিয়ে গ্রামের সুপার মার্কেটে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে যেতো তাজিন। ডাক্তারের কাছে যেতো দু'সপ্তাহ পর পর। ডাক্তারের নির্দেশে বিনা আপত্তিতে নাক টিপে

www.boiRboi.blogspot.com

ধরে খেতো চিরদিনের অপছন্দ গরুর দুধ। এ-ছাড়াও নানা ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য আর ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে হতো প্রতিদিন। শরীর ভারী হয়ে যাওয়ায় নড়াচড়া করতে, কাজ করতে খুব কষ্ট হতো পরের দিকে। কিন্তু সেজন্যে কখনো বিরক্ত হয়নি তাজিন।

অবশেষে একরাতে তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙলো তাজিনের। একটু পরে আবার যখন ব্যথা শুরু হলো, তখন বুঝলো, সে আসছে। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলো তাজিন। অবশেষে প্রতি দশ মিনিট পর পর ব্যথাটা ফিরে আসতে শুরু করায় হাসপাতালে ফোন করলো।

অ্যাম্বুলেন্স এসে ওকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। ডাক্তার অভয় দিলেন, 'কোনো ভয় নেই, মিস রহমান। সবকিছুই স্বাভাবিক রয়েছে। আপনি শুধু শরীর শিথিল করে দিয়ে ব্যথাটা সহ্য করার চেষ্টা করুন, সময় হলে প্রকৃতিই বাকি কাজ করবে।'

আট ঘণ্টা লেবার রুমে থাকলো তাজিন। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে প্রচণ্ড আক্ষেপে কেঁপে উঠলো সারা শরীর, ঘামে ভিজে গেল পরনের কাপড়। তীব্র বেদনা হঠাৎ করে ওর দেহে এনে দিলো শূন্যতা, পরম শান্তি।

কচি কণ্ঠের কান্না চমকে দিলো তাজিনের অর্ধচেতন মনকে। ডাক্তার হাসিমুখে তুলে ধরলেন ছোট্ট জীবন্ত মানুষটাকে, 'আপনার ছেলের গলায় দেখছি সাংঘাতিক জোর, আশেপাশের সব রোগীকে জাগিয়ে ছাড়বে!'

মায়ের হাসিতে আলোকিত হয়ে উঠলো সারা ঘর

দশ

আট পাউণ্ড-ছ'আউন্স ওজনের সুন্দর স্বাস্থ্যবান বাচ্চা। তাজিন ওকে ডাকে টুশকু বলে। জন্মের সময় কোনো বাচ্চাই সাধারণতঃ দেখতে খুব সুন্দর থাকে না। কিন্তু টুশকু আশ্চর্য-রকম সুদর্শন। দু'দিনেই ডাক্তার আর নার্সদের মন জয় করে নিয়েছে।

টুশকুর দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড কষ্ট হয় তাজিনের। বাবার সাথে চেহারার আশ্চর্য মিল। সে-রকম নীল চোখ, কালো চুল, আর উজ্জ্বল গায়ের রঙ। অথচ কোনদিনও বাবার পরিচয় জানতে পারবে না ও। তাজিন ভাবে, ওকি টুশকুর প্রতি অবিচার করছে? না না, তা কেন হবে! বাবার অভাব কোনদিনও ওকে বুঝতে দেবো না তাজিন, বুকের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করবে। কোনদিন হয়তো বাংলাদেশে ফিরে যাবে ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু দিদার কথা মনে হতে ম্লান হয়ে গেল তাজিনের উৎসাহ, সত্যিই কি কোনদিন ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারবে ও?

তিনদিনের দিন প্রথম হাসলো টুশকু। উত্তেজিত তাজিন ডেকে নিয়ে এলো নার্সকে, 'দ্যাখো, আমার ছেলে হাসছে!'

'ওটা হাসি নয়, মিস রহমান, গ্যাসের জন্যে মুখের মাস্‌ল্‌

কাঁপছে।'

'অন্যদের বেলায়। হয়তো তা-ই, কিন্তু আমার ছেলে হাসছে।' অসন্তুষ্ট গলায় বললো তাজিন।

টুশকুকে নিয়ে বাসায় চলে এলো হপ্তাখানেক পর। প্রথম দু' হপ্তা একজন নার্স থাকলো মা-ছেলের যত্ন নিতে। তবে সুস্থ হয়ে উঠে তাকে বিদায় করে দিলো তাজিন। টুশকুর সমস্ত কাজ নিজ-হাতে করার মধ্যেই এক ধরনের আনন্দ পায় ও, অবাক হয়ে ভাবে —মা হওয়াটা কি এতই আনন্দের!

একটু বড়ো হলে টুশকুকে প্রতিদিন বিকালে প্যারাম্বুলেটরে নিয়ে বেড়াতে বের হয় তাজিন। অনর্গল কথা বলে ছেলের সাথে, মনে হয়, এতদিনে পরিপূর্ণতা এসেছে ওর জীবনে।

দেখতে দেখতেই কেটে গেল আরো দু'টো মাস। বিষণ্ন মনে তাজিন ভাবে, ফিরে যাবার সময় হয়েছে কর্মজীবনে। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একজন হাউস-কিপার নিয়োগ করলো টুশকুর জন্যে। মধ্যবয়স্কা, দয়ালু-চেহারার মিসেস মার্টিন, পনেরো বছর একটা পরিবারের বাচ্চাদের দেখাশোনা করেছেন। বাচ্চারা বড়ো হয়ে যাওয়ায় চাকরি হারিয়েছেন তিনি। মহিলার কথাবার্তা, ব্যবহার বেশ পছন্দ হলো তাজিনের।

হপ্তাখানেক পর অফিসে গেল তাজিন।

www.boiRboi.blogspot.com

এগারো

তাজিনের অজ্ঞাতবাসের ক'টি মাস ম্যানহাটানের ল' অফিসগুলো প্রচুর গুজবের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সে ফিরে আসার পর সবার উৎসাহ লোপ পেল। লিলিয়ানা, টেড আর অন্যান্য সবাই শ্যাম্পেন আর বিরাট একটা কেক নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

'এই সকাল ন'টায় কেক ?' হেসে আপত্তি জানালো তাজিন। কিন্তু চাপের মুখে অবশেষে আধখানা কেক ওকে একাই সাবাড় করতে হলো।

'আর কখনো আপনি এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না তো ?' পার্টি শেষে অনুযোগ করলো টেড। ওদের ভালোবাসার পরিমাণ অনুভব করে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এলো তাজিনের, 'না। আর কখনো এমন হবে না টেড।'

'ওহ্‌হো, আপনাকে বলা হয়নি, গত কয়েকদিন ধরে আপনার ঠিকানার জন্যে মিঃ ভ্যালেন্টি আমাদের জ্বালিয়ে মারছেন। তা ছাড়াও মিঃ টার্নার অসংখ্যবার ফোন করেছেন আপনাকে।'

'এতদিন ওদেরকে যা বলেছো, এখনো তা-ই বলবে।' শীতল কণ্ঠে উত্তর দিলো তাজিন।

অফিসের কাজ গুছিয়ে উঠতে তিন মাস লেগে গেল। আরো আগেই হয়ে যেতো, কিন্তু প্রতিদিন দুপুর দু'টোর পর যতো কাজই থাকুক না কেন, টুশকুর কাছে ফিরে যেতো তাজিন। সকালে নিজের হাতে ওকে নাশতা করিয়ে, গোসল করিয়ে অফিসে আসে তাজিন। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চারপাশের পরিচিত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে টুশকুকে, গড়ে নিয়েছে নিজেদের আলাদা জগত।

দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে এলো টুশকুর। ওর দিকে চেয়ে গর্বে বুক ভরে ওঠে তাজিনের। গর্বটা শুধু ওর একারই, এজন্যে প্রচণ্ড কষ্টও হয়। ঠিক বাবার মতো দেখতে হয়েছে টুশকু, মাঝে মাঝে ভয় হয়, কেউ যদি চিনে ফেলে!

ওর প্রথম জন্মদিনে ছোটখাটো পার্টির আয়োজন করলো তাজিন। শনিবার বিকালে ঘুরে ঘুরে কিনলো উপহার, কয়েকজোড়া জামা-কাপড়, ছবির বই, নানারকম খেলনা আর একটা তিনচাকার সাইকেল, যেটা আরো দু'তিন বছর পরেও টুশকু চালাতে পারবে কিনা সন্দেহ। আশেপাশের বাড়ির দশ বারোজন বাচ্চা আর তাদের মায়েদের দাওয়াত করেছে তাজিন। সেদিন অফিসে গেল নাও। সারা সকাল খেটে চমৎকার একটা চকোলেট কেক বানালো। কিন্তু মেহমানরা আসার আগেই টুশকু এক থাবলা মেরে কেকের এক কোণ ভেঙে মুখে পুরে দিলো। তবে সেজন্যে পার্টির মজা নষ্ট হয়নি। বাচ্চারা সারা সন্ধ্যে হৈচৈ করে প্রচুর উপহার সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেল।

সে রাতে টুশকুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো তাজিন। নিজের

www.boiRboi.blogspot.com

ছেলেবেলার কথা মনে পড়লো। বাবার কথা, দিদার কথা, দাদুর কথা। ফস্টারের কথাও। এতদিনেও ফস্টারের প্রতি ভালোবাসায় এতটুকু চিড় ধরেনি, বুঝতে পেরে আনন্দিত হলো ও। ফস্টার ভালো থাক, সুখে থাক, এটাই তো চেয়েছিল সে। চারমাস হলো ফোনে তাজিনের খোঁজ-খবর করা বন্ধ করেছে ফস্টার। তাতে খুশিই হয়েছে তাজিন।

সিনেটর হিসেবে প্রচুর নাম করেছে ফস্টার। পারিবারিক ঐতিহ্য, মেধা, ক্যারিজমা—সবকিছু তাকে অনন্যসাধারণ চরিত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। কংগ্রেসে ওর বেশ কিছু প্রভাবশালী বন্ধু রয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকে ফস্টারকে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট বলে অভিহিত করতে শুরু করেছে। পত্রিকায় যখন ফস্টারের ছবি ছাপা হয়, টিভিতে যখন দেখা যায়, কিংবা রেডিওতে যখন ওর ভাষণ শোনা যায়—তাজিন গর্বিত হয় এই ভেবে যে, ফস্টার ওর সন্তানের পিতা। বিশেষ করে যখন একটা কূটনৈতিক মিশনের নেতা হিসেবে ফস্টার মস্কো থেকে ঘুরে এলো, হৈচৈ পড়ে গেল চারদিকে। বহুদিন পর এই মিশন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে সাফল্য বয়ে নিয়ে এসেছে। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে গেল ফস্টার। ইতিমধ্যে ওর উদ্যোগেই সিনেটে বেশ কিছু সংস্কার হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ করায় ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে সে।

ওয়াশিংটনের জৌলুসময় ব্যস্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে চেরী ফস্টার। জিম ফস্টার অবাক হয়ে দেখে, ওর মতো সাধারণ

একটা মেয়ে কি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে বড়ো বড়ো পার্টি আর ফাংশন সামাল দিয়ে চলেছে। ওদের সামাজিক জীবনের পুরো দায়িত্বই চেরী নিয়ে নিয়েছে তার একার কাঁধে, সেজন্যে ফস্টার ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। বাইরে থেকে কেউ বুঝবে না কতটা অসুখী সে। এমন একটা জীবনযাত্রার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে সে, যেখান থেকে মুক্তি নেই। চেরী গর্ভবতী না হয়ে পড়লে তাজিনকে কিছুতেই ওর জীবন থেকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিতো না। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তুলতুলে মিষ্টি একটা মেয়ে উপহার দিয়েছে চেরী ওকে, যাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে ফস্টার। কিন্তু তাজিনের কথা প্রতি মুহূর্তেই মনে পড়ে।

'ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের হলরুমের চেয়ে অনেক বেশি ডিল হয় ডিনার টেবিলে, কি বলো জিম?' চাচাশ্বশুরের হালকা রসিকতায় চমক ভাঙলো ফস্টারের। মৃদু হেসে সচেতন হয়ে উঠলো। টেবিলের উল্টোদিকে ওকলাহোমার সিনেটার এবং তাঁর সালঙ্কারা স্ত্রীর সঙ্গে জমিয়ে কথা বলছে চেরী। আজকের পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ, আমলা, কূটনীতিক—সবাইকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এটাও অফিশিয়াল কাজেরই অঙ্গ। চারিদিকে তাকিয়ে ক্লান্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফস্টার। কি অর্থহীন অপচয়!

'তুমি খুব সৌভাগ্যবান, জিম। একজন মানুষ জীবনে যা যা চাইতে পারে, তার সবই তুমি পেয়েছো।' পাশে বসা গভর্নরের স্ত্রী মাথার বেমানান পরচুলা ঝাঁকিয়ে হাসলেন ওর দিকে চেয়ে। চেষ্টা করেও প্রত্যুত্তরে হাসিটুকু ফিরিয়ে দিতে পারলো না ফস্টার।

www.boiRboi.blogspot.com

বারো

মামলার কাজে দু'দিনের জন্যে লাস ভেগাসে যেতে হলো তাজিন-কে। মিসেস মার্টিনকে বারবার টুশকু সম্বন্ধে সাবধান করে দিলো, কখন কি করতে হবে, তার একটা রুটিন বানিয়ে দিলো।

লাস ভেগাসে পৌঁছেই বাড়িতে ফোন করলো, টুশকু ভালো আছে জেনে নিশ্চিন্ত হলো। সন্ধ্যায় ঠিক করলো, বাইরে না গিয়ে হোটেলের ডাইনিং-এই ডিনার সেরে নেবে। যদিও খরচ একটু বেশি পড়বে, সেজন্যে চিন্তা করে না ও। পাঁচতারা হোটেলে প্রতি-দিন খাবার মতো সামর্থ্য রয়েছে ওর। তাজিনের ফার্ম। নিউ ইয়র্কের প্রথম শ্রেণীর ল'ফার্মগুলোর একটা।

কিন্তু নিচে নেমে খালি টেবিল না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো ও। হঠাৎ ঘাড়ের পেছন থেকে ভেসে আসা ভরাট গলার স্বর চমকে দিলো ওকে।

'আপনি আমার টেবিলে বসলে খুবই খুশি হবো মিস রহমান।' পেছন ফিরে দেখলো, দু'চোখে প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে আছে ভ্যালেন্টি। একটু ভেবে নিয়ে রাজি হলো তাজিন। পথ দেখিয়ে নিজের টেবিলে নিয়ে এলো ওকে ভ্যালেন্টি। বসে বসে ঘামতে লাগলো

www.boiRboi.blogspot.com

তাজিন, ভদ্রতা করতে গিয়ে একি ঝামেলা বাধিয়ে বসলো সে! ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিলো ভ্যালেন্টি। নিজের জন্যে কমলার রস নিলো তাজিন।

'কি খাবেন বলুন? পোমেস সুফলে আর স্যালাড সাথে বিফ স্টেক। এখানে এর চেয়ে ভালো আর কিছু পাবেন না। ডেজার্টে কি খাবেন, সেটা পরে বললেই চলবে। আপাতত এই থাক, নাকি?'

'একটা কিছু হলেই হলো। পোর্ক আর অয়েস্টার ছাড়া সব-কিছুই খাই আমি।' জড়তা ভাঙতে চেষ্টা করলো তাজিন। খুব বেশি অসুবিধে হলো না। কারণ ডাইনিং হল ভর্তি ভ্যালেন্টির পরিচিত লোকজন। টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সবাই একবার করে থামছে, সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলছে। বিজনেস এক্সিকিউটিভ, বিখ্যাত অভিনেতা, আইনজীবি থেকে শুরু করে একজন ইউনাইটেড স্টেট সিনেটর পর্যন্ত ভ্যালেন্টিকে দেখে এগিয়ে এসে কথাবার্তা বলে গেলেন। ভ্যালেন্টির অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে এতদিন শুধু ও শুনেই এসেছে, আজ বুঝলো, কতটা ক্ষমতাশালী সে। আশ্চর্য হয়ে ভাবলো তাজিন, এই সুদর্শন লোকটার মার্জিত অমায়িক ব্যবহার দেখলে কে বলবে সে অন্ধকার জগতের মানুষ! সাধে কি আর শহরের অর্ধেক অবিবাহিতা মেয়ে ভ্যালেন্টির প্রেমে হাবুডুবু খায়!

আপনি যখন ছুটিতে ছিলেন, আমি দু'একবার আপনার অফিসে ফোন করেছি,' তাজিন জানে, দু'একবার নয়, বরং দু'একদিন পরপরই করেছে, 'ছিলেন কোথায় আপনি?'

'এমনি, কিছুদিন শহরের বাইরে কাটিয়েছি, বলতে পারেন বিশ্রাম।' সতর্কভাবে জবাব দিলো তাজিন। অনেকক্ষণ চুপচাপ

খেলো ভ্যালেন্টি। তারপর হঠাৎ বললো, 'আপনি খুব সুন্দর।'

তাজিনের দুঃখ হলো, কেন যে নিচে নামার আগে হালকা করে সাজেনি! অন্তত চোখে একটুখানি কাজল দেয়া উচিত ছিলো।

'আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, মনে আছে আপনার?'

সারা শরীর শক্ত হয়ে গেল তাজিনের, 'ও প্রসঙ্গ বাদ দিলেই খুশি হবো।'

প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠলো ভ্যালেন্টির গভীর কালো চোখে, 'আপনার ব্যক্তিত্বকে সত্যিই শ্রদ্ধা করি আমি।'

খাওয়া শেষে মার্টি এ্যালেনের কনসার্ট শুরু হলো। সুরের জগতে হারিয়ে গেল তাজিন। ভুলে গেল ওর পাশেই রয়েছে জলজ্যান্ত অসুর।

আসর ভাঙলে দু'জন বেরিয়ে এলো হলের বাইরে। অবাক হয়ে তাজিন ভাবলো, এতক্ষণ এই লোকটার সঙ্গে রয়েছি, একটুও বিরক্তি বোধ হলো না! তাজিনকে রুমের দরজায় পৌঁছে দিয়ে কোমল কণ্ঠে ভ্যালেন্টি বললো, 'শুভরাত্রি। আপনাকে বলতে ইচ্ছে করছে, আজকের সন্ধ্যেটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিলো।'

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিলো, যা কাঁপিয়ে দিলো তাজিনের ভেতরটা।

www.boiRboi.blogspot.com

তেরো

চার বছর বয়সে টুশকু তার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা দু'জনে গল্প করে। ফুটবল, টিভি কার্টুন আর বাংলাদেশ হলো তাদের আলাপের বিষয়বস্তু। বহু যত্ন করে তাজিন টুশকুকে শিখিয়েছে বাবার মুখে শোনা মিষ্টি সেই গানটা—'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা…' টুশকু যেদিন নির্ভুল সুরে গানটার প্রথম চার লাইন গেয়ে শোনালো, গর্বে বুক ভরে গেল তাজিনের। বিছানাবন্দী অসুস্থ দিদার কথা মনে পড়লো, টুশকুকে একা ফেলে তাঁর কাছে যেতে পারছে না বলে প্রচণ্ড কষ্ট হলো।

'আম্মি, বাংলাদেশে কি ডিজনিল্যাণ্ড আছে?' ছেলের কচি কণ্ঠের প্রশ্নে হাসি ফুটলো তাজিনের মুখে, 'তার চেয়েও ভালো জিনিস আছে। মেঘনার বুকে রঙবেরঙের পালতোলা নৌকায় চাপলে তুই আর নামতেই চাইবি না, এখানকার মতো চিমসে নদী নয়, বিরাট বড়ো। যদি তোকে একবার খাওয়াতে পারতাম মুড়ির মোয়া, তবে তুই আর ক্যান্ডি-চিউইংগাম ছুঁয়েও দেখতি না। আর

খড়ের গাদায় তুই যদি একবার গড়াগড়ি খেতে শুরু করিস, তবে তোকে আর টেনেও তোলা যাবে না।'

'তাহলে এক্ষুনি নিয়ে চলো না আমায় বাংলাদেশে।' মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো টুশকু।

'তুই আর একটু বড়ো'হ, তারপর।'

'হুঁ! তুমি শুধু আমাকে ঠকাও। তা না হলে এবারের সামারের ছুটিতে হাওয়াই না গিয়ে আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে। আব্বু থাকলে ঠিকই নিয়ে যেতো!'

দপ করে তাজিনের মুখের সব আলো নিবে গেল। এইটুকু নিষ্পাপ শিশুকে প্রতারণা করছে ও! টুশকু জানে, ওর সৈনিক বাবা ভিয়েতনামের যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকেই বাবা সম্বন্ধে টুশকুর মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে অন্যান্য ছেলেদের বাবাদের দেখে। অম্লানবদনে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে ছেলের মন ভরায় তাজিন, আর তীব্র অনুশোচনায় ভোগে।

পরদিন বিকেলে অফিস থেকে বেরোবার মুখে লিলিয়ান বললো, 'মিঃ ক্লার্ক হোলম্যান নামের এক ভদ্রলোক ফোন করেছেন।'

একটু ইতস্তত করে লাইন দিতে বললো তাজিন। ভদ্রলোক পরিচিত। লিগ্যাল এইড সোসাইটির উকিল।

'অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে খুব দুঃখিত, মিস্ রহমান।' ভদ্রলোকের কুণ্ঠিত স্বর ভেসে এলো, 'কিন্তু আমাদের কাছে এমন একটা কেস এসেছে, যা কেউ নিতে চাচ্ছে না। আমরা জানি আপনি খুব ব্যস্ত। তারপরেও সময় করে যদি একটু...'

'আসামী কে?'

'জ্যাক নিকলস্।'

পরিচয়ের জন্যে নামটিই যথেষ্ট। গত দু'দিন ধরে সব পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হচ্ছে তার ছবি। পাঁচ বছরের এক মেয়েকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ দাবি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে জ্যাক নিকলস্কে। সাক্ষীদের তৈরি করা কমপোজিট ড্রইং থেকে পুলিশ চিহ্নিত করেছে জ্যাককে।

'আমাকে বেছে নিলে কেন, ক্লার্ক?'

'কারণ নিকলস্ আপনার কথাই বলেছে। আপনাকে ছাড়া অন্য উকিল সে নেবে না।'

ঘড়ির দিকে তাকালো তাজিন। টুশকু ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। 'জ্যাক এমুহূর্তে কোথায় আছে?'

'মেট্রোপলিটান কারেকশনাল সেন্টারে।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো তাজিন, 'ঠিক আছে, এক্ষুনি আসছি আমি। তুমি সব ব্যবস্থা করো।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্ রহমান। আপনি চলে আসুন।'

তাজিন বাসায় ফোন করে মিসেস মার্টিনকে বললো, 'আজ ফিরতে দেরি হবে আমার। টুশকুকে ডিনার খাইয়ে দিও। ওকে বলো, ও ঘুমোবার আগেই বাসায় পৌঁছে যাবো আমি।'

দশ মিনিট পর রওনা হলো তাজিন। অন্তর থেকে ঘৃণা করে ও কিডন্যাপারদের। জঘন্যতম অপরাধগুলোর একটা এটা, বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের যারা কিডন্যাপ করে, তাদের অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই বলে মনে করে ও। তবে এটাও ঠিক, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রত্যেকেরই রয়েছে। জ্যাককেও সে সুযোগ দেয়া উচিত।

www.boiRboi.blogspot.com

অবশ্য যদি সে সত্যিই কিডন্যাপ করে থাকে।

রিসেপশন রুমের গার্ডকে নিজের পরিচয় দিলে ওকে নিয়ে আসা হলো ল'ইয়ার্স ভিজিটিং রুমে। কয়েক মিনিট পরে গার্ডের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো জ্যাক। চেহারা দেখে মনে মনে একচোট হেসে নিলো তাজিন, মনে হচ্ছে, স্বয়ং যীশুখৃষ্ট ধরায় নেমে এসেছেন আবার। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, লম্বা রুগ্ন শরীর, উজ্জ্বল চোখ, সোনালি কোঁকড়ানো দাড়ি নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত। মাঝখানে সিঁথি করা নিপাট নিভাঁজ চুল। খবরের কাগজে এর ছবি দেখলেও তাজিনের মনে হলো, আগে কখনো দেখেনি লোকটাকে।

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্ রহমান, কষ্ট করে এসেছেন।' নরম মার্জিত স্বরে কথা বললো জ্যাক, 'আমার জন্যে আপনি যদি একটুও দুঃখ বোধ করেন, তাতেই আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।'

যীশুখৃষ্টের বিনয়-বিগলিত কথা শুনে মোহিত হয়ে গেল তাজিন। হাসি চেপে বসতে বললো ওকে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসলো জ্যাক।

'এবার বলুন, এত উকিল রেখে আমাকে কেন চেয়ে পাঠিয়েছেন আপনি?'

'কারণ আপনিই শ্রেষ্ঠ। যদিও আমি বিশ্বাস করি ভগবান ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। বোকার মতো একটা কাজ করেছি আমি।' মাথা নিচু করে ফেললো জ্যাক, সম্ভবত লজ্জায়।

'আপনি বলতে চাচ্ছেন একটা বাচ্চাকে কিডন্যাপ করা বোকার কাজ? তারপরে আবার মুক্তিপণও চেয়ে পাঠিয়েছেন!'

'বিশ্বাস করুন, মুক্তিপণ আমি চাইনি। মুক্তিপণের জন্য আমি ট্যামিকে কিডন্যাপ করিনি।' জ্যাকের দু'চোখে ফুটে উঠলো যন্ত্রণার চিহ্ন।

'ওহ্। তাই নাকি! তবে কি জন্যে কিডন্যাপ করেছিলেন দুধের বাচ্চাটাকে?' ঝানু উকিল তাজিনের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

কার্পেটের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো জ্যাক। তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুললো, ধরা গলায় বললো, 'শুনবেন আমার কাহিনী?'

নর্থ ডাকোটার এক ছোট্ট খামারবাড়িতে জন্ম হয় জ্যাক নিকল্সের। অভাবগ্রস্থ পরিবারে অনাদরে অবহেলায় বেড়ে ওঠে জ্যাক। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাতাল স্যাডিস্ট বাবা অকারণে চাবুকপেটা করতো তাকে। পনেরো বছর বয়সে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লো সে। এখানে ওখানে ঠোক্কর খেয়ে একদিন শিকাগোর এক ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ পেলো। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও পড়ার নেশা ছিলো জ্যাকের। কাজের বাইরের সময়টুকু পড়াশোনা করে কাটাতো সে। ধীরে ধীরে কেটে গেল আটটা বছর। একদিন ফ্যাক্টরিতে কাজের সময় হাতে চোট পেলো জ্যাক, নিয়ে আসা হলো ওকে ডিসপেনসারিতে। সেখানে পরিচয় হলো নীল চোখের সুন্দরী নার্স এভলিনের সাথে।

'জীবনে এত সুন্দরী মেয়ে আমি দেখিনি। প্রেমে পড়লাম। দু'বছর পর বিয়েও হলো। বুঝলাম, শুধু সুন্দরী নয়, অদ্ভুত গুণী মেয়ে এভলিন। জীবনটা কানায় কানায় ভরে উঠলো আমার।' স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠলো জ্যাকের মুখে। 'সত্যিকারের সুখী ছিলাম

www.boiRboi.blogspot.com

আমরা। সুন্দর এক বীকেলে এভলিন জানালো, বাবা হতে চলেছি আমি। কি যে খুশি হয়েছিলাম আমরা।'

অন্তর দিয়ে অনুভব করলো তাজিন জ্যাকের অনুভূতি।

'কিন্তু ডাক্তার ওকে অ্যাবরশন করতে বললো। মা হবার জন্যে নাকি যথেষ্ট সবল ছিলো না ও।' বিষাদ নেমে এলো জ্যাকের কণ্ঠে, 'আমরা ডাক্তারের কথায় কান দিলাম না। জন্মাবার আগে কেমন করে খুন করবো নিজের সন্তানকে!' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো জ্যাক, তারপর বললো, 'কিন্তু সন্তান জন্ম দেবার সময় সত্যিই মারা গেল এভলিন। দু'দিন পরে মেয়েটাও মারা গেল। পাগল হয়ে উঠলাম আমি। কি করে সহ্য করি! আমি তো কখনো কারো ক্ষতি করিনি, কেন ভগবান আমাকে এই শাস্তি দিলেন!' দু'হাতে মুখ ঢাকলো জ্যাক। চোখ ভিজে উঠলো তাজিনের, জ্যাকের হাতে হাত রাখলো, 'তারপরে কি হল?'

'প্রথমদিকে মনে হতো, আত্মহত্যা করি। পাপের ভয়ে পারলাম না। ভবঘুরের মতো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মেয়ে বাচ্চা দেখলেই মনে পড়ে যেতো আমার মেয়ের কথা। প্রচণ্ড ভালোবাসি আমি বাচ্চাদের। কিন্তু একদিন ট্যামিকে পার্কে খেলতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। মিস্ রহমান, ট্যামিকে দেখে মনে হলো, এভলিন নেমে এসেছে, পৃথিবীতে মানুষের চেহারায় এত মিল থাকে! মনে হলো, ট্যামি আমাদেরই মেয়ে। বেঁচে থাকলে এত বড়োই হতো সে। ট্যামির কাছে যেতে সে হেসে তাকালো আমার দিকে। সে মুহূর্তে···মিস্ রহমান, সে মুহূর্তে আমার মধ্যে হঠাৎ করে কি যে হয়ে গেল! ওকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড় দিলাম

www.boiRboi.blogspot.com

আমি। জানি, অপরাধ করেছি, কিন্তু ঐ মুহূর্তে একটিবারও মনে হয়নি সেটা।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো জ্যাক, 'বিশ্বাস করুন, ট্যামিকে আমি কোনো কষ্ট দিইনি, যতক্ষণ আমার কাছে ছিলো, ভালোই ছিলো সে।'

'কিন্তু মুক্তিপণ চেয়ে ফোন করেছিলেন কেন?' তাজিন বিস্মিত কাণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'বিশ্বাস করুন, এ ধরনের কোনো ফোন আমি করিনি। আমি গরীব সত্যি, কিন্তু টাকার প্রয়োজন আমার নেই। আমি শুধু ট্যামিকেই চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু তাহলে ফোনটা কে করলো?' চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো তাজিন, 'আচ্ছা, আপনি গ্রেফতার হবার আগেই কি কিডন্যাপের ঘটনাটা পত্রিকায় এসেছিল?'

'হ্যাঁ। খবরটা ছাপা হবার পরই আমি ধরা পড়ে যাই।'

'তার মানে অন্য কেউ কিডন্যাপের ঘটনা জেনে গিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে।'

'জানি না, মিস্ রহমান, জানি না। এ মুহূর্তে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু চাই না আমি।' আবার দু'হাতে মুখ ঢাকলো জ্যাক।

জ্যাকের জন্যে কষ্ট হলো তাজিনের। অপরাধ করেছে, সে সম্বন্ধে সচেতন লোকটা, প্রচণ্ড অনুশোচনায় ভুগছে। সিদ্ধান্ত নিলো, সাহায্য করবে জ্যাককে। এই অনুতপ্ত লোকটিকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে দেয়া যায় না।

পরদিন জ্যাকের জন্যে জামিনের ব্যবস্থা করলো তাজিন। জামিনের দু'হাজার ডলার জ্যাকের কাছে ছিলো না, তাজিনই

দিলো। ছাড়া পেয়ে ওয়েস্ট সাইডের এক মোটেলে উঠলো জ্যাক। হাতখরচের জন্যে তাকে একশো ডলার ধার দিয়েছে তাজিন। জ্যাক আগেই বলেছে, তাজিনের প্রাপ্য ফিস দেবার সামর্থ্য তার নেই। নেহাত মানবতার খাতিরেই ওকে সাহায্য করছে তাজিন। লজ্জায় অধোবদন হয়ে জ্যাক বলেছে, 'কেমন করে আপনার এই ঋণ শোধ করবো জানি না, মিস রহমান। তবে কথা দিচ্ছি, একদিন সবই ফেরত পাবেন।'

সেদিন থেকেই চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরতে শুরু করলো জ্যাক।

চোদ্দ

কয়েকদিন পর ফেডারেল প্রসিকিউটার আর্ল অসবর্নের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলো তাজিন। উদ্দেশ্য, জ্যাকের বিরুদ্ধে কিডন্যাপিঙের অভিযোগ প্রত্যাহার করে অন্য কোনো অভিযোগ আনার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করানো। এতে জ্যাকের শাস্তির পরিমাণ কমে যেতে পারে।

দয়ালু থলথলে চেহারা অসবর্নের। দেহের ভাঁজে ভাঁজে থাক

www.boiRboi.blogspot.com

থাক চর্বি জমেছে। অবাক হয়ে তিনি চাইলেন তাজিনের দিকে, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি ঐ জঘন্য লোকটাকে বাঁচাতে চাইছো! একজন নীতিবান আইনজীবি কখনোই অপরাধীকে দয়া দেখায় না। এ ধরনের লোকেরা সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।' রেগে উঠলেন তিনি।

কিন্তু তাঁর রাগ তাজিনকে স্পর্শ করলো না, 'শুনুন, মিঃ অসবর্ন, সবকিছু শুনলে আপনিও ওকে দয়া দেখাবেন।'

'কি এমন নতুন তথ্য শোনাবে তুমি ঐ বদমাশটা সম্বন্ধে? কিছুই জানতে বাকি নেই আমার!'

ভদ্রলোককে উত্তরোত্তর রেগে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি জ্যাকের ইতিহাস বলতে শুরু করলো তাজিন। ও নিশ্চিত, জ্যাকের জীবনের করুণ কাহিনী জানলে মত বদলাবেন অসবর্ন।

শুনতে শুনতে চোখ গোল হয়ে গেল অসবর্নের। তাজিন কথা শেষ করার পরেও কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করলেন, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কি আবোল তাবোল বকছো!'

এবার রাগ হলো তাজিনের, এতকিছু শুনেও মন গললো না ভদ্রলোকের! 'আশ্চর্য! মানবতার খাতিরেও তাকে আপনার সাহায্য করা উচিত।'

'মানবতা! দাঁড়াও, তোমাকে দেখাই, কার জন্যে মানবতা দেখাতে বলছো!' বিশাল বপু নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অসবর্ন। ঘরের কোণের ক্যাবিনেটের ড্রয়ার ঘেঁটে একটা নতুন ফাইল তুলে এনে নাড়তে লাগলেন তাজিনের নাকের সামনে, 'দ্যাখো, তোমার জ্যাক

নিকলসের ডোশিয়ে রয়েছে এখানে, ভালো করে পড়ে দ্যাখো।' ফাইলটা তিনি আছড়ে ফেললেন তাজিনের সামনের টেবিলে।

বিস্মিত তাজিন ফাইলটা খুলে পড়তে শুরু করলো। 'ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন। বয়স সাঁইত্রিশ। জন্মস্থান : নব হিল, সানফ্র্যান্সিসকো। বাবা ডাক্তার, মা সমাজসেবিকা। চোদ্দ বছর বয়সে ড্রাগস্-এ আসক্ত হয়। একদিন ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। পুলিশ হাইট-এ্যাশবারি থেকে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু ঠিক তিনমাস পর বাবার ডিসপেনসারি ভেঙে দামী দামী ওষুধপত্র চুরি করে আবার পালিয়ে যায়। সিয়াটলে সেসব বেআইনীভাবে বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাকে। পাঠানো হয় সংশোধন কেন্দ্রে। আঠারো বছর বয়সে মুক্তি পায় সে। কিন্তু ঠিক একমাস পর ব্যাঙ্ক-ডাকাতি এবং হত্যা-প্রচেষ্টার অভিযোগে আবার গ্রেফতার করা হয় তাকে।' এ-পর্যন্ত পড়ে বিরক্ত হলো তাজিন, 'এই লোকের সঙ্গে জ্যাক নিকলসের সম্পর্ক কি?'

'এই ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসনই জ্যাক নিকলস্।'

'আমি বিশ্বাস করি না!' টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরলো তাজিন।

সন্তুষ্টির হাসি হাসলেন অসবর্ন, 'ছ'ঘণ্টা আগে এফ. বি. আই. এই ডোশিয়ে পাঠিয়েছে। অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। জ্যাকসন আসলে সাইকোপ্যাথ। তোমাকে বোকা বানিয়েছে। গত দশ বছরে অন্তত বিশবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বেশ্যার দালালী থেকে শুরু করে সশস্ত্র ডাকাতির মতো ভয়ঙ্কর সব অভিযোগে। বিয়ে করেনি এখনো সে। পাঁচ বছর আগে এফ. বি. আই. তাকে প্রথমবার কিডন্যাপিঙের অভিযোগে গ্রেফতার করে। মুক্তিপণ চেয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

টেলিফোন করে সে। টাকা দেবার ছ'মাস পর জঙ্গলে পাওয়া যায় তিন বছর বয়সের মেয়েটির লাশ। হাত-পা-মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে শরীর থেকে। সারা শরীরে ছুরির পোঁচের দাগ। মেরে ফেলার আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল মেয়েটিকে।'

অসুস্থ বোধ করলো তাজিন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। অবশেষে বললো, 'ডোশিয়েটা একটু দেখতে পারি?'

'অবশ্যই। তোমার সামনেই তো আছে।'

মনোযোগ দিয়ে পুলিশের তোলা ছবিটা দেখলো তাজিন। দাড়ি নেই মুখে, বয়সও অনেক কম, কিন্তু তাজিনের কোনো সন্দেহ রইলো না ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসনই জ্যাক নিকলস্! কি সুন্দর গল্প ফেঁদে বসেছে! আর বোকার মতো বিশ্বাস করেছে তাজিন। রাগে ঘৃণায় রি রি করে উঠলো সমস্ত শরীর। আশ্চর্য! কি ভয়ঙ্কর লোক!

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো তাজিন। অসবর্নের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বললো, 'আমি এ মামলা নেবো না। আমি এমন কারো প্রতিনিধিত্ব করি না, যে আমার কাছে মিথ্যে বলে। মিঃ জ্যাক নিকলস্‌কে অন্য উকিল বেছে নিতে হবে।'

'কোর্ট সে ব্যবস্থা করবে। কিন্তু এ মুহূর্তে সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজনীয় তা হলো ওর জামিন প্রত্যাহার করতে হবে।'

'আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। এ ধরনের বিপজ্জনক একটা লোক রাস্তায় ঘুরে বেড়াক, আমি তা চাই না।' ঘৃণা উপচে পড়লো তাজিনের প্রতিটি কথায়।

পরদিন জ্যাক নিকলসের জামিন প্রত্যাহার করা হলো।

সারাদিন এ ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দুপুরে বাড়ি ফিরতে পার-

লো না তাজিন। বিকেলে আবার একটা পার্টিতে যেতে হবে, আইনজীবি সমিতির বাৎসরিক পুনর্মিলনী। অফিসেই কাপড় বদলে নিলো ও। দু'সেট কাপড় সবসময় অফিসে রেখে দেয় তাজিন। তাড়াহুড়ো করে হাজির হলো ওয়ালডর্ফ অ্যাসটোরিয়াতে, প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে তখন।

জমজমাট পার্টি। কিন্তু মন লাগাতে পারলো না তাজিন। বার বার মনে পড়ছে ভণ্ড শয়তান কিডন্যাপারটার কথা, আর মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে।

অসবর্ন এগিয়ে এলেন ককটেলের গ্লাস হাতে। 'ব্যাপার কি, তোমার শরীর খারাপ মনে হচ্ছে?'

'শরীর ঠিকই আছে। তবে খুব টায়ার্ড লাগছে। সারাদিন কম খাটাখাটুনি তো গেল না!' তিক্ত হাসলো তাজিন।

'ও ব্যাটার হাত থেকে যে রক্ষে পেয়েছো, সেটাই বেশি।'

এমন সময় ক্লাবের এক কর্মচারী এগিয়ে এসে তাজিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'মিস্ রহমান, আপনার ফোন।'

চমকে উঠলো তাজিন। ও এখানে রয়েছে, পরিচিত কেউ তা জানে না। অফিস আওয়ার শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই, সেখান থেকেও ফোন আসার কথা নয়।

রিসিভার কানে চেপে ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো পুরুষ-কণ্ঠের চাপা আওয়াজ, 'কুত্তী! তুই আমাকে ঠকিয়েছিস!'

সরসর করে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল তাজিনের। 'কে বল-ছেন?' উত্তরটা যদিও ওর জানা। জ্যাক ছাড়া আর কেউ হতে নয়।

'তুই পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিস্ আমার পেছনে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'আমি…'কথা শেষ করতে দিলো না লোকটা, 'তুই আমাকে সাহায্য করবি বলে কথা দিয়েছিলি।'

'অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব আমি…'

'বজ্জাত মিথ্যেবাদী মেয়েমানুষ!' আরো নিচু স্বরে বললো জ্যাক, 'তোকে এসবের ফল ভোগ করতে হবে। খুব শিগগিরই তোর পাওনা পেয়ে যাবি।' নিচু হতে হতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল জ্যাকের অপার্থিব কণ্ঠস্বর।

দিশেহারা হয়ে গেল তাজিন। 'হ্যালো! হ্যালো!' লাইন কেটে দিয়েছে জ্যাক। শিরশির করে ভয়ের শীতল স্রোত নেমে এলো শিরদাঁড়া বেয়ে।

স্যাডিস্টটা কি করে জানলো তাজিন এখানে রয়েছে। নিশ্চয়ই অফিস থেকে ফলো করে এসেছে। কে জানে, এ মুহূর্তে ক্লাবের বাইরে পিস্তল হাতে হয়তো ওর জন্যে অপেক্ষা করছে! কিন্তু পুলি-শের হাত ফস্কে পালালো কেমন করে? এখন তো ওর হাজতে থাকার কথা! অবশ্য কেমন করে পালালো সেটা বড় কথা নয়, এ মুহূর্তে সবচেয়ে যেটা ভয়ের ব্যাপার, তাজিনকে দোষী ভাবছে লোকটা। এর আগেও খুন করেছে সে, আর একটা খুন করতে বাধবে না ওর। ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল তাজিনের। বাসায় ফিরবে কেমন করে। গেটের বাইরে পা বাড়াবার সাথে সাথে যদি একটা বুলেট ছুটে আসে, অথবা যদি ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর, মুখোশধারী খুনীটা!

তাজিনের বিবর্ণ চেহারা লক্ষ্য করে এগিয়ে এলেন অসবর্ন। 'কি হলো, মিস্ রহমান, কোনো দুঃসংবাদ নয় তো?'

হড়বড় করে সব বলে ফেললো তাজিন। ওর ভয় সংক্রমিত হলো অসবর্নের মধ্যেও। 'এক্ষুনি তোমার বাসায় ফিরে যাওয়া উচিত। যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করো, তবে আমি তোমাকে পৌঁছে দেবো। জ্যাক জানে, তুমি এখানে রয়েছো।'

কৃতজ্ঞ বোধ করলো তাজিন। 'পৌঁছে দিতে হবে না। বাইরে আমার গাড়ি রয়েছে। শুধু যদি গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন আমাকে!'

'অবশ্যই। এসো আমার সঙ্গে।'

দু'জনে এগোলো দরজার দিকে। প্রথমে অসবর্ন বাইরে গিয়ে দেখে এলেন। না, কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। ক্লাবটা ঠিক মেইন রোডের ওপর নয় বলে রাস্তাটা নির্জন। তাজিনকে সঙ্গে করে গাড়িতে পৌঁছে দিলেন ভদ্রলোক। বারবার বলে দিলেন চোখকান খোলা রেখে চালাতে।

দুরুদুরু বুকে ইগনিশন কী ঘোরালো তাজিন। বোমা ফেটে মরলো না দেখে খুশি হয়ে উঠলো। স্পীড বাড়িয়ে মেইন রোডে উঠে আসতে আসতে ভয় আরো কমে গেল গাড়ি ঘোড়ার ভিড়ে। সাবধানের মার নেই, সামনে পেছনে ভালো করে নজর রাখলো ও। অকারণে আধা ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালো ব্যস্ত রাজপথে। যখন নিশ্চিত হলো কেউ ওকে ফলো করছে না, তখন গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ির পথ ধরলো।

ছোট্ট লনটা পেরিয়ে পোর্চে গাড়ি পার্ক করলো তাজিন। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো দোতলার জানালার দিকে। কোনো রুমে আলো জ্বলছে না, অন্ধকারে ডুবে আছে সারা বাড়ি। মিসেস মার্টিনের কি হলো। বিরক্ত হলো তাজিন। মহিলা ভালো করেই

www.boiRboi.blogspot.com

জানেন, অন্ধকারে ভয় পায় টুশকু। হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করে উঠলো তাজিনেরই।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। চারদিকে মৃত্যুর মতো অন্ধকার। হোঁচট খেতে খেতে রিসেপশন হলে এলো ও। সুইচ-বোর্ডের দিকে এগিয়ে যেতে হঠাৎ পায়ের নিচে নরমমতো কিসের যেন স্পর্শ পেলো। আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে গেল তাজিনের, জিনিসটা শুধু নরমই নয়, গরমও। পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো সুইচ-বোর্ডের ওপর, আলোয় ঝলমল করে উঠলো সারাঘর।

টুশকুর আদরের কুকুর ম্যাক্সের নিথর শরীরটা পড়ে আছে কার্পেটের ওপর, রক্তে ভিজে গেছে চারপাশ। এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত গলাটা কেটে ফেলা হয়েছে ম্যাক্সের। বরফের মতো সাদা পশমগুলো লাল হয়ে গেছে রক্তে। নিষ্পাপ খোলা চোখ দুটো চেয়ে আছে তাজিনের চোখের দিকে, অপলক।

'টুশকু!' চিৎকার করে উঠলো তাজিন। 'মিসেস মার্টিন!' সারা বাড়ির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়লো তাজিনের আর্তনাদ।

এ-ঘর থেকে ও-ঘরে দৌড়ে বেড়াতে লাগলো ও। জ্বালিয়ে দিচ্ছে সবগুলো আলো। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছুটে গেল টুশকুর শোবার ঘরে। সবকিছু যেমন ছিলো তেমনি আছে। নেই শুধু টুশকু। কোঁচকানো চাদর দেখে বোঝা যায় বিছানায় শুয়েছিল টুশকু।

মাথার ভেতরটা খালি হয়ে গেছে তাজিনের। কিচ্ছু চিন্তা করতে পারছে না। ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো। মনে হচ্ছে যেন পায়ের নিচে মাটি নেই, বাতাসে সাঁতার কাটছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে, না, কিন্তু ও জানে, জ্যাক নিয়ে গেছে টুশকুকে। ফাঁকা

দৃষ্টিতে চারপাশে চাইলো তাজিন। টুশকু নেই।

ভূতের মতো হেঁটে বেড়াতে লাগলো তাজিন সারা বাড়িতে, মনে হচ্ছে, এক্ষুনি কোনো দরজার পেছন থেকে টুশকু লাফিয়ে পড়বে, 'হাউ!' হাততালি দিয়ে নেচে উঠবে, 'কেমন ভয় দেখালাম!'

লনড্রি রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় কোত্থেকে যেন একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো। চমকে উঠে রুমের ভেতর তাকালো, অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আলো জ্বেলে তৃষিতের মতো চাইলো চারিদিকে। শব্দটা আসছে ক্লজেটের ভেতর থেকে। টান দিয়ে খুলে ফেললো ডালাটা। ককিয়ে উঠলেন মিসেস মার্টিন। 'প্লিজ আর মেরো না!' হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছেন, গোল গোল দু'চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। একত্রে বাঁধা দু'হাত তুলে মুখটা আড়াল করতে চাইছেন বারবার, চিনতে পারেননি তাজিনকে। কোলে করে ক্লজেটের বাইরে কার্পেটের উপর শুইয়ে দিলো তাঁকে তাজিন। 'মিসেস মার্টিন, আমি তাজিন। শান্ত হোন, কি হয়েছে খুলে বলুন।'

ধীরে ধীরে ভয়ের ভাবটা কেটে গেল তাঁর মুখ থেকে। দু চোখ ভরে গেল জলে। মাথাটা একপাশে সরিয়ে চারদিকে কি যেন খুঁজলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'টুশকুকে নিয়ে গেছে শয়তানটা!'

তাড়াতাড়ি তাঁর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলো তাজিন। দড়ি কেটে বসাতে রক্ত বেরিয়ে গেছে। একটা চোখ ফুলে গেছে, গালে কালশিটে। ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি, 'টুশকুকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন! পারলাম না! পারলাম না!'

ওদের দু'জনকে চমকে দিয়ে পাশের ঘর থেকে ভেসে এলো

www.boiRboi.blogspot.com

টেলিফোনের চিৎকার। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তাজিনের। দু'-চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলো, 'খোদা, শক্তি দাও!' বেজেই চললো ফোন। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললো তাজিন। ওপাশ থেকে ভেসে এলো নিচু গলার কুৎসিত হাসি, 'যাক, ঠিকমতো বাসায় পৌঁছেছো!'

'আমার বাচ্চা কই?' শক্তি ফিরে পেলো তাজিন।

'চমৎকার বাচ্চাটা, তাই না?'

'যা চাও সব দেবো, শুধু ফিরিয়ে দাও ওকে। দয়া করো, জ্যাক, দয়া করো!' ফুঁপিয়ে উঠলো তাজিন।

ঘিনঘিনে হাসিটা থামিয়ে কঠিন গলায় ধমকে উঠলো জ্যাক, 'আমাকে দেবার মতো কিছুই নেই তোর। কুত্তী! এখন আমি শুধু তোর কান্না শুনতে চাই।'

'না···না···প্লিজ, আমার বাচ্চা···ওকে ব্যথা দিও না।'

'আগামী কালের খবরের কাগজটা মনোযোগ দিয়ে পড়িস, তা না হলে ঠকবি!' আত্মা কাঁপানো হাসিটা আবার ভেসে এলো। দু'সেকেণ্ড পর লাইন কেটে দিলো শয়তানটা।

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করলো তাজিন। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, এখন ভেঙে পড়ার সময় নয়। কি যেন বললো জ্যাক, 'চমৎকার বাচ্চাটা, তাই না?' তার মানে টুশকু এখনো বেঁচে আছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে। বেঁচে না থাকলে প্রেজেন্ট টেন্সে কথা বলতো না জ্যাক। এক্ষুনি কিছু একটা করতে হবে। প্রতিটি মিনিট মূল্যবান।

প্রথমেই ইচ্ছে হলো ফস্টারকে ফোন করে সবকিছু খুলে বলে।

টুশকু তো ওরই ছেলে, আজ রাতের মধ্যেই যে খুন হতে চলেছে। সিনেটরের অনেক ক্ষমতা। নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দিতে পারবে টুশকুকে তাজিনের কোলে! কিন্তু···আজ এত বছর পর···তার ওপর প্রায় আড়াই'শ মাইল দূরে রয়েছে ফস্টার। কি-ই বা করার থাকবে! আজকের রাতটাই যে সম্বল! নাহ্! ওকে বলে কোনো লাভ নেই। অতদূর থেকে কিছুই করতে পারবে না সে।

দিশেহারা হয়ে পড়লো তাজিন। কার কাছে যাবে, আজ রাতের মধ্যে কে টুশকুকে ফিরিয়ে দিতে পারবে ওর কোলে!

আর একটা পথ এফ· বি· আই-এর সাহায্য চাওয়া। কিডন্যাপার-দের ধরার জন্যে আলাদা ট্রেনিং রয়েছে তাদের। কিন্তু এ ব্যাপার-টা যে ঠিক অন্য ঘটনাগুলোর মতো নয়। কোনো ক্লু ফেলে যায়নি জ্যাক। মুক্তিপণ চেয়ে চিঠি পাঠায়নি, টুশকুকে মেরে ফেলার আগে হয়তো আর ফোনও করবে না! কোন সূত্র ধরে জ্যাকের পিছু নেবে তারা! তা-ও হাতে রয়েছে মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা!

দু'হাতে মুখ ঢাকলো তাজিন। লম্বা করে নিঃশ্বাস টানলো। দু'সেকেণ্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলো। কাঁপা হাতে টেলিফোন গাইড উল্টে সঠিক নাম্বারটা বের করলো। বহু কষ্টে ডায়াল ঘোরাবার চেষ্টা করলো, তিনবারের বার সফল হলো। ওদিক থেকে রিং বাজার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

মনে হলো, যেন অনন্তকাল ধরে বেজে চলেছে রিং। অবশেষে ওপাশ থেকে ঘুমজড়িত কণ্ঠ ভেসে এলো, 'ইয়েস!'

'আমি মিঃ অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টির সঙ্গে কথা বলতে চাই।' প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলো তাজিন।

www.boiRboi.blogspot.com

পনেরো

'দুঃখিত মিস্, এটা "টম'স্ প্লেস"। এখানে ভ্যালেন্টি নামের কেউ থাকে না।' সতর্ক কণ্ঠে বললো লোকটা।

'প্লিজ রেখে দেবেন না!' আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো তাজিন। বহু চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত রাখলো। 'দেখুন, আমি সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে আছি। উনি আমাকে চেনেন। আমার নাম তাজিন রহমান। এক্ষুনি তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'দেখুন মিস্···'

'আপনি শুধু তাঁকে আমার নাম আর টেলিফোন নাম্বারটা পৌঁছে দিন।' নাম্বারটা বললো তাজিন। 'আর বলবেন···' কথা শেষ না হতেই লাইন কেটে দিলো লোকটা। রিসিভার নামিয়ে রেখে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো তাজিন।

কিছু মাথায় ঢুকছে না। সময় নেই! সময় নেই! আগামীকালের পেপারে তাজিনের জন্যে একটা খবর থাকবে। না! ফস্টারকেই ডাকবে ও, ঠিক করলো। রিসিভারে হাত রাখতেই ওকে চমকে দিয়ে বেজে উঠলো ফোনটা। দ্রুত তুলে নিলো।

'ভ্যালেন্টি বলছি।'

'মিঃ ভ্যালেন্টি!' সারা শরীর কাঁপতে শুরু করলো তাজিনের। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিসিভারটা। হুমড়ি খেয়ে পড়লো আবার রিসিভারের ওপর। 'মিঃ ভ্যালেন্টি?'

'শান্ত হোন, মিস রহমান। কি হয়েছে খুলে বলুন।'

'আমার ছেলে···টুশকু···কিডন্যাপ করা হয়েছে তাকে। মেরে ফেলবে···' হুহু করে কেঁদে ফেললো তাজিন।

'আপনি কিডন্যাপারকে চেনেন?' ব্যস্ততা ভ্যালেন্টির কণ্ঠে।

'হ্যাঁ···ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন।'

'কান্নাকাটি করার সময় নয় এটা।' ধমকে উঠলো ভ্যালেন্টি। 'খুলে বলুন, ঠিক কি হয়েছে।'

ধীরে ধীরে সময় নিয়ে বললো তাজিন।

'জ্যাকসন দেখতে কেমন?'

যীশুখৃষ্টের মতো চেহারাটা ভেসে উঠলো তাজিনের চোখের সামনে। নির্ভুল বর্ণনা দিতে পারলো সে। জামিনে ছাড়া পাবার পরে যে গ্যাস স্টেশনে কাজ নিয়েছিল আর যে মোটেলে থাকতো, তার ঠিকানা দিলো। যদিও জানে, পাওয়া যাবে না তাকে এসব জায়গায়।

ফুঁপিয়ে উঠলো তাজিন, 'আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন!'

'শুনুন, মিস্ রহমান। এটা খুব জরুরী ব্যাপার। যদি আমরা তাকে খুঁজে পাই···'

'সঙ্গে সঙ্গে খুন করবেন।' নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করলো তাজিন

www.boiRboi.blogspot.com

শব্দগুলো।

'ঠিক আছে। আপনি টেলিফোনের পাশেই থাকুন।' সন্তুষ্টির সুর ভ্যালেন্টির গলায়।

রিসিভার নামিয়ে রাখলো তাজিন। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে ও। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। যদিও জানে, সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবুও এতবড়ো দায়িত্বটা নিজের ওপর নেই বলে হালকা লাগছে। ভেবে অবাক হলো তাজিন, খুনী লেলিয়ে দিয়েছে ও জ্যাকের পেছনে। পরমুহূর্তে কঠোর হলো, মনে পড়লো, তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটির ধর্ষিত লাশের কথা।

পাশের ঘর থেকে মিসেস মার্টিনের কান্নার শব্দ ভেসে এলো। ছুটে এলো তাজিন। যত্ন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো কাটা ঘাগুলোতে। জোর করে বিছানায় শুইয়ে দু'টো ঘুমের বড়ি আর এক গ্লাস পানি নিয়ে এলো বৃদ্ধার জন্যে। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মিসেস মার্টিন ট্যাবলেট দু'টো, জোরে কেঁদে উঠলেন, 'ওহ্, মিস্ রহমান! বদমাশটা টুশকুকে আমার সামনে ঘুমের বড়ি গিলিয়ে খাইয়েছে।'

ভয়ের শীতল একটা স্রোত নেমে গেল তাজিনের শিরদাঁড়া বেয়ে।

ডেস্কের ওপাশে বসে তিনজন সোলদাতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে ভ্যালেন্টি।

নিক ভিটো।

কার্লো।

কোলেল্লা।

অদ্ভুত চেহারা নিক ভিটোর। ঠোঁট দু'টো এতো পাতলা যে

প্রায় দেখাই যায় না। সবুজ চোখ ছুঁচোর মরা মানুষের দৃষ্টি। পেটানো শরীর, কালো চুল। দামী পোশাক ছাড়া সে পরে না। যে-জুতোজোড়া পরে আছে, তার দাম ছ'শো ডলারের কম নয়। সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য, গুনে গুনে কথা বলে সে।

কার্লো লম্বায় চার ফিট দশ ইঞ্চি, বামনই বলা যায় তাকে। নিষ্পাপ দৃষ্টি চোখে। কেউ ভাবতেও পারবে না ছুরিতে কতটা ওস্তাদ কার্লো। কোনো অজ্ঞাত কারণে মেয়েরা সাংঘাতিক পছন্দ করে তাকে। এক বউ, আধ ডজন গার্লফ্রেণ্ড আর সুন্দরী রক্ষিতাকে খুশি রেখেছে সে। এককালে জকি ছিলো। কিন্তু ঘোড়াকে ড্রাগস্ দেয়ার অভিযোগে হলিউড পার্কস্-এর রেসিং কমিশনার এক বছরের জন্যে সাসপেণ্ড করেন তাকে। এক হপ্তা পর লেক তাহোতে ভাসতে দেখা যায় কমিশনারের লাশ।

কোলেল্লাকে সবাই 'সবজি-বাগান' বলে ডাকে। আলুর মতো নাক, বাঁধাকপির মতো কান আর মটরদানার সমান মগজের কারণেই এ নাম হয়েছে তার। বিশাল চর্বিযুক্ত শরীর। সাংঘাতিক ভদ্র। ধার্মিক। প্রতি রোববার স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে চার্চে যায়। পিস্তল, অ্যাসিড আর সাইকেলের চেনে ওস্তাদ সে।

নিক ভিটোর দিকে তাকালো ভ্যালেন্টি। 'গ্যাস স্টেশনে যাবে তুমি। তার আশেপাশের সব মদের দোকান আর বারে খোঁজ নেবে।'

এরপর কোলেল্লা আর কার্লোর দিকে ফিরলো সে, 'তোমরা যাবে মোটেলে। অন্য সব বোর্ডারের কাছে খোঁজ নেবে। আমি নিশ্চিত, কারো না কারো সাথে ওর যোগাযোগ রয়েছে।' ঠাণ্ডা দৃষ্টি

www.boiRboi.blogspot.com

বোলালো তিনজনের ওপর। 'ঠিক আট ঘণ্টা সময় দিলাম। এর মধ্যেই বাচ্চাটাকে আমার সামনে হাজির করা চাই। অক্ষত অবস্থায়।'

রাত একটা।

মোটেলের রুমটা ছোট হলেও সাজানো-গোছানো। জ্যাক জ্যাকসন সবসময়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। জানালার ভেনিশিয়ান ব্লাইণ্ডগুলো নামিয়ে দিয়েছে সে, যাতে বাইরে থেকে কিছু দেখা না যায়। দরজায় তালা দেয়া। তারপরেও ভারী চেয়ারটা দরজার সামনে এনে রেখেছে। এগিয়ে গিয়ে বিছানার পাশে থামলো জ্যাক। ঘুমোচ্ছে টুশকু। ঘুমের বড়ির ঘোর এখনো কাটেনি। শান্ত সুন্দর নিষ্পাপ শিশু। ওকে নিয়ে আসতে পেরেছে বলে গর্ব অনুভব করলো জ্যাক। মিসেস মার্টিনকে যে-দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, তারই বাকি অংশ দিয়ে খাটের সঙ্গে আচ্ছামতো বেঁধেছে টুশকুকে, সাবধানের মার নেই। বাচ্চাটার স্বর্গীয় মুখের দিকে চেয়ে দুঃখে ভরে গেল জ্যাকের সমস্ত হৃদয়।

কেন ঐ বিচ্ছিরি মানুষগুলো তাকে এসব বাজে কাজ করতে বাধ্য করে! ও তো শান্তিপ্রিয়, নম্র ভদ্র সাধারণ এক মানুষ। অথচ সারা পৃথিবীর লোক যেন ওর পিছু লেগে আছে উত্যক্ত করার জন্যে! নিজেকে বাঁচাবার অধিকার নিশ্চয়ই তার আছে। একদিন না একদিন সে প্রমাণ করে দেবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ সে।

পুলিশ ওকে ধরতে আসার একঘণ্টা আগেই সে টের পেয়ে যায়। গ্যাস স্টেশনে একটা শেভ্রোলেতে তেল ভরছিল তখন ও। টেলিফোন বেজে উঠতে ওর বস্ তা রিসিভ করে। কি কথা হয়েছে,

তা শুনতে পায়নি জ্যাক। শোনার দরকারও ছিলো না। হঠাৎ করে গলার স্বর নিচে নামিয়ে বস্ যখন ওর দিকে ঘন ঘন চোরাদৃষ্টি ফেলতে লাগলো, তখনই ও বুঝে যায়, পুলিশ আসছে। বজ্জাত মাগীটা ঠকিয়েছে ওকে! অথচ তাকে অন্যরকম ভেবেছিল সে। এক মিনিটের মধ্যে কাঁধে জ্যাকেট ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল জ্যাক। তিন মিনিট পরে দরজা খোলা একটা গাড়িতে উঠে তার ছিঁড়ে স্টার্ট করলো, সোজা চললো তাজিনের বাড়ির দিকে। জামিনে ছাড়া পাবার দিনই তাজিনকে ফলো করে বাসা চিনে রেখেছিল সে। এমন বুদ্ধি ওর ছাড়া আর কার আছে? গেটের উল্টো দিকে গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলো জ্যাক। অবাক হয়ে দেখেছিল দেবশিশুর মতো সুন্দর একটা বাচ্চা গেটের কাছে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরেছিল তাজিনকে। এই অদ্ভুত আবিষ্কারে খুশি হয়ে উঠেছিল জ্যাক নিজের ওপর।

হাউজকীপার বুড়িটার কথা মনে হতে একচোট হেসে নিলো। বুড়ি ভেবেছিল, ও তাকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছে। থুঃ! কি নোংরা আর জঘন্য এই মেয়েগুলো। আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের প্রতি কোন-রকম আকর্ষণ বোধ করেনি জ্যাক। ওর শুধু ভাল লাগে শিশুদের। আহ্! কি নরম পেলব তাদের শরীর! কি মিষ্টি গন্ধ!

শেষ যে-বাচ্চাটাকে ও ভোগ করেছে, তার কথা মনে পড়ে গেল। অতো তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে মেরে ফেলার ইচ্ছে ওর ছিলো না। নিরুপায় হয়ে মারতে হলো। মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে মেয়েটা। বজ্জাত মাগীটা ওর চাকুরি খেয়ে দিয়েছিল। পুরুষগুলো খারাপ ঠিকই, কিন্তু মাগীগুলো আরো খারাপ!

www.boiRboi.blogspot.com

ডায়ানার কথা মনে হলো জ্যাকের। এখানকার এক নাইট ক্লাবে নাচে, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী। একমাথা কোঁকড়া সোনালী চুল। পরিচয় হয়েছে এক বারে, দিন দশেক আগে। মেয়েটা ভাবে জ্যাক ওকে ভালোবাসে। কারণ একদিনও ওকে স্পর্শ করতে চায়নি জ্যাক অন্য লোভী কুকুরগুলোর মতো। যদি আসল ব্যাপারটা জানতো বেচারী! ওর সঙ্গে বিছানায় যাবার কথা মনে হলে অসুস্থবোধ করে জ্যাক।

তবে কাজে লাগিয়েছে ডায়ানাকে। পুলিশ শুধু একা একজন পুরুষমানুষকে খুঁজবে। এই সুযোগে ডায়ানাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে ও কানাডায়। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে জ্যাক, চুলও ছেঁটে নিয়েছে। চেনে কার সাধ্যি! বর্ডার পেরোবার পর ডায়ানাকে খসিয়ে ফেলবে—কথাটা মনে হতেই পুলকিত হয়ে উঠলো জ্যাক। দারুণ মজা হবে!

ঘুমন্ত টুশকুকে নিয়ে এই মোটেলে এসে উঠেছে জ্যাক কয়েক ঘণ্টা আগে। এই এলাকার কেউ ওকে চেনে না, তাই মোটামুটি নিশ্চিন্তেই আছে।

লাগেজ র‍্যাক থেকে তোবড়ানো স্যুটকেসটা নামিয়ে নিলো। ভেতর থেকে বের হলো একটা টুল-কিট। সেটা খুলে দু'টো বড়ো-সড়ো চকচকে গজাল আর ভারী একটা হাতুড়ি নামিয়ে রাখলো টেবিলে। তারপর বাথরুমে ঢুকে বাথটাবের ভেতর থেকে তুলে আনলো দু'গ্যালনের একটা তেলভর্তি ক্যান। টুশকুর পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখলো ক্যানটা। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছে, বাচ্চা-টাকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেই জমবে ভালো। তবে তার আগে

ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে। সব কাজের মধ্যেই শৈল্পিক সত্তার প্রকাশ ঘটাতে ভালোবাসে জ্যাক।

রাত ছ'টা।

নিউ ইয়র্ক সিটি এবং তার আশেপাশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে গুজবটা। সস্তা রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে ডিস্কো থেক, অল-নাইট নিউজস্ট্যাণ্ড—সব জায়গায় আলোচিত হচ্ছে ব্যাপারটা। ট্যাক্সি ড্রাইভার আর নিশাচর পতিতারাও জেনে গেছে—অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি একজন লোককে খুঁজছে। হ্যাংলা-পাতলা, সোনালি চুলের লোকটাকে দেখলেই যীশুখ্রীষ্টের কথা মনে পড়ে। এ-ধরনের ঘটনা প্রতিদিন ঘটে না। অনেকেই উৎসাহী হয়ে উঠেছে। ভ্যালেন্টির নেক নজরে পড়ার মোক্ষম একটা সুযোগ। ভ্যালেন্টি জানে, কিভাবে গুণের কদর করতে হয়। শহরময় তৎপর হয়ে উঠলো বেশ কিছু লোক। খুঁজতে শুরু করেছে তারা যীশু-খ্রীষ্টের মতো দেখতে একজন লোককে।

রাত ছ'টা বেজে পনেরো মিনিট।

অসহিষ্ণুভাবে জ্যাক অপেক্ষা করছে কখন টুশকু জেগে উঠবে। গজাল, হাতুড়ি, পেট্রল—সবই রেডি। কিন্তু ঘুমের ওষুধের ঘোর এখনো কাটছে না টুশকুর। ঘুমন্ত অবস্থায়ও শাস্তি দেয়া যায়। কিন্তু জেগে না উঠলে মজা কোথায়! চিৎকার করে কাঁদবে, ছটফট করবে, কাকুতি মিনতি করবে—তবেই না মজা! তাছাড়া ওকে জানাতে হবে, কেন ও মরছে। যখন জানবে মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে সে, তখন কেমন হবে তার মনের অবস্থা! অস্থির

www.boiRboi.blogspot.com

হয়ে উঠলো জ্যাক। জাগছে না কেন এখনো! ঘড়ির দিকে তাকালো সে। ডায়ানা ওকে নিতে আসবে সকাল সাড়ে সাতটায়। এখনো সোয়া পাঁচ ঘণ্টা সময় রয়েছে হাতে। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকলো জ্যাক।

ভোর সাড়ে তিনটে।

অপেক্ষা করছে ভ্যালেন্টিও। ওর সামনে ডেস্কের ওপর ছ'টা টেলিফোন। প্রতিবার ফোন আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রিসিভারের ওপর। প্রথম তিনটে ফোন ব্যর্থতার সংবাদ বয়ে এনেছে। গ্যাস স্টেশন আর মোটেলে ঢুঁ মেরে ভ্যালেন্টির লোকেরা কোনো সূত্র পায়নি। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ভ্যালেন্টির। ঠিক এ-সময় এলো চতুর্থ ফোনটা।

'শেষ যেবার জ্যাক জেলে ছিলো, ওর সেলমেট ছিলো মিকি নিকোলা। শোনা যায় দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিলো, তাছাড়া জ্যাকের আপন বোন নিকোলার রক্ষিতা।'

'কোথায় পাওয়া যেতে পারে নিকোলাকে?' আশান্বিত হয়ে উঠলো ভ্যালেন্টি।

'পুবে কোথাও সে থাকে। ঠিকানা উদ্ধার করা যায়নি। তবে জ্যাকের বোন যে ক্লাবে নাচে, তার ঠিকানা পাওয়া গেছে। ম্যানেজারকে চেপে ধরলেই গড়গড়িয়ে মাগীটার ঠিকানা দিয়ে দেবে। তারপর নিকোলাকে ধরা কোনো ব্যাপার নয়।'

'তাহলে অপেক্ষা করছো কিসের জন্যে গর্দভ?' ধমকে উঠলো ভ্যালেন্টি। 'এক্ষুনি কাজে লেগে যাও।'

ভোর সাড়ে চারটে।

সাদা রঙ করা বাড়িটার সামনে ছোট্ট একটুকরো ফুলের বাগান। কার্লো আর কোলেল্লা বাগান পেরিয়ে দেয়াল ঘেঁষে পৌছে গেল পেছনের দরজায়। দরজার তালা ভাঙতে পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি লাগলো না। সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠে এলো দু'জন দোতলায়। শোবার ঘর থেকে ভেসে আসছে বিছানার খচমচ আলোড়নের শব্দ আর নারীকণ্ঠের উচ্ছকিত হাসি।

জড়ানো স্বরে মেয়েটা বলে উঠলো, 'ওহ্! মিকি! কি দারুণ পারো তুমি!'

'ভালো লাগছে, সোনা? দাঁড়াও, আরো ভালো লাগবে।' পুরুষ কণ্ঠের অধিকারী হাঁপাচ্ছে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো কার্লো আর কোলেল্লা। চিৎকার করে উঠলো মেয়েটা। ঝট্ করে ঘুরে তাকালো মিকি ওদের দিকে। পিস্তল, ছোরা কিছুই চোখ এড়ালো না। তবু শান্ত থাকার চেষ্টা করলো সে।

'ঠিক আছে, চেয়ারের হাতলে রাখা প্যান্টের পকেটেই ওয়ালেটটা আছে। নিয়ে দয়া করে কেটে পড়ো। দেখছো না, ব্যস্ত আছি!'

'আমরা ওয়ালেটের জন্যে আসিনি, নিকোলা।' বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চোখে চোখে চেয়ে আছে কার্লো।

চেষ্টা করে যে-হাসিটা ফুটিয়ে তুলেছিল নিকোলা, সেটা মুখ থেকে মুছে গেল। চাদরটা তুলে ছুঁড়ে দিলো উলঙ্গ মেয়েটার গায়ে। নিজের লজ্জাস্থান ঢাকলো বালিশ দিয়ে। বিছানার ওপর উঠে বসে সতর্ক চোখে চাইলো বামন আর দৈত্যটার দিকে। 'কি

www.boiRboi.blogspot.com

চাও তোমরা?'

'জ্যাক জ্যাকসনকে চেনো?'

'ভাগ্, শালা এখান থেকে!' রাগে কুঁচকে গেল মিকির মুখের মাংসপেশী।

কিন্তু পাত্তা দিলো না কার্লো। তাকালো কোলেল্লার দিকে। 'ব্যাটার অণ্ডকোষদু'টো উড়িয়ে দাও তো দোস্ত!'

কোলেল্লা পিস্তল তাক করলো।

লাফিয়ে উঠলো মিকি। 'কি করছো তোমরা···পাগল নাকি!' ট্রিগারে চেপে বসা কোলেল্লার আঙুলের ডগা সাদা হয়ে উঠছে দেখে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'চিনি···চিনি জ্যাককে।'

তীক্ষ্ণ স্বরে শাসালো মেয়েটা, 'মিকি!'

কার্লো এবার ঘুরে তাকালো মেয়েটার দিকে। 'তুমিই তো জ্যাকের বোন, তাই না?'

রাগে বেগুনি হয়ে উঠলো মেয়েটা। 'জীবনেও ও-নাম শুনিনি!'

কার্লো ছুরি নাচালো, 'তোমার বুক-দু'টো এক পোঁচে কেটে নিলে কেমন হবে, সুন্দরী?'

আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল মেয়েটার। বলে কি! ছুরিটাকে এগিয়ে আসতে দেখলো ওর বুকের দিকে। কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল মুখ।

'বলছি···প্লিজ, থামো তোমরা। জ্যাক আমার ভাই।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?' ছুরিটা স্পর্শ করলো মেয়েটার পেলব ত্বক।

চিৎকার করে উঠলো সে ভয়ে, 'ডায়ানা। ডায়ানা বলতে

পারবে। আমি কিছু জানি না।'

'ডায়ানা কে?'

'নাইট ক্লাবে নাচে। জ্যাকের বান্ধবী।'

'কোথায় পাবো তাকে?'

একটুও ইতস্তত না করে বলে ফেললো মেয়েটা, 'কিউপিড নামে একটা নাইট ক্লাবে নাচে, এ-টুকুই জানি। বাসার ঠিকানা জানি না।'

ছুরিটা সরিয়ে নিলো কার্লো। নরম গলায় বললো, 'যে-কাজটা শুরু করেছিলে, সেটা শেষ করতে পারো এখন তোমরা।'

ভোর সাড়ে পাঁচটা।

স্যুটকেস গোছাচ্ছে ডায়ানা। গুনগুন করছে আপন মনে। এতদিনে ওর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। নোংরা জীবন থেকে ওকে উদ্ধার করতে এসেছে ওর স্বপ্নের রাজকুমার, ছোঁ মেরে ওকে নিয়ে যাবে স্বপ্নের দেশে। সত্যিকারের ভদ্রলোক জ্যাক। যারা প্রতিদিন ওর শরীরের এখানে-সেখানে হাতাহাতি করে, কথা বলতে বলতে চাপড় মারে পাছায়, মোটেই তাদের মতো নয়। চারদিন দেখা হয়েছে ওদের। এর মধ্যে ওর হাতটা পর্যন্ত ধরতে চায়নি জ্যাক। আচ্ছা, বিছানায় কেমন হবে সে? ভাবতে গিয়ে লজ্জা পেলো ডায়ানা। ঠিক হ্যায়, অসুবিধে নেই। এমন দু'একটা কায়দা শিখিয়ে দেবে ওকে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হবে জ্যাক। ঘড়ির দিকে তাকালো ডায়ানা। সাড়ে পাঁচটা বাজে। সাড়ে সাতটায় মোটেলে জ্যাকের সঙ্গে দেখা করার কথা। তাড়াহুড়ো করে বড়ো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় খুলে ফেললো গা থেকে। চেয়ারের পিঠ থেকে জিন্‌স্‌টা নেবার জন্যে ঝুঁকেছিল দু'সেকেণ্ডের

www.boiRboi.blogspot.com

জন্যে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আয়নায় তাকাতেই আকাশ থেকে পড়লো সে।

সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন ভয়ঙ্কর চেহারার লোক। সবাই জানে, টাকা পয়সা নেই ওর। তাহলে নিশ্চয়ই ধর্ষণ করতে চায় ওকে। বুকের কাছে তুলে ধরলো জিন্‌স্‌টা। 'বদমায়েশি করার ইচ্ছে থাকলে কেটে পড়ো। আমি গনোরিয়ায় ভুগছি। পরে আমাকে দুষতে পারবে না।'

জিভ আর টাকরা দিয়ে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করলো কার্লো, 'তেমন কোনো মতলব আমাদের নেই, খুকী। জ্যাকসন কোথায় আছে, জানতে পেলেই চলে যাবো আমরা।'

'জ্যাকসন! সে আবার কে?' রাজ্যের বিস্ময় ডায়ানার দু'-চোখে।

'এক্ষুনি মনে পড়বে।' পকেট থেকে লম্বা একটা লোহার পাইপ বের করলো কার্লো।

'খবরদার, ভয় দেখিও না!'

পরমুহূর্তে ওর মুখের ওপর প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়লো পাইপটা। মাথায় অন্ধকার দেখলো ও চোখে। দু'চোখ ভরে উঠলো পানিতে। কার্লো পাইপটা আবার তুলতেই ভয়ে সাদা হয়ে গেল ডায়ানা। 'প্লিজ···মেরো না, বলছি···' মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো দাঁতের কুচি মেশানো রক্ত। ফোঁপাচ্ছে ডায়ানা। চোখের সামনে ভেসে উঠলো জ্যাকের শান্ত ভদ্র চেহারা। কতো কষ্টই না দেবে তাকে এই গুণ্ডাদু'টো! কেমন করে সইবে জ্যাক? কঠিন হয়ে উঠলো ডায়ানা। না। কিছুতেই বলবে না।

'দেখুন, অযথাই মারছেন আমাকে। চিনি না আমি লোক-

টাকে।'

মড়াৎ করে ডান পা-টা ভেঙে গেল ডায়ানার। কেমন করে, বুঝতেও পারলো না সে। শুধু এগিয়ে আসতে দেখেছে কার্লোকে। উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে গোঙাতে লাগলো সে, মুখভর্তি রক্ত।

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, জানে মারবো না তোমাকে। শুধু একটার পর একটা হাড় ভেঙে দেবো।' পাইপ হাতে আবার এগোলো কার্লো।

'না, না! বলছি আমি।' বলতে গিয়ে বুক ভেঙে গেল ডায়ানার। 'প্রোস্পেক্ট এভিন্যুর ব্রুকসাইড মোটেলে উঠেছে ও। সে...' আর কিছু বলতে পারলো না, জ্ঞান হারিয়ে গড়িয়ে পড়লো কার্পেটের এক পাশে। দুঃখ হলো কোলেল্লার। বললি তো বললি, এতকিছুর পর! বিছানার ওপর রাখা ফোনটার দিকে এগিয়ে গেল সে। আরাম করে বিছানায় বসলো। তারপর ডায়াল ঘোরালো।

ওদিক থেকে ভ্যালেন্টির গলা ভেসে এলো, 'ইয়েস।'

'প্রোস্পেক্ট এভিন্যুর ব্রুকসাইড মোটেল। আমরা কি যাবো?'

'আমি না পৌঁছুনো পর্যন্ত মোটেলের বাইরে অপেক্ষা করো। ভেতরে ঢুকবে না। লক্ষ্য রাখবে যেন বেরোতে না পারে।'

'ও কোথাও যাবে না বস্।' আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠলো কোলেল্লার গলায়।

সকাল সাড়ে ছ'টা।

নড়াচড়া করতে শুরু করেছে টুশকু। জ্যাকের উদগ্রীব দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে চোখ মেললো সে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো জ্যাকের দিকে। তারপর লক্ষ্য করলো হাত-পা বাঁধা ওর। আস্তে আস্তে মনে পড়ে গেল সব। এ-লোকটা কিডন্যাপ করেছে ওকে। ফিল্মে দেখেছে, শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে উদ্ধার করে। পুলিশ না আসা পর্যন্ত সহ্য করতে হবে সবকিছু। ঠিক করলো, লোকটাকে বুঝতে দেয়া চলবে না যে ভয় পেয়েছে ও। পাঁচ বছরের ছেলে ভয় পেয়েছে শুনলে লোকে যে হাসবে! আম্মু নিশ্চয়ই ওর সাহসের কথা শুনলে গর্ব বোধ করবে!

'আমার আম্মু এক্ষুনি টাকা নিয়ে চলে আসবে। আমাকে ব্যথা দেবেন না তো?'

লম্বা লম্বা পা ফেলে টুশকুর বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো জ্যাক। নিচু হয়ে হাসলো। কি সুন্দর বাচ্চা! ডায়ানার বদলে যদি একে নিয়ে কানাডায় যাওয়া যেতো! কিন্তু না! মায়ের পাপের শাস্তি ভোগ করতেই হবে বাচ্চাটাকে।

'দয়া করে আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দেবেন, মিস্টার? খুব ব্যথা করছে। কথা দিচ্ছি, পালাবার চেষ্টা করবো না।'

ছেলেটির ভদ্রতায় মুগ্ধ হলো জ্যাক। কি চমৎকার আদবকায়দা! মোটেই আজকালকার বিচ্ছু বাচ্চাগুলোর মতো নয়। ঘড়ির দিকে তাকালো জ্যাক। নাহ্! আর দেরি করা চলে না। গজালগুলো আর হাতুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে এগোলো টুশকুর দিকে।

'কি করবেন ওগুলো দিয়ে, মিস্টার?' ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইলো টুশকু ভয়ঙ্কর জিনিসগুলোর দিকে।

'যা করতে যাচ্ছি, দেখে তুমি খুব খুশি হবে। যীশুখ্রীষ্টের কথা শুনেছো?'

মাথা কাত করলো টুশকু।

'বাহ্! মুসলমান বাচ্চা হয়েও তাঁর কথা জানো? তুমি তো খুব

www.boiRboi.blogspot.com

বুদ্ধিমান ছেলে। আচ্ছা, তুমি কি জানো কিভাবে তাঁকে মারা হয়েছিল?'

'জানি। ক্রুশবিদ্ধ করে।'

'এই তো তুমি জানো। আমাদের কাছে তো ক্রুশ নেই, তাই মেঝেতেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।'

আতঙ্কে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো টুশকুর। বুঝতে আর কিছুই বাকি নেই ওর।

'ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, খোকা। যীশুও ভয় পাননি। তুমি কেন ভয় পাবে?'

'আমি যীশু হতে চাই না। আমি আম্মুর কাছে যাবো।' কেঁদে ফেললো টুশকু।

বিরক্ত হলো জ্যাক। পকেট থেকে পরিষ্কার সাদা সিল্কের রুমালটা বের করে দলা পাকিয়ে টুশকুর মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো পুরোটা। তারপর টেপ দিয়ে আটকে দিলো মুখ। কোলে করে শুইয়ে দিলো মেঝেতে। ছটফট করছে টুশকু। গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে রুমাল ভেদ করে। ওর ছোট্ট বুকটা হাঁটু দিয়ে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরলো জ্যাক, যাতে নড়াচড়া না করতে পারে। হাতের বাঁধন খুলে দিলো। জোর করে বাম হাতটা বিছিয়ে ধরলো মেঝের ওপর। বাম হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো চকচকে একটা গজাল। টুশকুর তুলতুলে হাতের তালুতে বসিয়ে ডান হাতে চেপে ধরলো। তারপর বাম হাতে তুলে নিলো হাতুড়িটা। জল গড়াচ্ছে টুশকুর দু'চোখ থেকে। কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীর। সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতুড়িটা নামিয়ে আনলো জ্যাক গজালটার ওপর। টের পেলো, টুশকুর নরম হাতের তালু ভেদ করে ঢুকে গেছে গজালটা মেঝের

www.boiRboi.blogspot.com

ভেতর।

সকাল সাড়ে সাতটা।

ব্রুকসাইড মোটেলের বাইরে গাড়িতে বসে আছে কার্লো আর কোলেল্লা। সাত নম্বর বাংলোর ঠিক সামনে অপেক্ষা করছে তারা। একটু আগেও ভেতরে জ্যাকের গলা শোনা গেছে। তারমানে, এখনো ভেতরেই আছে সে।

সকাল পৌনে আটটা।

হতাশ চোখে টুশকুর দিকে চেয়ে আছে জ্যাক। বিনা নোটিশে জ্ঞান হারিয়েছে ছেলেটা। জ্ঞান না ফিরলে অন্য হাতটা গাঁথবে কেমন করে! কিন্তু আর কতক্ষণই বা অপেক্ষা করা যায়! যে-কোনো মুহূর্তে ডায়ানা চলে আসবে। ক্যানটা খুলে ঘরের চারদিকে পেট্রল ছিটালো জ্যাক। টুশকুর গায়ে ঢেলে দিলো অবশিষ্টটুকু। ছেলেটির সারা গায়ে হাত বোলালো সে। ইস্! কি নরম! রীতিমতো লোভ হচ্ছে। যদি আর একটু সময় পাওয়া যেতো···কিন্তু না। ডায়ানা এসে পড়বে এক্ষুনি। টেবিলের উপর যত্ন করে সাজিয়ে রাখলো অব্যবহৃত গজালগুলো, হাতুড়ি আর খালি ক্যানটা। এলোমেলো কাজ একেবারেই পছন্দ নয় জ্যাকের। সবাই যদি ওর মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দাম দিতো!

সকাল সাতটা পঞ্চাশ মিনিট।

সাত নম্বর বাংলোর সামনে প্রচণ্ড শব্দে স্কিড করে থামলো কালো একটা লিমুজিন। ড্রাইভিং সিটে বসে আছে নিক ভিটো। ডানদিকের দরজা দিয়ে ছিটকে বের হলো ভ্যালেন্টি। তাকে দেখে

সেডান থেকে লাফিয়ে নামলো কার্লো আর কোলেল্লা। কোলেল্লা আঙুল উঁচিয়ে দেখালো বাংলোটা, 'ওখানেই আছে ব্যাটা!'

'বাচ্চাটা কেমন আছে?' উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে ভ্যালেন্টি।

'একবারও দেখিনি বাচ্চাটাকে। জানালায় ভারী পর্দা ফেলা।'

কার্লো এগিয়ে এলো। 'আমরা কি ভেতরে গিয়ে নিয়ে আসবো বাচ্চাটাকে?'

'না। এখানেই থাকো।'

অবাক হয়ে ভ্যালেন্টির দিকে চেয়ে রইলো কার্লো আর কোলেল্লা। এখন ভ্যালেন্টি হলেন 'কাপু-রেজিম'। তাঁর নির্দেশে সব সোলদাতি ঝাঁপিয়ে পড়বে যে-কোনো বিপজ্জনক কাজে। অথচ এ-মুহূর্তে তিনি নিজেই চলেছেন অ্যাকশনে! কিছুতেই তা হতে দেয়া যায় না। কারো দেহে প্রাণ থাকতে ক্ষতি হতে দেয়া চলবে না কাপুরেজিমের।

'বস্, আমি আর কার্লো...' বাধা দেবার চেষ্টা করলো কোলেল্লা। কিন্তু ততক্ষণে দরজার সামনে পৌঁছে গেছে ভ্যালেন্টি। পকেট কেটে পিস্তল বের করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সাইলেন্সার লাগালো। দরজায় কান পেতে কিছু শুনতে চেষ্টা করলো। তারপর পিছিয়ে এলো দু'-পা। প্রচণ্ড লাথি পড়লো কাঠের দরজায়। ভ্যালেন্টির লাথি সহ্য করার মতো শক্ত করে তৈরি হয়নি দরজাটা, হাট হয়ে খুলে গেল। একইসঙ্গে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো ভ্যালেন্টি।

এক সেকেণ্ডে ঘরের সবকিছু দেখে নিলো সে। টুশকু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, রক্তাক্ত একটা হাতের তালুতে গজাল পোঁতা। ওর পাশে বসে বিস্মিত চোখে ভ্যালেন্টির দিকে চেয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

আছে জ্যাক। চারপাশে পেট্রলের গন্ধ।

জীবনের শেষ ক'টা কথা আওড়ালো জ্যাক, 'তুমি তো ডায়ানা নও...' তার দু'চোখের মাঝখানে তৃতীয় একটা চোখের জন্ম দিলো ভ্যালেন্টির পিস্তল। দ্বিতীয় গুলিটা লাগলো কণ্ঠায়। তৃতীয় গুলিটা ফুটো করে দিলো হৃৎপিণ্ড। এতক্ষণে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো লাশটা। যারা গেছে আগেই।

ভ্যালেন্টি বাইরে এসে হাত নেড়ে ডাকলো কার্লো আর কোলেল্লাকে। ওরা এগিয়ে এলে নির্দেশ দিলো, 'ডাক্তার টমসনকে তৈরি থাকতে বলো। একজন রোগী নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি।'

সকাল সাড়ে ন'টা।

ফোন বাজতে না-বাজতে ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিলো তাজিন। 'হ্যালো!'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই টুশকুকে আপনার কাছে নিয়ে আসছি।' আশীর্বাদের মতো ভেসে এলো ভ্যালেন্টির গলা।

তাজিনের কোলের মধ্যে ধীরে ধীরে নড়ে উঠলো টুশকু। জ্ঞান ফিরে আসছে। বাঁ হাতের তালু আর দু'কবজিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ভেজা কাপড়ে মোড়া অজ্ঞান টুশকুকে দেখে পাগলের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাজিন। ডাক্তার সঙ্গেই ছিলেন। আধ ঘন্টা পর তিনি তাকে বোঝাতে পেরেছেন, টুশকুর তেমন কিছু হয়নি। জ্ঞান ফিরে পেলে চিন্তার কিছু নেই।

'হাতের ক্ষতটা সেরে উঠবে। একটা দাগ ছাড়া আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। সৌভাগ্যের কথা, কোনো নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। চিন্তা করবেন না। আগামী দু'হপ্তা ওর ওপর নজর রাখবো আমি।

যদিও তার দরকার নেই জানি।' লম্বা লেকচার ঝাড়লেন ডাক্তার।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো টুশকু। মায়ের দিকে চেয়ে ম্লান হাসলো। 'আমি জানতাম তুমি আসবে। লোকটাকে টাকা দিয়ে দিয়েছো?'

মাথা নাড়লো তাজিন। কেঁদে ফেলার ভয়ে কথা বললো না।

হাসলো টুশকু, 'আমার মনে হয় ঐ টাকা দিয়ে লোকটা এত্তো এত্তো ক্যাণ্ডি আর চকোলেট কিনবে। তারপর হাপুসহুপুস করে খেয়ে পেটে ব্যথা বাধালে আমি খুব খুশি হবো। আমাকে শুধু শুধু ব্যথা দিয়েছে লোকটা,' টুশকু নালিশ জানালো মাকে।

দু'মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়লো সে।

আরো ঘণ্টাখানেক পর টুশকুর শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে লিভিং রুমে এলো তাজিন। আশ্চর্য হয়ে দেখলো, ভ্যালেন্টি তখনো বসে আছে একটা সোফায়। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'মিঃ ভ্যালেন্টি···কি বলে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছি না···' দু'হাতে মুখ ঢাকলো তাজিন। কি-ই বা বলতে পারে সে।

'যদি আমাকে শুধু অ্যান্টোনিও বলে ডাকো, তবে খুব খুশি হবো, তাজিন।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলো তাজিন। অনেকক্ষণ পর হাসলো। 'ঠিক আছে। সে-কথাই রইলো। কিন্তু জ্যাকসন···'

'সে আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করবে না।' আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠলো ভ্যালেন্টির চোখে।

পরদিন সব পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হলো ক্রকসাইড মোটেলের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবরটা। সাত নম্বর বাংলোটা একেবারে পুড়ে গেছে। অপরিচিত এক ব্যক্তির পোড়া লাশ উদ্ধার করা হয়েছে

আগুন নেবাবার পর। এমনভাবে পুড়েছে লাশটা যে চেনার উপায় নেই। সন্দেহ করা হচ্ছে, সিগারেট খেতে গিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে বেচারা।

ষোলো

ভোরে ঘুম ভাঙার পর টুশকু দেখলো, আম্মি ওর নাশতা নিয়ে বসে আছে। উৎসুক চোখ বুলিয়ে নিলো প্লেটে। হট ডগ, পিনাট বাটার স্যাণ্ডউইচ, দু'রকম মিষ্টি, এমনকি কফি পর্যন্ত। যা যা ও ভালোবাসে, সব। চট করে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে প্লেট টেনে নিলো।

'আম্মি, তুমি যদি লোকটাকে দেখতে!' মুখভর্তি খাবার নিয়ে বহুকষ্টে কথা বলছে টুশকু। 'আচ্ছা, ও আমাকে যীশুখ্রীষ্ট ভাবলো কেন?'

শঙ্কার ছায়া নেমে এলো তাজিনের চোখেমুখে, 'লক্ষীসোনা, ওসব কথা আর মনে ক'রো না!'

খাওয়া থামিয়ে হাতের ব্যাণ্ডেজগুলো দেখতে লাগলো টুশকু, 'মানুষ কেন মানুষকে মারতে চায়, আম্মি?'

উত্তর দিতে পারলো না তাজিন। নিজের কথা মনে পড়লো।

www.boiRboi.blogspot.com

টুশকু যদি কোনদিন জানতে পারে, ও-ই জ্যাককে মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছিল! ভ্যালেন্টির কথা মনে হলো। এই লোকটাকে খারাপ বলার কোনো কারণ সত্যিই কি আছে? সারাজীবন চেষ্টা করলেও তার ঋণ শুধতে পারবে না ও।

চমক ভাঙলো টুশকুর প্রশ্নে, 'আম্মি, আজ কি স্কুলে যেতে হবে?'

'না, না, বাবা! গিয়ে কাজ নেই! পুরো হপ্তা আমরা বাড়িতে বসে বসে মজা করবো। আমিও অফিসে যাবো না। আমরা দাবা খেলবো, লুকোচুরি খেলবো…'

টেলিফোন বেজে উঠলো।

ভ্যালেন্টি। 'টুশকু কেমন আছে, তাজিন?'

'ভালো।'

'আর তুমি?'

কতদিন কেউ এমন করে ওর কুশল জানতে চায়নি! ভালো লাগলো তাজিনের। 'আমি…আমি ভালোই আছি।'

হাসলো ভ্যালেন্টি। 'আগামীকাল আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে তুমি। মালবেরী স্ট্রীটের ডোনাটোতে। সাড়ে বারোটায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'ঠিক আছে। আমি যাবো।' আপত্তি করার কথা মনেই এলো না তাজিনের।

ডোনাটোর ম্যানেজার ওদের জন্যে সেরা টেবিলটা রিজার্ভ করে রেখেছিল। আজও অসংখ্য লোক ভ্যালেন্টিকে দেখে এগিয়ে এসে কথা বলে গেল। তাদের আচরণে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার ছাপ

www.boiRboi.blogspot.com

সুস্পষ্ট। কোথায় যেন ভ্যালেন্টির সঙ্গে মিল রয়েছে ফস্টারের! জনপ্রিয়তা, ক্ষমতা আর ব্যক্তিত্বের দিক থেকে দু'জনের তুলনা করা যায়। কিন্তু একজন আইনের লোক, অন্যজন অন্ধকারের। কিন্তু অবাক ব্যাপার, এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করছে ও ভ্যালেন্টির প্রতি। হয়তো ফস্টারের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বলেই।

চমৎকার কথা বলে ভ্যালেন্টি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাজিন শুনলো তাদের পারিবারিক ইতিহাস।

'টাকাই আমার ধ্যানজ্ঞান।' আত্মতৃপ্তি ফুটে উঠলো ভ্যালেন্টির চোখে। 'আমি টাকা ভালোবাসি। ক্ষমতা ভালোবাসি। আমার রাজ্যে আমিই রাজা।'

আহত হলো তাজিন। 'টাকাই কি জীবনের সবকিছু? আমি তা মানি না।'

'তুমি এ-কথা বলতে পারো, তাজিন। জীবনে কখনো কষ্ট করতে হয়নি তোমাকে। কিন্তু আমি জানি দারিদ্র্য কি ভয়াবহ জিনিস! আমি এক মুচির ছেলে। পড়ার খরচ চালাবার জন্যে কি-না করতে হয়েছে আমাকে!' চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো ভ্যালেন্টির। 'বড়-লোকদের ফাইফরমাশ খেটেছি, ড্রাগস্ বিক্রি করেছি, এমনকি বেশ্যার দালালীও করেছি! একদিনের ঘটনা শুনবে? মেক্সিকোয় গিয়েছিলাম ধান্দাবাজিতে। এক মেয়ে পার্টিতে ইনভাইট করলো। বন্ধুর শার্ট ধার করে হাজির হলাম। খাওয়াদাওয়ার পর একটা কেক কাটা হলো। বলা হলো, কেকের ভেতর রয়েছে ছোট্ট একটা মাটির পুতুল। যার ভাগে পুতুলটা পড়বে, তাকে পুরো খাওয়া-দাওয়ার খরচ দিতে হবে—পুরনো মেক্সিকান প্রথা। তাজিন, আমি

পুতুলটা পেয়েছিলাম।' তাজিনের চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো ভ্যালেন্টি। 'পুতুলটা গিলে ফেলেছিলাম আমি।'

আশ্চর্য মায়া অনুভব করলো তাজিন। দু'চোখ ভরে উঠলো জলে। ভ্যালেন্টির একটা হাত ধরলো সে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ওরা। খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে আগেই।

'তাজিন, আমাকে ক্ষমা করো। এসব কথা তোমাকে বলা উচিত হয়নি আমার।'

'না, না, তা কেন? বন্ধু ভেবেই তো বলেছো।'

'শুধুই কি বন্ধুত্ব?' ভ্যালেন্টির গভীর কালো দু'চোখে ফুটে উঠলো আকুতি। 'এর চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না?' তার সুন্দর সুকুমার মুখে রাজ্যের প্রত্যাশা।

কেঁপে উঠলো তাজিন। আবার! না, না, কিছুতেই না। ভ্যালেন্টিকে ইতিমধ্যেই ভালো লাগতে শুরু করেছে ওর। কিন্তু তাই বলে ···না না!

'অ্যান্টোনিও, বুঝতে চেষ্টা করো। আমরা দু'জন শুধু বন্ধুই হতে পারি।' অনেক কষ্ট করে উচ্চারণ করলো তাজিন। 'আমি চাই না এই বন্ধুত্ব নষ্ট হোক। দ্বিতীয়বার একই ভুল করতে চাই না আমি।' মুখ নিচু করে কেঁদে ফেললো তাজিন।

ধীরে ধীরে ওপর-নিচে মাথা নাড়লো ভ্যালেন্টি। চুপ করে রইলো বহুক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে চাইলো। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি? টুশকুর বাবা কে?'

চমকে উঠলো তাজিন। 'নামটা না-ই বা জানলে। ভিয়েতনামে

মারা গেছে সে।' অনেক কষ্টে গলার স্বর স্বাভাবিক রাখলো ও।

'ঠিক আছে। আর কখনো তার কথা জানতে চাইবো না। তবে বলতে দ্বিধা নেই, তাকে আমি হিংসে করি।' বিষণ্ণ হাসলো ভ্যালেন্টি। 'যখন যা চেয়েছি, ছিনিয়ে নিয়েছি আমি। কিন্তু তোমাকে আমি সে-ভাবে চাইবো না। কারণ তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

ওর চোখের দিকে চেয়ে তাজিন বুঝলো, একটুও বাড়িয়ে বলছে না ভ্যালেন্টি।

প্রতি সপ্তাহেই দেখা হতে লাগলো ওদের। তবে সেদিনের পর আর কখনো আগের প্রসঙ্গ টেনে আনেনি ভ্যালেন্টি। সহজ-সরল বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। ভ্যালেন্টির সাহচর্য পছন্দ করে তাজিন। আগের মতো নিজেকে আর নিঃসঙ্গ মনে হয় না। দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল।

সেদিনও ওরা বসে ছিল একটা রেস্তোরাঁয়। লাঞ্চের শেষে কাস্টার্ডটা আয়েস করে খাচ্ছিলো তাজিন।

চামচটা প্লেটে নামিয়ে রেখে ভ্যালেন্টি ওর দিকে চাইলো, 'ওহ্ হো! তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। তোমার জন্য একটা কেস আছে।'

চমকে উঠলো তাজিন। মনে হলো, কেউ চড় মেরেছে ওর গালে। 'কি ধরনের কেস অ্যান্টোনিও?'

'এই আমারই এক লোক। ভাসকো ক্যালেট্টো। এক পুলিশ অফিসারকে গুলি করে মেরে এখন হাজতে আছে। আমি চাই তুমি ওকে ছাড়িয়ে আনো।' চামচ দিয়ে প্লেটের ওপর ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ তুললো সে।

www.boiRboi.blogspot.com

রাগে গা জ্বলে উঠলো তাজিনের। তাহলে এই ব্যাপার। নিজের স্বার্থে ওকে ব্যবহার করতে চায় ভ্যালেন্টি! অথচ বন্ধু হিসেবেই ওকে নিয়েছিল তাজিন।

'আমি দুঃখিত অ্যান্টোনিও। আগেই তোমাকে বলেছি, ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

মৃদু হাসলো ভ্যালেন্টি। 'তুমি আফ্রিকার জঙ্গলের সেই সিংহের বাচ্চার গল্পটা শোননি? প্রথমবারের মতো মা-কে ছাড়া নদীতে পানি খেতে গিয়ে বাচ্চাটা বিপদে পড়ে গেল। প্রথমে এক গরিলার থাবড়া খেলো, সামলে নিতে না নিতে একটা চিতাবাঘ তাকে তাড়া করলো। দৌড়ে পালাতে গিয়ে পড়লো হাতির পালের মধ্যে। অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় ফিরলো। মায়ের কোলে লুকিয়ে পড়ে বললো, "মা, তুমি কি জানো, বাইরে বিরাট এক জঙ্গল!"'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো দু'জনেই। বাইরের জঙ্গলের কথা ভাবছে তাজিন। চেষ্টা করলেও কি ও পারবে জঙ্গলের বাইরে থাকতে?

'ঠিক আছে, অ্যান্টোনিও। কাজটা আমি করবো।'

টুশকুর চেহারাটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

পরদিন অফিসে এসে বিল হ্যারিসকে ডেকে পাঠালো তাজিন।

'আমরা ভাসকো ফ্যালেট্টোর কেসটা নিচ্ছি।'

'বলেন কি? সে তো মাফিয়ার লোক!' নগ্ন বিস্ময় হ্যারিসের দু'চোখে।

'যা-ই হোক, এখন আমাদের মক্কেল সে,' কঠিন গলায় তাজিন থামিয়ে দিলো ওকে।

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু...'

'কোনো কিন্তু নয়। সুবিচার পাবার অধিকার সব মানুষেরই রয়েছে।'

'আমাদের ফার্মের গুডউইল...'

'হ্যারিস, তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছো যে ফার্মটা আমার।'

আহত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো হ্যারিস।

কষ্ট হলো তাজিনের। এতটা রূঢ় না হলেও পারতো সে।

দশদিন ধরে শুনানী চললো। ইতিমধ্যে সমস্ত দ্বিধা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে তাজিন। বিশেষ করে যখন জানলো অ্যাডাম হারপারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে ওকে, মনপ্রাণ ঢেলে কাজে লেগে পড়লো সে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটাকে কাভার করার জন্যে হামলে পড়েছে টিভি আর পত্রিকার লোকজন।

শেষদিন হাতের টেক্কা দেখালো তাজিন। আশ্চর্য কৌশলে ও প্রমাণ করে দিলো, নিহত পুলিশ অফিসার শেরম্যানের মতো বাজে একজন লোক পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ায় দুঃখ করার কিছু নেই। দু'হপ্তা খেটে হ্যারিস সমস্ত তথ্য জোগাড় করেছে। বিশ বছরের চাকুরিজীবনে শেরম্যান তিনবার সাসপেণ্ডেড হয়েছিল অকারণ ভায়োলেন্সের কারণে। জেরা করতে গিয়ে সে একবার এক লোককে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। মাতাল এক লোক তার প্রচণ্ড মার খেয়ে একমাস হাসপাতালে ছিলো। আর একবার এক লোকের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছিল তাকে।

এগুলো গত বিশ বছরের ইতিহাস। কিন্তু তাজিন যখন আবেগময় গলায় পর পর ঘটনাগুলো উল্লেখ করলো, মনে হলো যেন

প্রতিদিনই এসব কাজ করে বেড়াতো পুলিশ অফিসার শেরম্যান। উপস্থিত সবার চোখে ফ্যালেট্রো আর শেরম্যানের মধ্যে কোনো তফাৎ রইলো না।

ইলেকট্রিক চেয়ার থেকে বেঁচে গেল ফ্যালেট্রো।

সতেরো

মাস দু'য়েক পর ভ্যালেন্টি তাজিনকে নিমন্ত্রণ করলো নিউ জার্সির খামারবাড়িতে। তাজিনের মনে হলো, এখানে আসার আগে পর্যন্ত এদের বৈভব আর ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ওর ছিলো না।

স্পিনোযার সঙ্গে সেদিনই প্রথম পরিচয় হলো। তাঁকে দেখে দুঃখই হলো তাজিনের। কঙ্কালসার শীর্ণ শরীরে কোনমতে বসে আছেন হুইল চেয়ারে। কে বলবে মাত্র কিছুদিন আগেও সিংহের মতো তেজী ছিলেন তিনি।

ইটালিয়ান পোশাক পরা কালো চুলের সুন্দরী একটা মেয়ে ঘরে ঢুকলো। ভ্যালেন্টি পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এ হলো রোজমেরী। আমার স্ত্রী।'

চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, মেয়েটি বুদ্ধিমতী। পাকা টসটসে আপেলের মতো গালে টোল ফেলে সে বললো, 'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে সত্যিই খুশি হলাম। অ্যান্টোনিও সবসময় আপনার প্রশংসা করে। আপনি নাকি সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী।'

পাশ থেকে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন স্পিনোযা, 'আমরা ইটালিয়ানরা মনে করি, মেয়েদের এতো বুদ্ধি থাকা ভালো নয়। বুদ্ধির কাজ করবে ছেলেরা।'

রোজমেরী অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। কিন্তু ভ্যালেন্টি একটুও দেরি না করে উত্তর দিলো, 'মিস তাজিন রহমান একজন পুরুষের চেয়ে কোনো অংশেই কম নন!'

আদ্যিকালের বিরাট এক কারুকার্য খচিত ডাইনিং টেবিলে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

'তুমি আমার পাশে বসো।' স্পিনোযা তাজিনকে আদেশ করলেন।

ভ্যালেন্টি বসলো রোজমেরীর পাশে। কনসিলিয়ারি বুশম্যান তেতো অষুধ খাওয়া চেহারা বানিয়ে বসলেন তাজিনের উল্টোদিকে।

অপূর্ব ডিনার প্রথমে সার্ভ করা হলো 'অ্যান্টিপাস্তো', চমৎকার ভাবে রান্না করা। এরপর এলো 'পাস্তা ফাজিওলি'। যে-স্যালাডটা পরিবেশন করা হলো, তাতে আছে সিমের বিচি, সেদ্ধ ব্যাঙের ছাতা, সেদ্ধ মুরগির মাংস। এছাড়াও ছিল কাটলেট আর 'পিৎসা' এলো উপরি পাওনার মতো। হাঁপিয়ে উঠলো তাজিন, মানুষ এতো খেতে পারে!

তবে অবাক ব্যাপার, বাড়িভর্তি অনেক কাজের লোক, কিন্তু কেউ একটা কাজও করছে না। রোজমেরী একাই বারবার উঠে

www.boiRboi.blogspot.com

গিয়ে খাবার নিয়ে আসছে, তুলে নিয়ে যাচ্ছে নোংরা থালাবাসন। নিশ্চয়ই এটাও ইটালিয়ান প্রথা।

'আমার রোজমেরী চমৎকার রাঁধে,' তাজিনের দিকে চেয়ে মেয়ের প্রশংসা করলেন স্পিনোযা। 'প্রায় ওর মা-র মতই হয় ওর রান্নাটা, তাই না অ্যান্টোনিও?'

'হুঁ!' খাওয়ায় ব্যস্ত ভ্যালেন্টি।

'স্ত্রী হিসেবেও রোজমেরী চমৎকার।' তাজিন ঠিক বুঝতে পারলো না, বুড়ো ওকে সাবধান করার চেষ্টা করছে কিনা।

'একি মিস রহমান, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না!' প্রসঙ্গ পাল্টাতে চেষ্টা করলো ভ্যালেন্টি। তাজিন লক্ষ্য করলো, ভ্যালেন্টি ওকে 'মিস রহমান' বলে সম্বোধন করছে।

'সারাজীবনেও একসাথে এতো খাবার আমি খাইনি!' আপত্তি জানালো তাজিন।

কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলো, এখানেই শেষ নয়। রান্নাঘর থেকে একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসছে রোজমেরী। ওপরে সাজানো আছে বিরাট এক বাটিভর্তি তাজা ফলের টুকরো, সাথে পনিরের কুচি। অন্য একটা প্লেটে আইসক্রিম, ফাজ সস্ ছড়ানো তার ওপর। একটা কাঠের বাটিতে প্রচুর চকোলেট ক্যাণ্ডি।

অবাক হলো তাজিন। এতো খেয়েও ভ্যালেন্টি কিভাবে নিজের শরীর ঠিক রেখেছে! রোজমেরী অবশ্য একটু মোটা, কিন্তু ইটালিয়ান মেয়েরা বিয়ের পর পর এর দ্বিগুণ মোটা হয়ে যায়।

খুক্‌খুক্ করে কাশলেন স্পিনোযা। 'আচ্ছা, তুমি কি "ইউনিয়ন সিসিলিয়ানা" সম্বন্ধে কিছু জানো?'

www.boiRboi.blogspot.com

'না তো!' ঘাড় নাড়লো তাজিন।

'তাহলে বলি শোনো। সিসিলিতে এই সংগঠনটা তৈরি করা হয় গরীব লোকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। আইনের পথে যেসব গরীব লোক সুবিচার পেতো না, এই সংগঠন তার বিচারের ভার নিতো। বিপদে পড়লে সবাই ছুটে আসতো সংগঠনের কাছে সুবিচারের আশায়। ধীরে ধীরে এই সংগঠন কোর্টের চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। আমরা বাইবেলের সেই কথাটা বিশ্বাস করি—"বিশ্বাসঘাতককে ছেড়ে দিতে নেই"।'

বুড়ো এবার যে-ইঙ্গিতটা দিলো, তা বুঝতে কষ্ট হলো না তাজিনের।

একের পর এক ভ্যালেন্টির-অনুরোধ রক্ষা করতে লাগলো তাজিন। এছাড়া অন্য কিছু করার ছিলো না ওর। নিজেকে বোঝালো, মাফিয়াদেরও সুবিচার পাবার, আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা এলো অন্যদিক থেকে।

আইনজীবীরা এড়িয়ে চলতে শুরু করলো ওকে। প্রায় এক-ঘরে হবার মতো অবস্থা। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে আগের মতো ওকে আর ডাকা হয় না। পরামর্শ চাইতে আসে না অন্য ল'ইয়াররা।

তবে ব্যবসার কোনো ক্ষতি হলো না ওর। দশটা কেসে ও যা আয় করে, মাফিয়ার একটা কেসে ঐ একই পয়সা পায় সে। বরং আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেল ওর উপার্জন।

ভ্যালেন্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর তাজিন বুঝলো, সবার জীবনেই একজন বন্ধুর প্রয়োজন রয়েছে। চমৎকার সমঝোতা হয়েছে দু'জনের মাঝে। অদ্ভুত মানুষ ভ্যালেন্টি। তাজিন এখন

বুঝতে পারে, ওর প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। কেউ ভ্যালেন্টির সাহায্য চেয়ে পায়নি এমন উদাহরণ খুব কমই আছে। এই নিউ ইয়র্ক সিটির হাজার হাজার মানুষ ওর এক কথায় প্রাণ দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

তাই বলে ভালো মানুষ নয় ভ্যালেন্টি। হেন দুষ্কর্ম নেই যা ও করেনি। রোজমেরীকে বিয়ে করেছিল ক্ষমতার লোভেই। কখনো ভালোবাসেনি তাকে। রোজমেরী তার স্বামীকে মনে করে দেবতা। সেবাদাসীর মতো সারাক্ষণ তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে সে। ফলে কখনো স্ত্রীকে সহধর্মিনী বলে মনে করতে পারেনি ভ্যালেন্টি।

তাজিনের ব্যক্তিত্ব ওকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করলো। আচরণে, বুদ্ধিতে, দৃঢ়তায় তাজিনকে মনে হলো অতুলনীয়। এই প্রথম এক-জন নারীর দেখা পেয়েছে, যাকে নিজের সঙ্গে তুলনা করতে পারে সে। যে কোনো সমস্যা নিয়ে বন্ধুর মতই তার সঙ্গে আলোচনা করা যায়, পরামর্শ চাওয়া যায়।

তাজিনের সঙ্গে পরিচয় হবার পর শহরের অ্যাপার্টমেন্টে রাখা মেয়েটির কাছে আর কখনো যায়নি ভ্যালেন্টি।

www.boiRboi.blogspot.com

আঠারো

টুশকু এ-বছর ছ'য়ে পা দিলো। কাছেই এক প্রাইভেট স্কুলে ওকে ট্রান্সফার করে নিয়ে এলো তাজিন, যাতে নিজে নিজেই যাওয়া-আসা করতে পারে। পড়াশোনায় বেশ ভালো টুশকু। প্রথম দু'-তিনজনের মধ্যেই থাকে সবসময়।

দেশ থেকে ছোটদের জন্যে লেখা প্রচুর বাংলা বই আর গানের ক্যাসেট আনিয়ে নিয়েছে তাজিন। সারাদিন ওগুলো নিয়েই মেতে থাকে টুশকু। ওর শোবার ঘরের দেয়াল জুড়ে বাংলাদেশের গ্রামের দৃশ্যওয়ালা পোস্টার।

নিজেকে সবার কাছে বাঙালী বলে পরিচয় দেয় টুশকু। গর্বে বুকটা ভরে ওঠে তাজিনের।

সেদিন একটু দেরি করে বাড়ি ফিরলো তাজিন। মিসেস মার্টিন দু'দিনের ছুটি নিয়ে বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। সদর দরজা লক করা দেখে একটু চিন্তিত হলো তাজিন। ব্যাপার কি। টুশকু এখনো বাড়ি ফেরেনি! স্কুল ছুটি হয়ে গেছে তিন ঘন্টা আগে। না বলে কোথাও তো যায় না ও

আশেপাশেই কোথাও আছে, নিজেকে বোঝালো তাজিন। ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে নিলো। তারপর এলো রান্নাঘরে। রাতের খাবার তৈরি করতে হবে।

ফ্রিজ খুলে দুধের বোতল নিতে যেতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো তাজিনের। দু'টো বোতলের মাঝখানে দু'ভাঁজ করা একটা স্লিপ আটকে আছে। কাঁপা হাতে ভাঁজ খুলে পড়লো তাজিন। টুশকুর লেখা, "কেমন অবাক করে দিলাম! আমি টেডির বাসায় যাচ্ছি, ফিরতে সন্ধ্যা হবে।"

তাজিন বাসায় না থাকলে ফস্টার ঠিক এ-ভাবেই ফ্রিজে দুধের বোতলের মাঝখানে মেসেজ রেখে যেতো।

রান্না করার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেললো তাজিন। টলতে টলতে লিভিং রুমে এসে সোফায় বসে পড়লো। টুশকুকে যতই নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চাচ্ছে ও, ততই যেন ফস্টারের সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে ওর মধ্যে। কিন্তু তাই বলে এমন আশ্চর্য মিল!

স্থির হতে চেষ্টা করলো তাজিন। ম্যাগাজিন র‍্যাকে রাখা টাইম্‌স্‌টা তুলে নিলো, সময়ের অভাবে দেখা হয়ে ওঠেনি। সাথে সাথে আবার চমকে উঠলো। প্রথমপৃষ্ঠাতেই তিন কলাম জুড়ে হাসছে জিম ফস্টার! প্রায়ই ওর ছবি ছাপা হয়, এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়।

মনটা শান্ত করার জন্যে পড়তে চেষ্টা করলো ছবির নিচের খবরের হেডিংটা।

'এতদিন পরে সিনেট যোগ্য একজন অভিভাবক পেয়েছে!'

আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের নতুন উদ্ভাবিত এক্স কে-১ বোমারু বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যে তৈরি করা হবে কিনা, এ নিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

বেশ ক'দিন ধরেই সিনেটে বিতর্ক চলছিল। কারণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই প্রজেক্ট ডিফেন্স বাজেটের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

এনকোয়্যারি কমিটির হেড জিম ফস্টার এক রবিবার সকালে সরেজমিনে তদন্ত করলেন। প্রোটোটাইপের একটা টেস্ট-ফ্লাইটে অংশগ্রহণ করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে রায় দিলেন, এ ধরনের বম্বার থাকলে আমেরিকার ডিফেন্স বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

লবিইস্টদের কথা কানে না তুলে কোনো সিনেটর যে এভাবে সরেজমিনে তদন্ত করেন, এ অভিজ্ঞতা দেশবাসীর নতুন। পত্র-পত্রিকাগুলো ফস্টারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। কোনো কোনো পত্রিকায় লেখা হলো : দেশের আগামী প্রেসিডেন্ট হবে জিম ফস্টার।

ইদানিং মেক্সিকো সীমান্তে মাদকদ্রব্যের চোরাচালান অসম্ভব বেড়ে গেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিলো, প্রচণ্ড শক্তিশালী কোনো চক্র রয়েছে এর পেছনে। উঠেপড়ে লাগলো ফস্টার। মেক্সিকো সরকারের সাহায্য নিয়ে তিন মাসের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করে দিলো এই অপরাধ-চক্র।

নিউ জার্সির খামারবাড়ির স্টাডিরুমে মিটিং বসেছে। তাজিন আর ভ্যালেন্টি ছাড়াও রয়েছে স্পিনোযা আর বুশম্যান। ক'দিন আগেই একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে স্পিনোযার। বাঁ দিক অবশ হয়ে গেছে প্রায়। কথা বললে বোঝা যায় না। অনমনীয় মনোবল বুড়োর। এখনো হুইল চেয়ারে বসে ঘুরে বেড়ান। তবে ভ্যালেন্টির ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, আজকাল আর ব্যবসার কিছুই দেখেন না তিনি।

বুশম্যানের সঙ্গে ভ্যালেন্টির সম্পর্ক আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।

এই ঠাণ্ডা যুদ্ধের কথা জানতে বাকি নেই কারো। বুশম্যান জানে, ভ্যালেন্টি তার জায়গায় বসাতে চায় তাজিনকে। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, তাজিন অসাধারণ ল'ইয়ার। কিন্তু কিভাবে ভ্যালেন্টি একটা মেয়েকে এ দায়িত্ব দিতে চায়! মেয়েটা তিরিশ বছর পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। তার ওপর ভিনদেশী! হোক না তার জন্ম এখানে! কতটুকু জানে সে ইটালিয়ানদের ঐতিহ্যবাহী 'বোরগাটা' প্রথা সম্বন্ধে? কিংবা মাফিয়া পরিবার সম্পর্কেই বা কি জানে ঐ পুঁচকে মেয়েটা? বুশম্যান কাপেরোজিমি আর সোলদাতিদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছে, কেউ তাজিনকে পছন্দ করে না। কিন্তু ভ্যালেন্টির বিরুদ্ধে যাবার মতো বুকের পাটা কারো নেই। যতক্ষণ ভ্যালেন্টি এই মেয়েটাকে বিশ্বাস করছে, ওদেরকেও তা-ই করতে হবে।

চিন্তিত মুখে ভ্যালেন্টি বললো, 'আমরা বড়ো ধরনের একটা সমস্যায় পড়েছি।' তাজিনের দিকে ফিরলো সে। 'তুমি কি সিনেটর জিম ফস্টার সম্পর্কে কিছু জানো?'

একটা হার্টবিট মিস্ করলো তাজিন। হঠাৎ···কি মনে করে ভ্যালেন্টি ওকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো! দিশেহারা হয়ে গেল তাজিন। ভ্যালেন্টি কি কিছু শুনেছে! হঠাৎ লক্ষ্য করলো সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে আছে ভ্যালেন্টি উত্তরের আশায়, স্বাভাবিক দৃষ্টি।

'মানে···ঐ সিনেটর?'

'ঐ নামে তো একজন সিনেটরই আছে বলে জানি।' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো ভ্যালেন্টি। 'শুয়োরের বাচ্চাটাকে এবার একটু টাইট দিতে হবে।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তাজিনের। 'কেন?'

www.boiRboi.blogspot.com

'বজ্জাতটা আমাদের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ওর চাপেই মেক্সিকান সরকার আমাদের কারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। সময় থাকতেই না সরিয়ে দিলে ব্যাটা আরো ঘোলাটে করে তুলবে পরিস্থিতি।'

শান্ত হবার চেষ্টা করলো তাজিন। 'তুমি যদি সিনেটর ফস্টারের গায়ে হাত দাও,' সতর্কভাবে শব্দ নির্বাচন করে বললো তাজিন, 'নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে।'

'কিন্তু···'

'শোনো, অ্যান্টোনিও, এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ো না। আজ ফস্টারকে সরিয়ে দিলে কালই পুরো প্রশাসন তোমার পেছনে লেগে যাবে। এখন একটা ব্যবসা বন্ধ হয়েছে, তখন সবই গুটিয়ে নিতে হবে।' কথা বলতে বলতে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো তাজিন।

'কিন্তু ব্যাটা আমাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে!' রেগে গেছে ভ্যালেন্টি।

সুর পাল্টালো তাজিন। 'অ্যান্টোনিও, মাথা খাটাও। বুঝতে চেষ্টা করো। তুমি তো জানো, এ তদন্তগুলোর শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি হয়। ক'দিন পরেই সিনেটর অন্য কিছু নিয়ে মেতে উঠবে। তখন আবার বন্ধ কারখানাগুলো চালু হবে। শুধু শুধু ওকে মেরে ফেলে সারাদেশের লোকের শত্রু হতে যেয়ো না। ক'দিন না হয় ধৈর্য্যই ধরলে!'

'আমি এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারছি না!' খুকখুক করে কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন বৃদ্ধ বুশম্যান। 'আমার মতে···'

কেউ আপনার মত জানতে চায়নি।' রূঢ় স্বরে ধমকে উঠলো ভ্যালেন্টি।

লজ্জায় অপমানে থমকে গেলেন বুশম্যান। থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো তাঁর গালের মাংসপেশী। কিন্তু ভ্যালেন্টি একবারও তাঁর দিকে তাকালো না। বুশম্যান সমর্থনের আশায় স্পিনোযার দিকে তাকালেন। কিন্তু ততক্ষণে স্পিনোযা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আধ-খোলা মুখের কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে।

ভ্যালেন্টি তাজিনের দিকে তাকালো। 'ঠিক আছে। তোমার কথাই থাকলো। সিনেটরকে এবারের মতো মাফ করে দেয়া হলো।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো তাজিন।

'ওহ্হো! আর একটা ব্যাপার।'

চমকে উঠলো তাজিন। আবার কি! কিন্তু ভ্যালেন্টি কথা বলতে শুরু করায় নিশ্চিন্ত হলো সে। ফস্টারের ব্যাপার নয়।

'আমাদেরই এক কর্মচারী বাতিস্তা ব্ল্যাকমেইলিংয়ের দায়ে গ্রেফতার হয়েছে।' জাগ থেকে কফি ঢেলে কাপে চুমুক দিলো ভ্যালেন্টি।

'তুমি কি চাও তাকে আমি ছাড়িয়ে আনি?' ওকে কিছু না বলতে দেখে প্রশ্ন করলো তাজিন।

'উঁহু'। আমি চাই তুমি ওকে জেলে ঢোকাও।'

'মানে?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল তাজিন।

কিন্তু ভ্যালেন্টির কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। 'অবাক হবার কিছু নেই। আমার কানে এসেছে অ্যাটর্নি অ্যাডাম হারপার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন এই ছুতোয় ওকে সিসিলিতে পাঠিয়ে দেবার। যদি সত্যি তাকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়, তবে চব্বিশ ঘন্টার বেশি সে বেঁচে থাকতে পারবে না। দশ বারোজন লোক সেখানে ওর অপেক্ষায় ছুরি শানাচ্ছে। এ মুহূর্তে দেশে ফেরত যাওয়া মানে মৃত্যু। সিংসিং

www.boiRboi.blogspot.com

কারাগারই ওর জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। মেয়াদ শেষ না হতেই ওকে বের করে নিয়ে আসতে পারবো আমরা।'

পরদিন সকাল দশটায় হারপারের অফিসে দেখা করলো তাজিন। বুড়োর রাগ পড়েনি এখনো, চোখের বিদ্বেষপূর্ণ চাহনি দেখলেই বোঝা যায়। লক্ষণ ভালো, খুশি হলো তাজিন।

গোবেচারার মতো বলতে শুরু করলো, 'আপনি তো ক'দিন পরেই আদালতে বাতিস্তার বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছেন। আমি আপনার জন্যে একটা প্রস্তাব এনেছি।'

'তুমি আনলে, আর আমি শুনলাম, তাই না? কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো।' রাগে লাল হয়ে গেছেন হারপার।

আরো খুশি হয়ে উঠলো তাজিন মনে মনে। কিন্তু মুখে রাজ্যের দুঃখ ফুটিয়ে তুলে বললো, 'দেখুন, মিঃ হারপার, আমার মক্কেল বাতিস্তা এদেশের নাগরিক নয়। বেআইনীভাবে এদেশে বাস করছে। এ-মুহূর্তে যদি ওকে বহিষ্কার করে সিসিলিতে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা নেয়া যেতো, তবে ভালো হতো। শেষ জীবনটা বেচারা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়ে মুক্ত সূর্যের আলোয় কাটাতে পারতো।'

রাগে দিশেহারা হয়ে গেলেন হারপার, 'তুমি বোধহয় ভুলে গেছো, মেয়ে, আমরা একটা গুণ্ডার কথা আলোচনা করছি যার জীবন কেটেছে খুন-জখম, ধর্ষণ আর ব্ল্যাকমেইল করে। আর তুমি তাকে মুক্ত জলহাওয়া খাওয়াতে চাইছো!'

কাঁদো কাঁদো হয়ে তাজিন আবেদন জানালো, 'কিন্তু, মিঃ হারপার, মানবতার খাতিরে...'

'তোমার আর কিছু বলার আছে?' পৈশাচিক হাসি হারপারের ঠোঁটের কোণে।

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলো তাজিন। খুশিতে উদ্বেল। পাঁচ মিনিট পর একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে পড়লো। ওদিক থেকে ভ্যালেন্টির গলা ভেসে এলে হৃষ্টচিত্তে ওকে জানালো, 'কোনো চিন্তা করো না অ্যান্টোনিও। হারপার যে করেই হোক বাতিস্তাকে সিংসিং-এ পাঠাবে।'

উনিশ

নিউ ইয়র্কের পথে প্লেনে বসে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন সিনেটর ফস্টার। গতকালই প্রেসিডেন্সিয়াল নমিনেশন পেয়েছেন তিনি, কিন্তু তারপরেও কেন যেন খুশি হতে পারছেন না। আসলে সবকিছু পাবার পরেও শুধু একটি ব্যর্থতার জন্যে আজ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে পারেননি তিনি। ভালো করেই জানেন, সব পাওয়ার সুখ তাঁর ভাগ্যে নেই।

এয়ারপোর্ট থেকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হলো হোটেলে। নিউ ইয়র্কে এলে কখনোই নিজের বাড়িতে ওঠেন

www.boiRboi.blogspot.com

না ফস্টার।

হাত মুখ ধুয়ে রওনা হলেন রিজেন্সি হোটেলের দিকে। একটা জরুরী পার্টি—মিটিং রয়েছে সেখানে। চাচাশ্বশুর ওয়াল্ডম্যানও থাকবেন।

পৌঁছে দেখলেন, বুরুশের মতো খোঁচা-খোঁচা চুলের গাট্টা-গোট্টা এক লোককে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করছেন ওয়াল্ডম্যান।

'এই যে, জিম। টনি হুপার তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। তোমার পাবলিসিটির দিকটা ও ই দেখাশোনা করবে। দারুণ চালু লোক।'

ফস্টার শুনেছে ওর কথা। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম অ্যাডভাটাই-জিং কোম্পানির মালিক তিনি, চালু হতেই হবে।

দুলতে দুলতে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। 'আপনার সেবা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনি হবেন আমার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট।'

'সত্যিই তাই?' লোকটাকে বেশি পছন্দ হলো না ফস্টারের। কেমন গায়ে পড়া ভাব!

'তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে ক্যাম্পে-ইন শুরু করবো আমরা। কি বলেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট?' গা ঘিনঘিন করা একটা হাসি উপহার দিলেন লোকটা।

প্রচণ্ড বিরক্ত হলো ফস্টার। 'দেখুন, এধরনের সম্বোধন ইলেক-শনের আগে আর কখনো করবেন না, বুঝলেন?'

চুপসে গেলেন মিঃ হুপার।

কিন্তু তাই বলে উৎসাহ হারালেন না। কাজ জানেন তিনি। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন ভদ্রলোক। টিভির জন্যে ফস্টারের

ছোট ছোট কয়েকটা বক্তৃতা রেকর্ড করিয়ে নিলেন। ঘন ঘন প্রচারিত হতে লাগলো সেগুলো।

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার প্রচারিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলো বেকার সমস্যা এবং খনি এলাকায় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার ওপর। ডেট্রয়েটে সিনেটর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন নগরায়নে ভয়াবহ দিকগুলো উল্লেখ করে। নিউ ইয়র্ক সিটির জন্যে তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিলো ক্রমবর্ধমান অপরাধের হার।

দেশের আনাচে কানাচে চরকির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সিনেটর ফস্টার।

আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে সাথিক কনভেনশনের আমন্ত্রণপত্র পেলো তাজিন। মেক্সিকোর আকাপুলকোতে এক হপ্তার প্রোগ্রাম। একবার ভাবলো, যাবে না। ছ'সাতটা মামলা রয়েছে হাতে। হঠাৎ মনে পড়লো টুশকুর বাৎসরিক ছুটি শুরু হয়ে যাবে আগামী হপ্তায়। ওকে নিয়ে মেক্সিকো ঘুরে আসার দারুণ একটা সুযোগ এটা। দেশের বাইরে যেতে সাংঘাতিক ভালোবাসে টুশকু। অবশ্য সেটা খুব বেশি হয়ে ওঠে না তাজিনের ব্যস্ততা আর টুশকুর পড়াশোনার চাপে।

লিলিয়ানাকে বললো ওদের চিঠি লিখে জানাতে, তাজিন যাবে।

সোমবারে কনভেনশন শুরু হবে। টুশকু আর মিসেস মার্টিনকে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার সকালেই একটা ব্রানিফ জেটে চড়ে বসলো তাজিন, ঘুরে বেড়াবার জন্যে ছ'টো দিন হাতে পাওয়া যাবে।

আগে বেশ কয়েকবার জেটে চড়েছে টুশকু, কিন্তু তাই বলে আজও কম উত্তেজিত নয় সে। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে।

ভয়ে চুপসে গেছেন মিসেস মার্টিন। দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছেন শক্ত হয়ে।

টুশকু তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, 'আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। প্লেনটা যদি ক্র্যাশ করেও, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন আপনি।'

মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেল মিসেস মার্টিনের।

দুপুর চারটেয় বেনিটো জুয়ারেস এয়ারপোর্টে প্লেনটা নিরাপদেই ল্যাণ্ড করলো। একঘন্টা পর ওরা পৌঁছে গেল লাস বিসাস হোটেলে। আকাপুলকো থেকে পাঁচ মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর অনেকগুলো গোলাপী রঙের ছবির মতো সুন্দর বাঙলো নিয়ে তৈরি করা হয়েছে হোটেলটা। অপূর্ব দৃশ্য! প্রতিটি বাঙলোর সঙ্গে রয়েছে বড়ো বড়ো গাছ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট বাগান। এছাড়াও তাজিনদের বাঙলোর সঙ্গে আছে গরম পানির সুইমিংপুল—টুশকু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

হাতমুখ ধুতে ধুতে টুশকু প্রস্তাব করলো, 'আম্মি, চলো না এক্ষুনি শহরে ঘুরতে যাই। ওদের কথাবার্তা শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। আমি আগে কখনো এমন শহরে যাইনি যেখানে কেউ ইংরেজি বলে না।'

হাসলো তাজিন, 'ঠিক আছে, বাবা, যাবো।'

খাওয়াদাওয়ার পর মা-ছেলে ঘুরতে বের হলো। টেক-অ্যাওয়ে রেস্তোরাঁ থেকে আইসক্রিম কিনলো টুশকু। থাকোলকার তীরে হাঁটলো, ফুটপাতের বাজারগুলোতে ঢুঁ মারলো। ঘোড়ায় টানা

www.boiRboi.blogspot.com

গাড়ি "ক্যালেনড্রিয়া"র চড়ে সাগরতীরে বেড়িয়ে এলো। কিন্তু টুশকুর আশা পূরণ হলো না। প্রায় সবাই ইংরেজিতে কথাবার্তা বলছে। বছরের এ সময়টায় আকাপুলকোতে আমেরিকান ট্যুরিস্ট উপচে পড়ে। ফলে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শোনাই যাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে টুশকুর মজা কম হলো না।

ওরা রাতের খাবার খেলো আর্মান্ডো'স লা ক্লাবে। চমৎকার ছিলো খাবারটা।

'আম্মি, মেক্সিকান খাবার আমার খুব ভালো লেগেছে।' গম্ভীর স্বরে নিজের মতামত জানিয়ে দিলো টুশকু।

মুচকি হাসলো তাজিন। 'কিন্তু খুব দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাতে হচ্ছে, এটা মেক্সিকান খাবার নয়। এখানকার বিখ্যাত ফরাসী ডিশ।'

তবু দমলো না টুশকু। 'তাতে কি! মেক্সিকান গন্ধ তো রয়েছে!'

শনিবার সারাটা দিন রঙবেরঙের দোকানগুলো ঘুরে আর রক্ত-হিম করা একটা সার্কাস-শো দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়লো ওরা। রাতের খাবারটা সেরে নেবার জন্যে ছোট অথচ ছিমছাম একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলো। পেছনের সবুজ বাগানে পেতে দেয়া হয়েছে কয়েকটা টেবিল। ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকোনো শেড থেকে বেরিয়ে আসছে হালকা ম্লান আলো।

খাওয়া শেষে পরিতৃপ্ত টুশকু ঢেকুর তুললো।

'আম্মি, এটাও ফ্রেঞ্চ খাবার নয় তো!'

'না, সোনা। এটা হলো সত্যিকারের "গ্রিংগো"।'

'গ্রিংগো! সে আবার কি?'

'তুমি যেমন "অ্যামিগো", খাওয়াটা হলো "গ্রিংগো"।'

মেক্সিকান শব্দ দু'টো মনে মনে আউড়ে নিলো টুশকু। জীবনেও আর ভুলবে না। চমৎকার স্মরণশক্তি ওর।

ওরা যে হোটেলে উঠেছে সে হোটেলের নিজস্ব একটা বীচ আছে। লা কোক্কা। জানালা থেকে দেখা যায়, সোনালি বালিতে মোড়া তীরে অবিরাম আছড়ে পড়ছে সাদা ফেনায় সাজানো বড়ো বড়ো ঢেউগুলো। রবিবার সকালে মিসেস মার্টিনকে সঙ্গে নিয়ে ওরা বীচে এলো। হোটেল থেকে গোলাপী ছাউনি দেয়া ছোট্ট একটা জীপ দেয়া হয়েছে ওদেরকে বীচে যাতায়াতের জন্যে।

চমৎকার আবহাওয়া। সাগরে অসংখ্য স্পীডবোট আর সেইল-বোট ভাসছে, বেড়াবার জন্যে সুন্দর একটা দিন।

গাড়ির পেছন থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করলেন মিসেস মার্টিন আর তাজিন। বেশ কয়েক রকম খাবারদাবার সঙ্গে এনেছে ওরা। হট ডগ, অ্যাপল্ পাই, ক্লাব স্যাণ্ডউইচ, আলুর চিপস্ আর কমলার রস। এ-ছাড়াও প্রত্যেকের জন্যে সাঁতারের পোশাক।

পানির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে টুশকু মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো বোটগুলো। 'আচ্ছা, আম্মি, তুমি কি জানো, আকাপুলকোতেই ওয়াটার স্কিইং আবিষ্কার হয়েছিল?'

'না তো! আমি কখনো শুনিনি। তা তুমি কেমন করে জানলে?' চোখের কোণ দিয়ে তাজিন লক্ষ্য করলো, সাগরে বেশ ক'জন স্কিয়ারকে দেখা যাচ্ছে। স্পীডবোটের পেছনে বাঁধা রশি ধরে প্রচণ্ড বেগে স্কি করছে।

www.boiRboi.blogspot.com

'মনে হচ্ছে, যেন কোথায় শুনেছি। হয়তো কোনো ম্যাগাজিনে পড়েছি।' গম্ভীর টুশকু।

ওর মতলব আন্দাজ করতে পারলো তাজিন। ঠোঁট টিপে হাসলো। 'নাকি এই মুহূর্তে তোমার মাথা থেকে আচমকা বেরিয়ে এলো তথ্যটা!'

ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জিত ভাবে হাসলো টুশকু। 'তার মানে, তুমি আমাকে স্কি করতে দেবে না!' ছ'বছরের শিশুদের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে টুশকু। 'তুমি আমাকে অনেকবার বলেছো বাংলাদেশে নিয়ে যাবে। মেঘনার বুকে নৌকোয় চড়াবে। কই, নিলে না তো!' ঠোঁট ফোলালো সে।

মমতায় বুকটা ভরে গেল তাজিনের। জড়িয়ে ধরলো ওকে। 'কিন্তু, বাবুসোনা, এই স্পীডবোটগুলো সাংঘাতিক জোরে ছুটছে। তুমি ভয় পাবে না তো?'

সোজা মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে টুশকু বললো, 'ঐ লোকটা আমার হাতে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে বলেছিল "যীশুর কাছে পাঠাচ্ছি তোমাকে"। আম্মি, তখনও আমি একটুও ভয় পাইনি।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তাজিনের। হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো টুশকুর সামনে, শক্ত করে ওর দু'কাঁধ আঁকড়ে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলো, 'কেন বললে এ-কথা? কেন তোমার এ-সময় এ-কথা মনে পড়লো?'

তাজিনকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে ভয় পেলো টুশকু। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'না না, আম্মি, কিচ্ছু ভেবে বলিনি। এমনিতেই মনে পড়লো।'

www.boiRboi.blogspot.com

শান্ত হলো তাজিন। টুশকুকে কোলে টেনে নিলো। 'আর কক্ষনো এ-সব কথা মনে করো না, সোনা!'

ঐ ঘটনার পর কোনদিন তাজিনকে টুশকু বলেনি ঠিক কি কি করেছিল জ্যাক ওকে নিয়ে। তাজিনও এড়িয়ে গেছে বরাবর। এতদিন পর আজই প্রথম তাজিনের সামনে এটুকু বলে ফেলেছে সে।

কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল তাজিনের।

সারা সকাল সমুদ্রে সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে পড়লো ওরা। বীচেই একটা সুন্দর রেস্তোরাঁ আছে। দুপুরের খাবারটা ওখানেই খাবে বলে ঠিক করলো তাজিন। বালির ওপর গোলাপী-সাদা ডোরাকাটা বড়ো বড়ো ছাতা গেঁথে নিচে টেবিল পেতে দেয়া হয়েছে। একপাশে গাছের ছায়ায় বিরাট একটা টেবিলে রাখা আছে রকমারি খাবার। যার যা পছন্দ নিয়ে এসে ছাতার তলায় বসে খাচ্ছে। তাজিন নিলো লবস্টার, কোল্ড বিফ, সেদ্ধ সবজি আর পনির। সঙ্গে প্রচুর স্যালাড। অন্য একটা টেবিলে আছে সুইট ডিশ। কেক, হরেক রকম পাই, জেলাটিন, আর প্রচুর ফলমূল। টুশকু ঘোষণা দিলো, ও আইসক্রিম খাবে।

তাজিন অবাক হয়ে দেখলো অন্য সময় টুশকু যা খায়, আজ তার তিনগুণ খেলো। মনে মনে খুশি হলো ও। ঠিক করলো, এখন থেকে সুযোগ পেলেই টুশকুকে সঙ্গে নিয়ে বের হবে। জায়গা পরিবর্তন করলে সত্যিই টুশকুর প্রাণচাঞ্চল্য বেড়ে যায়, স্বাস্থ্যও ভালো হয়।

খেয়েদেয়ে মায়ের অনুমতি নিয়ে আবার ছুটলো টুশকু ওয়াটার স্কিইং দেখতে।

তাজিন লক্ষ্য করলো মিসেস মার্টিন খেতেই পারছেন না প্রায়। দু'একটা খাবারের টুকরো ভেঙে মাঝে মাঝে মুখে ফেলছেন।

'কি ব্যাপার, মিসেস মার্টিন, আপনার শরীর খারাপ নাকি? এখানে আসার পর থেকে দেখছি কিছুই খেতে চাচ্ছেন না।'

'এসব বিদঘুটে বিদেশী রান্না সহ্য হয় না আমার।' নাক কুঁচকে বললেন তিনি।

টুশকু দৌড়ে এলো। 'আম্মি, একটা বোট ঠিক করে ফেলেছি। স্কিইং করতে যাই?'

'আধা ঘন্টা পরে গেলে হতো না?'

'কেন, আম্মি?'

'যে পরিমাণ খেয়েছো, তাতে তো এমনিতেই পানিতে ডুবে যাবে তুমি।' হাসতে হাসতে বললো তাজিন।

'আগে দেখোই না!' বলতে বলতে দৌড় দিলো টুশকু।

সেদিন সারা বিকেল বীচে কাটালো ওরা। তীর থেকে মিসেস মার্টিন টুশকুর স্কিইং দেখলো, বোট চালালো তাজিন। প্রথম পাঁচ মিনিট অসংখ্যবার পানির নিচে ডুবে গেল টুশকু। কিন্তু তারপর আর ভুল হলো না। চমৎকার স্কিইং করা শিখে গেল। কে বলবে আজই ওর হাতেখড়ি হয়েছে?

রাতে শোবার সময় টুশকু বললো, 'আম্মি, আজকের দিনটা ছিলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।'

সোমবার সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলো তাজিন। ক্রমেই নাশতা সেরে নিলো। স্যুটকেস থেকে বের করলো আকাশ-নীল রঙের জামদানী শাড়ি। সাধারণত বড়োসড়ো কোনো পার্টি বা

ফাংশান ছাড়া শাড়ি পরে না তাজিন। যে ক'টা হাতে গোণা শাড়ি আছে, যত্ন করে তুলে রাখে।

শাড়ি পরে তাজিন আয়নায় নিজের দিকে তাকালো। সৌন্দর্যে এতটুকুও ভাটা পড়েনি ওর। টুশকু প্রায়ই অভিযোগ করে, ওর বন্ধুরা তাজিনকে ওর বড়বোন বলে ভুল করে। আয়নায় নিজেকে ভেংচি কাটলো তাজিন, কবে বুড়ো হবে তুমি?

বেরোবার আগে মিসেস মার্টিনকে বলে গেল, 'টুশকুর দিকে খেয়াল রাখবেন, যেন রোদে বেশিক্ষণ না থাকে।'

পঁয়ত্রিশ একর জমির ওপর বিশাল পাঁচটা বিল্ডিং নিয়ে কনভেনশন সেন্টারটা তৈরি হয়েছে। ফুলের বেডগুলোর মাঝে মাঝে অসংখ্য গ্রি-কলাম্বিয়ান মূর্তি।

যে হলঘরটায় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে পাঁচশো লোকের বসার ব্যবস্থা আছে। রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে সই করে হলঘরে ঢুকলো তাজিন। বেশ বুঝতে পারছে সবাই ফিরে ফিরে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওকে দেখছে।

প্রচুর পরিচিত ল'ইয়ারের সাথে দেখা হলো। এতদিন যাদের নীরস সাদা কালো স্যুট পরা অবস্থায় দেখেছে, তারা ফুলপাতা আঁকা হাওয়াই শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসিখুশি উচ্ছল। খুব ভালো লাগলো তাজিনের। মনে হচ্ছে যেন সবাই ছুটি কাটাতে এসেছে। ভাগ্যিস, কনভেনশনটা ডেট্রয়েট কিংবা শিকাগোতে হয়নি! দরজার গোড়াতেই ওর হাতে একটা প্রোগ্রাম শিট ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কথা বলতে বলতে ওটা দেখার সময় পায়নি তাজিন।

মাইকে সবাইকে বসে পড়তে বলা হলো, অনুষ্ঠান শুরু হতে

www.boiRboi.blogspot.com

যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসে পড়লো তাজিন। স্টেজে একদল লোক দেখা যাচ্ছে। সেদিকে মনোযোগ দিলো ও। সাথে সাথে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো।

বিনীত ভঙ্গিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করছে সিনেটর জিম ফস্টার।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তাজিনের। চিন্তাও করতে পারেনি নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে এত দূরে এভাবে জিমের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে! দিশেহারা হয়ে পড়লো তাজিন। ইচ্ছে হচ্ছে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সব শক্তি যেন লোপ পেয়েছে। কলের পুতুলের মতো বসে রইলো তাজিন।

স্বাগত ভাষণ শুরু করলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, 'আজকের এই চমৎকার সকালে আমাদের মাঝে সিনেটর জিম ফস্টারকে পেয়ে আমরা গর্বিত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন তিনি। নিউ ইয়র্ক বার অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর প্রতি আমাদের সবার শুভেচ্ছা রইলো।'

প্রচণ্ড করতালির মধ্যে উঠে দাঁড়ালো ফস্টার। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করলো। 'ধন্যবাদ, মিঃ সেক্রেটারি, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান।'

ফস্টারের ভারী গলার স্বরে গমগম করতে লাগলো হলরুম। 'এখানে আমরা সবাই আজ মিলিত হয়েছি একটা উদ্দেশ্যে, সেটা হলো আমাদের ধ্যানধারণা আর জ্ঞানের পারস্পরিক বিনিময় এবং তার বিশদ পর্যালোচনা।' কথা বলতে বলতে বাঁ হাতটা চুলের ভেতর চালিয়ে দিলেন তিনি। চমকে উঠলো তাজিন। এটা টুশকুরও মুদ্রাদোষ!

www.boiRboi.blogspot.com

টুশকু আর ফস্টার একই শহরে এত কাছাকাছি রয়েছে, কথাটা মনে পড়তেই নতুন করে ভয় পেলো তাজিন।

ফস্টার বলে চলেছে, 'আমাদের পেশা পৃথিবীর পবিত্র পেশাগুলোর একটা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই পেশার চরম অবমাননা করছি।' কঠিন স্বরে বলতে থাকলো ফস্টার, 'কিছুদিন আগে একটা তদন্ত করার সময় আমার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়েছে। জঘন্য একদল অপরাধীকে সাহায্য করে যাচ্ছে এ দেশের উকিল নামধারী কিছু ব্যক্তি। যার ফলে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এদের টিকিটিও ছুঁতে পারছে না। এই সংঘবদ্ধ অপরাধীদল ভয়ঙ্কর পাইথনের মতো পেঁচিয়ে ধরেছে আমাদের অর্থনীতিকে, গিলে খেয়েছে কোর্টগুলোকে, হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে।'

তাজিনের মনে হলো, ওকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলছে ফস্টার।

ঘণ্টাখানেক পর প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এলো তাজিন। এক্ষুনি হোটেলে ফিরতে হবে। সন্ধ্যার ফ্লাইটেই টুশকুকে নিয়ে চলে যাবে নিউ ইয়র্কে, ফস্টারের নাগালের বাইরে।

কিন্তু দরজার কাছেই বাধা পেলো। পরিচিত এক অ্যাসিস্টেন্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। 'কেমন আছেন, মিস রহমান? কেমন লাগছে মেক্সিকো? খুব ভালো জায়গা, তাই না?'

স্মিত হাসলো তাজিন। 'আমি আগেও একবার এসেছি আকাপুলকোয়। ভালোই লাগছে।'

'তাহলে তো এখানকার নামকরা ডিস্কো থেক নেপাস্থার নাম

শুনেছেন। ওখানকার ড্যান্সিং ফ্লোরটা নাকি কাঁচের তৈরি, নিচে আলো জ্বলে। চলুন না আজ সন্ধ্যায়?' দু'চোখে আগ্রহ নিয়ে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোক।

প্রমাদ গুণলো তাজিন। শুকনো হেসে বললো, 'শুনে বেশ ভালো লাগলো। যেতে ইচ্ছেও করছে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমি সাংঘাতিক ব্যস্ত।'

হতাশ হলেন ভদ্রলোক। ব্যাটাকে কাটিয়ে উঠতে না উঠতে হৈ হৈ করে এগিয়ে এলেন জাস্টিন ওয়ারেন। দেখতে দেখতে তাজিনের চারপাশে পরিচিত লোকজনের ছোটখাটো একটা ভিড় তৈরি হয়ে গেল।

মুখে হাসি ফুটিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করতে হলো ওকে। বার বার চোরা চোখে হাতঘড়ি দেখে নিচ্ছে। ইস্! কখন যে ছাড়া পাবে!

কিন্তু ছাড়া পাবার সময় পেলো না তাজিন। সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যানের বিরাট একটা দল পেছনে নিয়ে লবি ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ফস্টারকে। লুকিয়ে পড়তে চাইলো তাজিন, কিন্তু তার আগেই দেখে ফেলেছে ফস্টার।

'তাজিন!'

ইচ্ছে হলো শুনতে না পাবার ভান করে অন্যদিকে চলে যেতে। কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে সিনেটরকে অপমান করতে খারাপ লাগলো ওর। কাষ্ঠহাসি হেসে বললো, 'হ্যালো, মিঃ ফস্টার!'

পেছনের দলটাকে হাত নেড়ে বিদায় জানালো ফস্টার। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো তাজিনের কাছে। চারপাশে নজর বুলিয়ে আস্তে করে বললো, 'কাছেই একটা বার আছে, চলো, ওখানে যাই। খুব

তেষ্টা পেয়েছে।'

সবার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে পাংশু মুখে ফস্টারের সঙ্গে বারের দিকে রওনা হলো তাজিন। খুব একটা দূরে নয়, হেঁটেই গেল ওরা। লোকজনের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে গাড়ি নিলো না ফস্টার।

বারে পৌঁছে চেয়ারে বসার আগে আর কোনো কথা হলো না ওদের মধ্যে। অস্বস্তি বোধ করছে তাজিন। আশেপাশের সবাই ফিরে ফিরে ফস্টারকে দেখছে। তবে ফস্টার সেটাকে পাত্তা দিলো না। এত বছর পর তাজিনকে পেয়েছে, সেই খুশিই তার কাছে সবচেয়ে বড়ো।

'তাজিন, অনেকবার তোমাকে ফোন করেছি, চিঠি লিখেছি, কিন্তু তুমি উত্তর দাওনি।' ফস্টার একদৃষ্টে চেয়ে আছে তাজিনের দিকে। তাজিন কোনো উত্তর দিলো না দেখে আবার বললো, 'এমন একটা দিন নেই, যেদিন তোমার কথা মনে পড়ে না আমার। কেন তুমি এমন করেছিলে, তাজিন?'

ফস্টারের ব্যথাভরা চোখের দিকে চেয়ে বুকটা মুচড়ে উঠলো তাজিনের। নিজেই কি জানে, কেন অমন করেছিল সে?

ওয়েটার এগিয়ে এলে দু'টো মার্গারিটাস দিতে বললো ফস্টার। নিষেধ করলো না তাজিন।

একটু ইতস্তত করে বললো, 'কাগজে তোমার সম্বন্ধে ছাপা সব খবরই আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ি, জিম, তোমার জন্যে আমার গর্ব হয়।'

'ধন্যবাদ।' অর্থপূর্ণ চোখে তাকালো ফস্টার তাজিনের চোখে। 'তোমার সম্বন্ধেও কাগজে অনেক খবর ছাপা হয়।'

www.boiRboi.blogspot.com

একই সুরে টিপ্পনি কাটলো তাজিন, 'কিন্তু তুমি আমার জন্যে গর্ববোধ করতে পারো না, তাই না?'

'তাতো বটেই! শুনেছি, বাছাই করা কিছু মক্কেল আছে তোমার।'

রেগে গেল তাজিন। 'তোমার কাছ থেকে কোনো উপদেশ চাই না আমি।'

আহত হলো ফস্টার। 'ভুল বুঝো না, তাজিন। তোমাকে উপদেশ দিতে চাই না আমি। কিন্তু তোমার জন্যে চিন্তা হয় আমার। আমার কমিটি অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টির বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাকে মাটিতে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই আমাদের।'

লাল হয়ে গেল তাজিনের মুখ। 'এ ব্যাপারে কোনো আলাপ করতে চাই না আমি। সে আমার মক্কেল।' উঠে দাঁড়ালো তাজিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলো ফস্টার। জোরে চাপ দিলো তাজিনের হাতে। 'আমার কথা একটুও মনে পড়ে না তোমার?'

হাহাকার করে উঠলো তাজিনের সমস্ত অন্তর। তারপরেও ইচ্ছে করেই খোঁচা দিলো, 'তোমার স্ত্রী কেমন আছে, জিম?'

চট করে ওর হাত ছেড়ে দিলো ফস্টার। 'ভালো।'

'আর তোমার মেয়ে?'

এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ফস্টারের চেহারা, 'সে-ও খুব ভালোই আছে। চটপট বেড়ে উঠেছে। চমৎকার মেয়েটা!'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো তাজিন। ফস্টারের মেয়ে টুশকুর সমবয়সী। আচ্ছা, ওদের চেহারায় কি কোনো মিল আছে? ধ্যাৎ! কি আবোল তাবোল ভাবছে সে!

www.boiRboi.blogspot.com

'বিয়ে করোনি তুমি?' ফস্টারের প্রশ্নে চমক ভাঙলো।

'নাহ্, সময় হয়ে ওঠেনি।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলো দু'জন। ছোট ছোট চুমুকে গ্লাসের তরল পানীয় শেষ করলো। ফস্টারই নীরবতা ভাঙলো। 'আজ সন্ধ্যের ফ্লাইটে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার কথা আমার। তুমি যদি বলো, প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে কালকের দিনটাও থেকে যেতে পারি।'

'তার কোনো দরকার নেই, জিম। আমাদের আর দেখা না হওয়াই ভালো।' মনটা শক্ত করে নিয়েছে তাজিন।

'তা হয় না, তাজিন। এবার আর তোমাকে এভাবে হারিয়ে যেতে দেবো না আমি।'

'না না, তা হয় না, জিম। তুমি যদি ভ্যালেন্টির পেছনে লেগে থাকো...'

রেগে গেল ফস্টার। 'এর সঙ্গে ভ্যালেন্টির কি সম্পর্ক? তোমার সঙ্গে একটা দিন একসঙ্গে কাটাতে চাইছি আমি। যদি আপত্তি করো, ভবিষ্যতে আর কখনো বিরক্ত করবো না। কিন্তু আজ আমার অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে, তাজিন।' তাজিনকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার শুরু করলো, 'ইয়াট ক্লাবের ডকে আমার একটা বোট আছে। নাম "পালোমা ব্লাঙ্কা"। রাত আটটায় তোমাকে বোটে দেখতে চাই।'

'না জিম, তা হয় না। আমি যেতে পারবো না।'

'কিন্তু আমি যাবো। অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে।'

ওদের দু'জনের কেউ লক্ষ্য করলো না, একটু দূরে দু'টো সুন্দরী

মেয়ের মাঝখানে স্যাণ্ডউইচ হয়ে বসে আছে নিক ভিটো। ব্যবসার কাজে ভ্যালেন্টি ওকে পাঠিয়েছে আকাপুলকোতে। তাজিনকে দেখে অবাক হয়ে গেল ভিটো।

'অ্যাই, তোমার রুমে নিয়ে যাচ্ছো না কেন আমাদেরকে এখনো?' ভিটোর পিঠে গা ঘষতে ঘষতে ডান দিকের মেয়েটা অধৈর্য হয়ে বললো।

নিক ভিটোর ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে তাজিন আর তার সঙ্গের অপরিচিত লোকটার সঙ্গে কথা বলে আসে। সেটাই ভদ্রতা। ভালো করেই সে জানে, বুশম্যানের জায়গায় বসতে যাচ্ছে মেয়েটা। তাকে খুশি রাখা উচিত। কিন্তু মেয়েদু'টো একই সঙ্গে ওর দু'পায়ের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর সহ্য করতে পারলো না বেচারা। দুই বান্ধবীকে বগলদাবা করে রুমের দিকে এগোলো।

কুড়ি

চাঁদের আলোয় হাসছে 'পালোমা ব্লাঙ্কা'। রাজহাঁসের মতো সাদা শরীর। মুগ্ধ হয়ে গেল তাজিন। চারপাশে ভালো করে দেখে নিয়ে মোটর সেইলারের দিকে এগোলো ও। ফস্টার তাহলে সিক্রেট

সার্ভিসের লোকগুলোকে ধোকা দিতে পেরেছে। তা না হলে এতক্ষণে লোকজনে ভর্তি হয়ে যেতো বোটের আশপাশ।

মিসেস মার্টিন আর টুশকুকে হোটেলে রেখে এসেছে তাজিন। মনটা খচখচ করছে সেজন্যে। ওদের চোখের সামনে দিয়ে চোরের মতো বেরিয়ে এসেছে, একটা ট্যাক্সিতে চেপে সোজা চলে এসেছে ডক-ইয়ার্ডে। তবে দু'টো ব্লক আগেই নেমে পড়েছে, হেঁটে এসেছে বাকি পথটা। বলা যায় না, কে কখন কোথায় দেখে ফেলে!

দুপুরবেলা হোটেলে ফেরার পর থেকেই দোটানায় ভুগছিল তাজিন। যাবে কি যাবে না। অনেকবার ফোনের রিসিভার তুলে নিয়েছে তাজিন ফস্টারকে নিষেধ করার জন্যে, কিন্তু ডায়াল ঘোরাতে পারেনি। চিঠি লিখে জানাবার কথাও মনে হয়েছে, কিন্তু সম্বোধনটুকু লিখেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।

ফস্টার কতবড়ো ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন ও। এই গোপন অভিসারের কথা ফাঁস হয়ে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে ফস্টারের ক্যারিয়ার। এই সিনিসিজম্ এর যুগে জনগণের আদর্শে পরিণত হয়েছে ফস্টার, তবু কেউ ক্ষমা করবে না তাকে। এতদিন যারা ওর গুণগান গেয়েছে, তারাই ওকে ছুঁড়ে ফেলবে আস্তাকুঁড়ে।

ফস্টার এখনো ওর জন্যে এতটা বিপদ ঘাড়ে নিতে পারে! কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় তাজিনের অন্তর। আটটা বাজার আধাঘণ্টা আগে সিদ্ধান্ত নেয়, ও যাবে।

অন্ধকার গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের ওপর ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ফস্টার।

'ভয় পাচ্ছিলাম, তুমি যদি না আসো!' তাজিনকে বুকে জড়িয়ে ধরলো ফস্টার। যত্ন করে চুমু খেলো ওর ঠোঁটে—বহুদিন পর।

www.boiRboi.blogspot.com

ছ'মিনিট পর মুখটা সরিয়ে নিলো তাজিন। 'বোটের ক্রু-রা কোথায়, জিম ?'

আজকের জন্যে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। আমার এক বন্ধু বোটটার দেখাশোনা করে। আকাপুলকোতে এলে মাঝে মাঝে আমি ব্যবহার করি। তবে আজকাল আর সময়ই পাই না। ভালো কথা, তুমি বোট চালাতে পারো ? সাহায্য করতে হবে আমাকে।'

'হুঁ। বছর দু'য়েক আগে একটা বোট-ক্লাবের মেম্বার হয়েছি।' টুশকুর জন্যেই বোট চালাতে শিখেছে তাজিন। বোটে চড়ে সাগরে ভেসে বেড়াতে সাংঘাতিক পছন্দ করে টুশকু। ওর কথা মনে পড়তে চঞ্চল হয়ে উঠলো তাজিন।

ততক্ষণে ফস্টার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পাল খাটাতে। দশমিনিট পর খোলা সাগরের দিকে ভেসে চললো "পালোমা ব্লাঙ্কা"। প্রথম আধাঘন্টা ওরা দু'জনেই ব্যস্ত থাকলো নেভিগেশনের কাজে।

'কেমন লাগছে, তাজিন ?' পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো ফস্টার। জবাব দিলো না তাজিন। ঘুরে দাঁড়িয়ে আঁকড়ে ধরলো ফস্টারকে।

ওকে কোলে তুলে নিয়ে ডেকের ওপর শুইয়ে দিলো ফস্টার। চোখ বন্ধ করে উপভোগ করলো প্রশান্ত মহাসাগরের দুলুনি। কাঠের ওপর কান পেতে শুনলো পানির কুলকুলু শব্দ। রাতের তারা খচিত খোলা আকাশের নিচে মিলিত হলো ওরা।

অতীত ভবিষ্যৎ হারিয়ে গেল অন্ধকারে, বর্তমানটাই সত্যি হয়ে রইলো। তাজিন জানে, আজকের পর আর কোনদিন ফস্টারের সঙ্গে দেখা হবে না ওর। অনেক বেশি দূরে সরে এসেছে ওরা পরস্পরের থেকে। কোনমতেই এই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

নীরবতা ভাঙলো ফস্টার, 'আগামী কাল···'

'কথা বলো না, জিম,' ফিসফিস করে অনুনয় করলো তাজিন, 'শুধু ভালোবাসো আমাকে।'

www.boiRboi.blogspot.com

একুশ

এদিকে নিউ জার্সির খামার বাড়িতে এক মেঘলা সকালে মারা গেলেন বৃদ্ধ অসুস্থ গডফাদার মাইকেল স্পিনোযা। স্বাভাবিকভাবেই সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলো অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি।

শ্রাদ্ধের জমকালো অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেশের আনাচ কানাচ থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছুটে এলেন মাফিয়া পরিবারের প্রধানরা। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর আনুগত্য প্রকাশ করলেন তাঁরা মৃতের আত্মার প্রতি। এফ. বি. আই. আর আরো আধা ডজন সরকারি প্রশাসনের লোকজনও বাদ পড়েনি। সাদা পোশাকে ক্যামেরা, ওয়্যারলেস আর নোটবুক হাতে ছুটোছুটি করছে তারা।

কালো পোশাক পরা রোজমেরীকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সে। বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে ছিলো

রোজমেরী। কিন্তু সব শোক ছাপিয়ে ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এক ধরনের গর্ব—যা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। এখন থেকে তার স্বামীই মাফিয়া পরিবারের প্রধান, সে তাঁর স্ত্রী। একজন ইটালিয়ান মেয়ে এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারে?

দু'দিন পরে ভ্যালেন্টি জরুরী পারিবারিক মিটিং ডাকলো। এত তাড়াতাড়ি কাজে হাত না দিয়ে ওর কোনো উপায় ছিলো না। চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে মাফিয়া পরিবারে। সিনেটর ফস্টারের তদন্ত কমিটির সরাসরি হস্তক্ষেপে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওদের ব্যবসাগুলো। খুব তাড়াতাড়ি এর বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে আগামী কয়েক বছরেও এই লোকসান পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না।

আকাপুলকো থেকে এখনো ফিরে আসেনি তাজিন। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে ভ্যালেন্টি। এ-মুহূর্তে তাজিনের পরামর্শের প্রয়োজন ছিলো খুব বেশি।

বাধ্য হয়ে কনসিলিয়ারির সঙ্গেই এখন ওকে আলাপ করতে হবে। ঐ চিপসে মুখো বুড়োর কথা মনে হতেই মেজাজ গরম হয়ে উঠলো ভ্যালেন্টির।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন কনসিলিয়ারি। বিমর্ষ মুখে ভ্যালেন্টির উল্টোদিকে চেয়ার টেনে বসলেন। স্পিনোযা শুধু গডফাদার ছিলেন না, বুশম্যানের অন্তরঙ্গ একজন বন্ধুও ছিলেন। আঘাতটা এখনো সামলে উঠতে পারেননি তিনি।

'ভাবছি, বাহামাতে বড়ো ধরনের গ্যাম্বলিং চালু করবো। আপাতত এটাই হলো সবচেয়ে কম মূলধনে বেশি লাভ পাবার

www.boiRboi.blogspot.com

রাস্তা। এর পুরো দায়িত্ব আমি দিতে চাই তাজিনকে। আশা করি ভালোই কাজ দেখাতে পারবে ও।' সন্তুষ্টি ফুটে উঠলো ভ্যালেন্টির চেহারায়।

কিন্তু বুশম্যান আপত্তি জানালেন। 'তুমি এ-ধরনের একটা সিদ্ধান্ত কিছুতেই নিতে পারো না। বাহামাতে আমাদের যে লোক-জন রয়েছে, তারা আমাকেই ভালো করে চেনে। তাজিনকে নয়। ওর চেয়ে আমি অনেক ভালোভাবে কাজটা করতে পারবো।' চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না তিনি।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লো ভ্যালেন্টি। 'এখন এ-কথা বলে লাভ নেই। আমি ঠিক করে ফেলেছি।'

হাল ছাড়লেন না বৃদ্ধ। 'আমি ঐ মেয়েটাকে একটুও বিশ্বাস করি না। মাইকেলও করতো না।'

'মাইকেলের কথা বলে কি লাভ! সে তো আর আমাদের মধ্যে নেই।' স্পিনোযা মারা যাওয়ায় সুবিধেই হয়েছে, ভেবে আত্ম-প্রসাদ লাভ করলো ভ্যালেন্টি।

কথার কৌশলে কিভাবে ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তা ভালো করেই জানেন কনসিলিয়ারি। চট করে গলার স্বর নামিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে চাইলেন তিনি। 'মানে, আমি বলতে চাইছিলাম, মেয়েটাকে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে এতটা জড়ানো উচিত নয়। আমি মানি যে সে খুবই স্মার্ট আর বুদ্ধিমতী। কিন্তু বিদেশী একটা মেয়েকে এতটা বিশ্বাস করা কি ঠিক?'

কিন্তু বৃদ্ধ জানেন না ঠিক একই ধারণা ভ্যালেন্টি তাঁর সম্বন্ধেও পোষণ করে। আজকাল ভ্যালেন্টি প্রায়ই ভাবে, ফস্টার ক্রাইম কমিশন যদি কখনো বুশম্যানের নাগাল পায়, তাদের ইন্টারোগেশ-

নের মুখে কতক্ষণ টিকতে পারবে এই ঘাটের মড়া ! মাফিয়া পরিবারের আগাগোড়া সবই জানেন বৃদ্ধ। সে তুলনায় তাজিন কিছুই জানে না। বুশম্যান একাই মাফিয়া পরিবারের ধ্বংস টেনে আনতে যথেষ্ট—ঠিক একারণেই ভ্যালেন্টি বিশ্বাস করে না তাঁকে।

বলেই যেতে থাকলেন বুশম্যান, 'তদন্ত যতদিন চলছে, তাজিনকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখো। একবার ধরতে পারলে ওকে কথা বলিয়ে ছাড়বে ফস্টার। শত হলেও ও একটা মেয়ে। কতক্ষণ সহ্য করবে ? তদন্ত শেষ হলে না হয় ফিরিয়ে এনো ওকে।'

রহস্যময় হাসি ফুটে উঠলো ভ্যালেন্টির ঠোঁটে। চট করে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। 'ঠিক আছে, কনসিলিয়ারি। তা-ই হবে। তাজিন কিছুদিন আমাদের থেকে দূরেই থাকুক।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বুশম্যানের চেহারা। 'এই তো, বুঝতে পেরেছো। এখন তো তুমিই পরিবারের নেতা। বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নেয়াই তোমার কাজ।'

অধৈর্য্য হয়ে পড়লো ভ্যালেন্টি। 'ধন্যবাদ।' রান্নাঘরের দিকে ফিরে হাঁক দিলো, 'নিক।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর নিক ভিটো হাজির হলো। স্যুটেড-বুটেড পরিষ্কার চেহারা।

'কনসিলিয়ারিকে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে, নিক ?'

'অবশ্যই পারবো, বস্।'

'আর একটা কথা। পথে এক জায়গায় থেমে একটা প্যাকেট ডেলিভারি দিতে হবে।' চোখ কুঁচকে চাইলো বুশম্যানের দিকে, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনি গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করুন,

www.boiRboi.blogspot.com

কনসিলিয়ারি।'

'আরে, এতে মনে করার কি আছে ?' বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল বুশম্যান।

নিক ভিটোর দিকে ফিরলো ভ্যালেন্টি। 'এসো, নিক। ওপর থেকে প্যাকেটটা নিয়ে যাও।'

ভ্যালেন্টির পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় ওর শোবার ঘরে উঠে এলো নিক। দরজা বন্ধ করে নিষ্ঠুর চোখে তাকালো ভ্যালেন্টি নিকের দিকে। 'নিউ জার্সি থেকে বের হবার আগে পথে এক জায়গায় থামতে পারবে তো ?'

অবাক হলো নিক। 'অবশ্যই, বস্।'

'এক বোঝা আবর্জনা ফেলে দিতে হবে।' নিক ভিটোর বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করলো, 'কনসিলিয়ারি বুশম্যান।'

ভাবলেশহীন গলায় উত্তর দিলো নিক, 'আপনি যা বলেন।'

'জাঙ্ক ইয়ার্ডে ফেলে দেবে লাশটা। এত রাতে কেউ থাকবে না ওখানে।'

পনেরো মিনিট পর নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হলো নিক। পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছেন বুশম্যান।

'অ্যান্টোনিও ঐ মেয়েটির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে বলে খুশি হয়েছি আমি।' পেছনে হেলান দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। এখন রাত তিনটে। সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে।

'হুঁ।' অস্পষ্ট শব্দ করে সায় দিলো নিক ভিটো। দেখে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ঝড় বয়ে চলেছে ওর ভেতরে। খুন করা ওর পেশা। এমনকি ব্যাপারটা উপভোগও করে সে। কারণ খুন করার সময়

নিজেকে ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাশালী মনে হয় ওর। কিন্তু তাই বলে বুশম্যানকে? ভ্যালেন্টি কেন এমন অদ্ভুত আদেশ দিলো, তার কিছুই বুঝতে পারছে না নিক। বুশম্যান মাফিয়া পরিবারের কনসিলিয়ারি। পরিবারের যে কেউ বিপদে পড়লে তাঁর কাছে ছোটে। গডফাদারের পরে তিনিই সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। নিক ভিটোকে বহুবার তিনি বাঁচিয়ে এনেছেন পুলিশের হাত থেকে।

তাজিনের ব্যাপারে বুশম্যানকেই সমর্থন করে নিক। ভ্যালেন্টির মোটেই উচিত হয়নি বাইরের একটা বিদেশী মেয়েকে পরিবারের ভেতর ঢোকানো। সৌন্দর্য ছাড়া আর কি আছে মেয়েটার?

'এই, কি করছো? অ্যাকসিডেন্ট করবে তো!' পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন বুশম্যান।

সচেতন হলো নিক। রাস্তা ছেড়ে বেশ খানিকটা বাইরে চলে এসেছে ও। দ্রুত উঠে এলো আবার রাস্তায়।

জ্যাঙ্ক ইয়ার্ডের কাছে চলে এসেছে ওরা। শহরের যতো অকেজো জিনিসপত্র, সব স্তূপ করে ফেলে দেয়া হয় বিরাট এলাকাটায়। লাশ গুম করার আদর্শ জায়গা এটা। কয়েক বছরেও কেউ টের পাবে না।

হার্টবিট বেড়ে গেল নিকের। চট করে দেখে নিলো বুশম্যানকে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঘুম এসে গেছে তাঁর চোখে। বাঁ বগলের নিচে ছোট নলের পয়েন্ট থ্রি এইট স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন-এর স্পর্শ অনুভব করলো নিক।

নড়েচড়ে উঠলেন বুশম্যান। 'ঘুম এসে যাচ্ছে দেখছি।' জড়িত গলায় বললেন তিনি। চোখ দু'টো বন্ধ।

www.boiRboi.blogspot.com

সত্যিই ঘুমোতে যাচ্ছেন তিনি। এ ঘুম আর ভাঙবে না। কখনো।

জাঙ্ক ইয়ার্ডটা দেখা যাচ্ছে সামনে। সতর্ক চোখে সামনে পেছনে ভালো করে দেখে নিলো নিক। না, কোনো লোক বা গাড়ি কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ করে ব্রেকে চাপ দিলো নিক। কর্কশ আওয়াজ করে থেমে গেল গাড়িটা। চমকে ঘুম ভেঙে সোজা হয়ে উঠে বসলেন বুশম্যান।

'কি হলো, নিক?'

'আর বলবেন না। ইঞ্জিনের গণ্ডগোল।' গজগজ করতে করতে দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালো নিক। ঘুরে এসে বুশম্যানের পাশে দাঁড়ালো। 'ঠেলতে হবে। একটু সাহায্য করবেন, কনসিলিয়ারি?'

'এই বুড়ো হাড়ে কি আর শক্তি আছে? দেখি চেষ্টা করে…' বলতে বলতে দরজা খুলে বের হবার জন্যে ঝুঁকলেন বুশম্যান। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন নিকের হাতের অস্ত্রটা, লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

বুশম্যান হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, নিক?' গলাটা ভেঙে গেল তাঁর। 'কি করেছি আমি?'

এই একই প্রশ্ন এলোমেলো করে দিচ্ছে নিক ভিটোর মনটাকে। যে বৃদ্ধের ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারবে না সে, তাকেই খুন করতে যাচ্ছে ও! ভ্যালেন্টিকে নিশ্চয় কেউ ভুল বুঝিয়েছে।

নিক রাস্তার ওপর ফেলে দিলো অস্ত্রটা। 'খোদার কসম, আমি

জানি না। শুধু জানি, এটা ঠিক হচ্ছে না।'

আহত চোখে চেয়ে রইলেন কনসিলিয়ারি। 'তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাড়াতাড়ি সেটা পালন করো, নিক।'

কিছুতেই তা পারবো না আমি। আপনি আমাদের সবার শ্রদ্ধার পাত্র, কনসিলিয়ারি।'

'অ্যান্টোনিও তোমাকে খুন করবে, নিক।'

বুশম্যান ঠিকই বলেছেন। ভ্যালেন্টির কাছে কর্তব্যে অবহেলা কিংবা ব্যর্থতার একটাই শাস্তি—মৃত্যুদণ্ড। টমি সান্তিনির কথা মনে পড়লো নিকের। এক অপারেশনে ব্যবহৃত গাড়ি নিউ জার্সির জাঙ্ক ইয়ার্ডে লুকিয়ে রাখতে আদেশ দিয়েছিলো তাকে ভ্যালেন্টি। সেদিন সন্ধ্যায় এক মেয়ের সঙ্গে ডেট ছিল টমির। তাড়াহুড়ো করে নিউ জার্সি পর্যন্ত না এসে ঈষ্ট সাইড স্ট্রিটের ডাম্প ইয়ার্ডে লুকিয়ে রাখে সে গাড়িটা। পরদিন পুলিশ সেখান থেকে গাড়িটা উদ্ধার করে। তার পর থেকে টমি সান্তিনিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সান্তিনি নিখোঁজ হবার পর নিক ভিটোকে তার জায়গায় বসায় ভ্যালেন্টি।

ভ্যালেন্টিকে ধোঁকা দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পয়নি। কিন্তু তারপরেও নিক ভিটো ভাবে—একটা রাস্তা খোলা আছে এখনো।

'অ্যান্টোনিও কিছুই জানতে পারবে না।' নিকের ভোঁতা মগজ হঠাৎ কাজ করতে শুরু করেছে। 'আপনাকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।' একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'আমি অ্যান্টোনিও-কে বলবো ময়লার নিচে কবর দিয়েছি আপনাকে। আপনি গোপনে এ দেশ ছেড়ে আজই চলে যাবেন। ইচ্ছে হলে সাউথ আমেরিকায়

লুকিয়ে থাকতে পারেন। ওদিকটায় অ্যান্টোনিওর তেমন প্রতিপত্তি নেই। যথেষ্ট টাকা আছে তো আপনার কাছে?'

কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো বুশম্যানের সমস্ত অন্তর। 'টাকা-পয়সার অভাব নেই আমার। মাইকেল আমাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই দিতো। কিন্তু নিক, তোমার জন্যে আমার কিছু করা উচিত। কি চাও তুমি, বাবা?'

'ছি ছি! টাকার জন্যে আমি একাজ করছি না, কনসিলিয়ারি। করছি,' একটু থামলো নিক, 'কারণ আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। অনেকবার আমার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি।' ঘড়ির দিকে তাকালো সে। 'এখনো আপনি সাউথ আমেরিকার প্লেনটা ধরতে পারবেন।'

মাথা নাড়লেন বুশম্যান। 'ঠিক আছে, নিক। একটু কষ্ট করে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আমাকে? পাসপোর্টটা নিতে হবে।'

ঘণ্টা পর বুশম্যান ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের জেটে চেপে বসলেন। গন্তব্য ওয়াশিংটন ডি. সি।

www.boiRboi.blogspot.com

বাইশ

আকাপুলকোতে আজই ওদের শেষ দিন। কনভেনশন শেষ হবার পরেও আরো এক হপ্তা ছিলো ওরা টুশকুর ইচ্ছেয়। খুব ভালো লেগে গেছে ওর জায়গাটা।

অন্যান্যদিনের চেয়ে আজকের সকালটা বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। নরম রোদ বিছিয়ে পড়েছে বেলাভূমিতে। পাম গাছের চিরল পাতায় শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে ভেজা বাতাস। অন্যদিনের চেয়ে সাগরপাড়ে আজ টুরিস্টের সংখ্যাও বেশি।

নাশতার টেবিলে তাজিন আর মিসেস মার্টিন তখনো খাওয়া শেষ করেনি। সাঁতারের পোশাক পরে লাফাতে লাফাতে এলো টুশকু। এ-ক'দিনেই সূর্যের আলোয় চমৎকার ট্যান হয়ে গেছে ওর ধবধবে সাদা চামড়া।

'আম্মি, এতক্ষণে সকালের নাশতা হজম হয়ে গেছে। এবার স্কি করতে যাই?'

'টুশকু, নাশতা করেছো এখনো দশ মিনিট হয়নি। আর একটু অপেক্ষা করে যাও।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তুমি কিচ্ছু জানো না। আমার মেটাবলিজম্ রেট অনেক বেশি। এতক্ষণে সব হজম হয়ে গেছে।'

জোরে হেসে উঠলো তাজিন। 'স্কুলে দেখছি অনেক কিছু শেখানো হয়! ঠিক আছে। যাও।'

সময় নষ্ট না করে দৌড়ালো টুশকু। তীরের কাছে অনেকগুলো স্পীডবোট বাঁধা আছে। একটা স্পীডবোট ঠিক করে পেছন ফিরে তাজিনের দিকে হাত নাড়লো। হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিলো তাজিন। দ্রুত স্কি পরে নিলো টুশকু।

এতদূর থেকেও স্পীডবোটের স্টার্ট নেবার শব্দ শুনতে পেলো তাজিন। টুশকু নিপুণ ভঙ্গিতে চলতে শুরু করেছে।

গর্বিত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন মিসেস মার্টিন, 'আমাদের টুশকু ন্যাচারাল অ্যাথলেট, তাই না, মিসেস রহমান?'

হঠাৎ এ-সময় পেছন ফিরে তাজিনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে গেল টুশকু। সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়লো পেছনে। ডুবে গেল পানির নিচে।

দৌড়ে গেল তাজিন। আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। কিন্তু তীরে পৌঁছে দেখলো, পানির ভেতর থেকে মাথা বের করে ওর দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসছে টুশকু। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো তাজিন। যাক্, তেমন কিছু হয়নি। যদি হতো···ভাবতে পারে না তাজিন। আচ্ছা, সব মা-ই কি তাদের বাচ্চাদের ঠিক এতটা ভালোবাসে? কি-না করতে পারে তাজিন টুশকুর জন্যে! নিজের হাতে না হলেও মানুষ খুন করিয়েছে ওর জন্যেই। শান্ত হতে চেষ্টা করলো তাজিন। ভাগ্যিস, কিচ্ছু হয়নি ওর!

হাঁপাতে হাঁপাতে এতক্ষণে তাজিনের পাশে পৌঁছুলেন মিসেস

মার্টিন। 'টুশকুর কিছু হয়নি তো?'

'না। লাগেনি ওর।' এখনো বুকটা ধরফর করছে তাজিনের।

সাবলীল ভঙ্গিতে স্কি করছে টুশকু। কিন্তু কিছুতেই যেন স্বস্তি পাচ্ছে না তাজিন। ঘন্টাখানেক পরে টুশকু তীরে ফিরে এলে তার-পর নিশ্চিন্ত হলো। জড়িয়ে ধরলো ওর ভেজা শরীর। 'ব্যথা পাওনি তো, সোনা?'

'একটুও না। শুধু মাথার পেছনে একটুখানি ফুলে উঠেছে। মনে হয়, স্কি-টা ধাক্কা দিয়েছে ওখানে। ও কিছু না।'

'দেখি তো কোথায় ফুলে গেছে?' তাজিন খুঁজতে যেতেই লাফিয়ে সরে গেল টুশকু।

'বলছি তো, কিছু না।' যেন পৌরুষে ঘা লাগলো ওর এই ছোট্ট ব্যাপারটা নিয়ে মা-কে চিন্তিত হতে দেখে। কিন্তু তাজিন ছাড়লো না। হাত চালিয়ে দিলো টুশকুর ঘন চুলের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলো।

'একেবারে ডিমের মতো ফুলে উঠেছে!'

'আহ্! বললাম তো কিচ্ছু না!' বিরক্ত হলো টুশকু। উঠে দাঁড়ালো তাজিন। 'চলো হোটেলে ফিরে যাই।'

'এত তাড়াতাড়ি!' আর্তনাদ করে উঠলো টুশকু।

'বাহ্! মনে নেই আজ ফিরে যাবো আমরা। কাপড়-চোপড় গোছাতে হবে যে!'

'আরো ক'দিন থেকে গেলে হয় না, আম্মি?'

'বা-রে, তুমি দেখছি ভুলেই বসে আছো এই শনিবারে তোমার স্কুলের বেইস বল ম্যাচের কথা। এবার খেলার ইচ্ছে নেই নাকি!'

'কে বলেছে! ঐ ব্যাটা টেরি উল্‌ফ্ টিমে আমার জায়গাটা হাতিয়ে নেবার তালে আছে।'

'টেরি? আরে, ও তো মেয়েদের মতো দৌড়োয়!' মায়ের মন্তব্যে খুশি হয়ে উঠলো টুশকু।

হোটেলে ফিরে ম্যানেজারকে ফোনে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিতে বললো তাজিন। আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার রাউল মেনডোযা রুমে নক্ করলেন। দরজা খুলে দিলো তাজিন। মধ্যবয়স্ক, পুরনো মেক্সি-কান স্টাইলের সাদা স্যুট পরা হাসিখুশি ডাক্তারকে বেশ ভালো লাগলো ওর।

'আমার ছেলে পড়ে গিয়ে মাথা ফুলিয়ে ফেলেছে। দেখুন তো ওকে একটু।' টুশকুর শোবার ঘরে ডাক্তারকে নিয়ে এলো তাজিন। টুশকু তখন মনোযোগ দিয়ে কাপড় গোছাচ্ছে।

'টুশকু, ইনিই ডাক্তার মেনডোযা।'

অবাক হলো টুশকু। 'আম্মি, এখানে কেউ কি অসুস্থ? ডাক্তার এসেছেন কেন?'

'না, সোনা, কেউ অসুস্থ হয়নি। উনি শুধু তোমার মাথার ফোলা জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখবেন।'

রেগে গেল টুশকু। 'ওহ্, আম্মি! কি যে ছেলেমানুষি করো!' তারপর সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকালো ডাক্তারের দিকে। 'কোনো সুঁই ফোটাবেন না তো?'

'না, সিনিয়র। আমি অহিংস্র ডাক্তার।' হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন তিনি।

'ভালো। আমিও এ রকম ডাক্তারই পছন্দ করি।' গম্ভীর স্বরে বললো টুশকু।

www.boiRboi.blogspot.com

ডাক্তার পরীক্ষা করলেন টুশকুকে। অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে চোখের ভেতরটা ভালো করে দেখে নিলেন। মাথার ফোলা জায়গাটায় যখন চাপ দিলেন, টুশকু শুধু ব্যথায় চোখ কোঁচকালো, কোনো শব্দ করলো না।

খুশি হয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন ডাক্তার। 'সাহসী ছোকরা! কিছু হয়নি ওর। সব ঠিক আছে। শুধু বরফ দিয়ে যে জায়গাটা ফুলে গেছে সেখানে সেক দিয়ে দেবেন। আর ব্যথা থাকবে না।'

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো তাজিন। 'ধন্যবাদ।'

'আমার বিলটা হোটেলের বিলের সঙ্গে চলে আসবে, সিনিওরা। আসি তাহলে? গুডবাই, ইয়াংম্যান।' টুশকুর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার।

'আম্মি, অকারণে কতো টাকা যে নষ্ট করতে পারো তুমি!'

'আমার ছেলের অসুখে ডাক্তার ডাকবো না? তোমার জন্যেই তো আমার সবকিছু, সোনা!'

'অসুখ কোথায়, আম্মি? আমার টিমে আমিই সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ছেলে।'

'সবসময় তাই থেকো।' টুশকুকে জড়িয়ে ধরলো তাজিন।

'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি।' হাসলো টুশকু।

সাড়ে ছ'টার প্লেন ধরলো ওরা। সময় মতোই নিউ ইয়র্কে পৌঁছোলো। সাউথ পয়েন্টের বাড়িতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত অনেক হয়ে গেল। সারাটা পথ অঘোরে ঘুমোলো টুশকু।

www.boiRboi.blogspot.com

তেইশ

সেদিন সকালে স্টাডিতে বসে টেলিভিশন-বক্তৃতার একটা খসড়া তৈরি করছিলেন জিম ফস্টার। কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারছিলেন না। মেক্সিকোর চাঁদনী রাতের পর তাজিনের কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না তিনি। এতদিন পর আজ কেবলই মনে হচ্ছে, হিসেবে কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে। সেদিন এভাবে তাজিনকে হারিয়ে যেতে দেয়া তার উচিত হয়নি। চুলোয় যেতো সবকিছু, তাজিন তো থাকতো তাঁর নিজের হয়ে!

দরজায় নক করলো কেউ।

'কাম ইন,' বিরক্ত মুখে বললেন ফস্টার।

পার্সি কোহেন ঢুকলো, হাতে একটা ক্যাসেট। ব্যক্তিগত সহকারীর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন ফস্টার। 'কি ব্যাপার, কোহেন? কাজের সময় বিরক্ত না করলেই নয়!'

'দুঃখিত, সিনেটর। কিন্তু আমাকে কিছুটা সময় দিতেই হবে।' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে কোহেন।

'ঘণ্টাখানেক পরে এসো।' ওকে উপেক্ষা করে আবার টেবিলে

ঝুঁকে পড়লেন তিনি।

অধৈর্য্য গলায় জোর করলো কোহেন। 'আপনাকে শুনতেই হবে। কথা দিচ্ছি, আপনার সময় নষ্ট হবে না।' চেয়ারে বসে পড়ে সামনে ঝুঁকে এলো সে। 'একটু আগে রহস্যময় একটা ফোন কল পেয়েছি। হতে পারে কোনো পাগলের প্রলাপ। কিন্তু যদি সত্যের লেশমাত্রও তাতে থাকে, তবে এ-বছর আমাদের জন্যে ক্রিসমাসটা আগে আগেই এসে যাবে। মন দিয়ে শুনুন।'

ফস্টারের টেবিলে রাখা ক্যাসেট প্লেয়ারের ভেতর ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে দিলো কোহেন। প্লে-বাটনে চাপ দিলো।

'কি নাম বললেন আপনার?' কোহেনের গলা।

'আমার নাম নিয়ে মাথাব্যথার দরকার নেই। আমি সিনেটর ফস্টার ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলবো না।' ও-পাশের গলার স্বর অপরিচিত, ভাঙা। হয়তো মাউথপিসের ওপর রুমাল চাপা দিয়ে কথা বলছে।

'সিনেটর এ মুহূর্তে সাংঘাতিক ব্যস্ত। কোনো খবর থাকলে বলুন...'

'না। আমাকে কথা বলতেই হবে তাঁর সঙ্গে। এটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। সিনেটরকে জানিয়ে দেবেন অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টিকে তাঁর হাতের মুঠোয় পুরে দিতে পারি আমি। এই ফোনটা করার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি আমি। শুধু খবরটা পৌঁছে দেবেন তাঁকে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'থার্টি সেকেণ্ড স্ট্রীটের ক্যাপিটোল মোটেলে উঠেছি আমি। চোদ্দ

www.boiRboi.blogspot.com

নাম্বার রুম। তাঁকে বলবেন যেন আঁধার নামার পর আসেন। ভালোভাবে দেখে নিতে বলবেন কেউ অনুসরণ করছে কিনা। আমি জানি, প্রতিটি কথা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, সিনেটর ছাড়া অন্য কেউ যদি এই টেপ শোনে, তবে আমার মৃত্যু ঈশ্বরও ঠেকাতে পারবে না।'

খুট্ করে লাইন কাটার শব্দ পাওয়া গেল।

কোহেন উজ্জ্বল চোখে জানতে চাইলো, 'কি ভাবছেন, সিনেটর?'

একটু ইতস্তত করলেন ফস্টার। 'এ শহরে পাগলের অভাব নেই। কিন্তু এই পাগলটা যখন অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টির নাম উচ্চারণ করেছে, এখন তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে।'

রাত দশটায় জিম ফস্টার ক্যাপিটোল মোটেলে পৌঁছলেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে চারজন সিক্রেট সার্ভিসের লোক। চোদ্দ নাম্বার রুমে নক্ করলেন তিনি।

দরজা এক চিলতে ফাঁক হলো। ও-পাশে একটা চোখ ভালোভাবে দেখে নিলো তাঁকে। তারপর আর একটু খুলে গেল দরজা। এবার চিনতে পারলেন ফস্টার।

সঙ্গের লোকজনদের দিকে ফিরে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা নিচে অপেক্ষা করো। অপরিচিত কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না।'

ওরা চলে গেলে দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। ভেতরে পা রাখলেন ফস্টার।

'গুড ইভনিং, সিনেটর ফস্টার।'

'গুড ইভনিং, মিস্টার বুশম্যান।'

মুখোমুখি দাঁড়ালেন দু'জন।

শেষ যেবার ফস্টার বুশম্যানকে দেখেছেন, তখন অনেক শক্ত-সমর্থ ছিলেন তিনি। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে। ভয়ে চুপসে গেছেন বৃদ্ধ। যে অটল ব্যক্তিত্বের সামনে কোর্টে কেউ দাঁড়াতে পারতো না, তার কিছুই যেন আর অবশিষ্ট নেই।

'কষ্ট করে এসেছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ।' নার্ভাস ভঙ্গিতে বসতে বললেন তিনি ফস্টারকে।

'আপনি অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।' একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন ফস্টার।

'আমি ইচ্ছে করলে তাকে আপনার কোলে বসিয়ে দিতে পারি,' নির্মম স্বরে বললেন বুশম্যান।

'আপনি অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টির অ্যাটর্নি। তাহলে এরকম কাজ করতে চাইছেন কেন?'

'অবশ্যই তার কারণ আছে।'

'আমি যদি আপনার সব কথা শুনতে রাজি হই, তার বদলে কি চাইবেন আপনি?'

'প্রথমত, নিরাপত্তা। দ্বিতীয়ত, অন্য কোনো দেশে চলে যেতে চাই আমি। আমার একটা নতুন পাসপোর্ট আর নতুন পরিচয়ের কাগজপত্র দরকার হবে।'

তাহলে এই ব্যাপার! আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। কিন্তু তার পরেও মনটা খচখচ করছে ফস্টারের। যদি এটা ওদের কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা হয়? নিজের সৌভাগ্যে খুব কমই বিশ্বাস করে ফস্টার। সারাটা জীবনই যে ব্যর্থতায় ভরা! তাজিনের কথা মনে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিলো নিজেকে। কি হচ্ছে! এই জরুরী মুহূর্তে

এ-সব কথা ভাববার দরকার কি?

'আমি কথা দিচ্ছি, পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আপনার জন্যে। কিন্তু অন্যকিছু সম্বন্ধে কথা দিতে পারছি না। আপনাকে আগে কোর্টে প্রমাণ হাজির করতে হবে ভ্যালেন্টির বিরুদ্ধে।'

'অবশ্যই সেটা করব আমি।'

'ভ্যালেন্টি কি জানে, কোথায় আছেন আপনি?'

'মাথা খারাপ! সে জানে আমি মৃত।' নার্ভাসভাবে হাসলেন বুশম্যান। 'যদি আমাকে খুঁজে পায় ভ্যালেন্টি, আর বেঁচে থাকতে হবে না।'

'আপনাকে খুঁজে পাবে না সে। অবশ্য যদি একটা চুক্তিতে আসতে পারি আমরা।'

'আমি আমার জীবনটা আপনার হাতেই তুলে দিয়েছি, সিনেটর।'

'সত্যি বলতে কি,' ফস্টার জানিয়ে দিলো তাঁকে, 'আপনার ব্যাপারে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। আমরা চাই ভ্যালেন্টিকে। যদি আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আসেন, তবে সরকার সব ধরনের সাহায্য করবে আপনাকে। আর আপনি যদি আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারেন, তবে সরকার প্রচুর টাকাসহ পৃথিবীর যে কোনো দেশে আপনার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু কথা দিতে হবে, কোর্টে রাজসাক্ষী হবেন আপনি।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন বুশম্যান। বললেন, 'আমি রাজি।' মাথা নিচু করে চোখ বুজলেন। 'মাইকেল যদি জানতো, কবর থেকে লাফিয়ে উঠতো এক্ষুনি।'

www.boiRboi.blogspot.com

ফস্টার একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তাঁর দিকে। এই নিজ লোকটি হাজারবার আইনকে কলা দেখিয়েছে, ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে অসংখ্য ভয়ঙ্কর অপরাধীকে। অথচ যাদের জন্যে এতদিন এসব কাজ করেছে, এখন তাদের বিরুদ্ধেই ফনা তুলে দাঁড়িয়েছে। কি বিচিত্র এই পৃথিবী!

বুশম্যান ফিরে তাকালেন ফস্টারের দিকে। 'আমি লিখিত একটা চুক্তি চাই। সেটাতে সই করবেন অ্যাটর্নি জেনারেল!'

'তা-ই হবে।' নোংরা ধরা অপরিষ্কার ঘরটির চারদিকে নজর বোলালো ফস্টার। 'এ জায়গাটা ছাড়তে হবে আপনাকে।'

'কিন্তু আমি কোনো হোটেলে যাবো না। ওসব জায়গায় ভ্যালেন্টির হাত পৌঁছে যাবে।'

'আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে ভ্যালেন্টি কেন, ওর বাপেরও সাধ্যি নেই আপনার ক্ষতি করার।'

রাত বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। একটা মিলিটারি ট্রাক আর দু'টো জীপ এসে দাঁড়ালো ক্যাপিটোল মোটেলের চোদ্দ নাম্বার রুমের সামনে। সামনের জীপ থেকে লাফিয়ে নামলো চারজন মিলিটারি পুলিশ। দ্রুত এগোলো চোদ্দ নাম্বার রুমের দিকে।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে তারা বেরিয়ে এলো। চারদিক থেকে ঘিরে আড়াল করে রেখেছে তারা বুশম্যানকে সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে। ছোট্ট মিছিলটি দ্রুত উঠে পড়লো দ্বিতীয় জীপে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করলো ভার্জিনিয়ার কোয়ানটিকোর পথে, ওয়াশিংটন থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল পশ্চিমে। সামনে জীপ আর

www.boiRboi.blogspot.com

পেছনে মিলিটারি ট্রাকের কড়া পাহারায় বুশম্যান চললেন নতুন ঠিকানায়।

ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে তিন-গাড়ির ক্যারাভানটা নিরাপদে পৌঁছে গেল কোয়ানটিকোতে অবস্থিত ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন কোর বেইসে।

বেইসের কম্যাণ্ডান্ট মেজর জেনারেল জন হ্যালিফেক্স সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গেটে অপেক্ষা করছিলেন। বুশম্যানকে জীপ থেকে নামানো হলে তিনি তাঁর ক্যাপ্টেনকে আদেশ দিলেন, 'বন্দীকে স্পেশাল সেলে নিয়ে যাও, কেউ যেন কথা বলার সুযোগ না পায়।'

উৎসুক চোখে অপস্রিয়মান দলটির দিকে চেয়ে রইলেন হ্যালিফেক্স। এই দামী বন্দীর পরিচয় জানার জন্যে এই মুহূর্তে এক মাসের বেতন দিয়ে দিতেও তিনি রাজি।

তিনশো দশ একর জমি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই মেরিন কোর। অনেকেই জানে না, এটা এফ. বি. আই অ্যাকাডেমির একটা গোপন অংশ। অনেক দিন থেকে মেজর জেনারেল এখানে দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু এর আগে আর কখনো কোনো সিভিলিয়ান বন্দীকে এখানে আনা হয়নি। একদিক থেকে এটা নিয়মের বাইরে।

ঠিক দু'ঘন্টা আগে উঁচুমহল থেকে একটা ফোন এসেছিল। 'একজন লোককে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, জন।' পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তার নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার ওপর। যদি কোনরকম ক্ষতি হয় লোকটার, কাঁচা চিবিয়ে ফেলবো তোমাকে।'

লোকটা যে যথেষ্ট দামী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে? ভাবতে ভাবতে নিজের অফিসে গিয়ে বসলেন হ্যালিফেক্স।

ক্যাপ্টেনের অফিসের নাম্বার ঘুরিয়ে রিসিভারটা কানে চেপে ধরলেন। একবার রিং বাজতে না বাজতেই ধরলো ক্যাপ্টেন পিয়ার্স।

'লোকটাকে ঠিকভাবে সেলে রেখে এসেছো তো?'

'ইয়েস, জেনারেল।'

'আমরা তার নিরাপত্তার দিকটা দেখবো। আমি চাই তোমার নিজের পছন্দমতো গার্ড তুমি লোকটার জন্যে নিয়োজিত করবে। খেয়াল রাখবে, কেউ যেন তার কাছাকাছি যেতে না পারে। কোনো দর্শনার্থীকে অ্যালাউ করবে না। কোনো চিঠি, কোনো প্যাকেট—কিচ্ছু না। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর একটা ব্যাপার। লোকটির জন্যে যখন খাবার রান্না করা হবে, আমি চাই তুমি নিজে সে-সময় কিচেনে উপস্থিত থাকবে।'

'ইয়েস, জেনারেল।'

'যদি কেউ লোকটির সম্পর্কে কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ করে, সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করবে আমাকে। আর কোনো প্রশ্ন?'

'নো, স্যার।'

'ভেরি গুড। যদি কোনকিছু এদিক-ওদিক হয়, কাঁচা চিবিয়ে ফেলবো তোমাকে।' গালিটা 'কোট' করতে পেরে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলেন জেনারেল।

www.boiRboi.blogspot.com

চব্বিশ

জানালার কাচে বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙলো তাজিনের। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে শুনলো। মনে পড়ে গেল ফুলতলী গ্রামের চৌচালা বাড়ির টিনের চালে ঠিক এ-ভাবেই বৃষ্টি পড়তো, চোখ-বুঁজে বিছানায় শুয়ে সেই শব্দ শুনতে কি যে মজা লাগতো! মনটা আঁকুপাকু করে উঠলো তাজিনের। টুশকুকে নিয়ে একবার যদি ঘুরে আসা যেতো দেশ থেকে! আচ্ছা, ফিরে না এলেই বা ক্ষতি কি? দিদাকে যদি সবকিছু বুঝিয়ে বলে ম্যানেজ করা যেতো! তা ছাড়া উনি তো বহুদিন থেকেই অসুস্থ শরীরে বিছানাবন্দী। হঠাৎ ভ্যালেন্টির কথা মনে পড়ে যেতেই চুপসে গেল তাজিন।

না। এখন আর সম্ভব নয়। যে অবস্থার মধ্যে সে এসে পৌঁছেছে, সেখান থেকে আর মুক্তি নেই! এই বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ভ্যালেন্টিই বা ছাড়বে কেন ওকে?

ফস্টারের সাথে দেখা হবার পর থেকেই মনটা আনচান করছে তাজিনের। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে এই চেনা পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চাদর সরিয়ে উঠে পড়লো সে। অফিসে যাবার সময় হয়ে এসেছে।

আধঘন্টা পর রেডি হয়ে নিচে নেমে ডাইনিং রুমে ঢুকলো তাজিন। কিন্তু টুশকুকে আজ খাবার টেবিলে না দেখে অবাক হলো সে। নেই। ওর চেয়ারটা খালি। ব্যাপার কি? প্রতিদিন মা-ছেলে একসঙ্গে নাশতা করে। যতক্ষণ তাজিন নিচে না নামে, ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে টুশকু।

কিচেন থেকে মিসেস মার্টিন বেরিয়ে এলেন গরম পরিজের বাটি হাতে নিয়ে। 'গুড মর্নিং, মিসেস রহমান।'

'গুড মর্নিং। টুশকুকে দেখছি না কেন?'

'ওকে এত টায়ার্ড দেখাচ্ছে যে আমি মনে করলাম ওর আর একটু ঘুমোনো দরকার। আজ আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। কাল থেকেই না হয় যাবে।'

মাথা নাড়লো তাজিন। 'আপনি যা ভালো মনে করেন।'

একা একাই নাশতা সেরে নিলো ও। তারপর টুশকুর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে উঠে এলো ওর বেডরুমে। টুশকু গভীর ঘুমে অচেতন।

বিছানার কিনারায় বসে ওর চুলে হাত ডুবিয়ে আস্তে করে ডাকলো, 'অ্যাই, খোদা হাফেজ বলবে না আম্মিকে?'

আস্তে আস্তে চোখ মেললো টুশকু। 'খোদা হাফেজ।' চেষ্টা করেও খুলে রাখতে পারলো না দু'চোখের পাতা। জড়ানো গলায় আওড়ালো, 'আমাকে কি এখন উঠে পড়তে বলছো?'

'কুম্ভকর্ণের ঘুম এত সহজে কি ভাঙবে? না সোনা, তুমি ঘুমোও। স্কুলে যাবার দরকার নেই আজ। বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে,

www.boiRboi.blogspot.com

বের হতে পারবে না। তার চেয়ে বাসায় খেলাধুলা করো। ঠিক আছে?'

চোখ না খুলেই মাথা নাড়লো টুশকু, 'ঠিক আছে, আম্মি।'

আবার ঘুমিয়ে পড়লো টুশকু।

সারাদিন ব্যস্ত রইলো তাজিন। এতদিনের জমে থাকা কাজ সামলানো একদিনের ব্যাপার নয়। বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেল।

সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। এখন কিছুটা ধরে এলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। টিপটিপ করে পড়ছেই। মিসেস মার্টিন দরজা খুলে দিলেন। রেইন কোটটা খুলে তাঁর হাতে দিলো তাজিন।

'টুশকু কোথায়?' চুল থেকে পানির ফোঁটা ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞেস করলো।

'ও তো ঘুমোচ্ছে।'

অবাক হয়ে বৃদ্ধার দিকে চাইলো তাজিন। 'বলেন কি! ও কি সারাদিনই ঘুমিয়েছে?'

'কি যে বলেন!' হেসে ফেললেন তিনি। 'এই তো একটু আগেও বল নিয়ে খেলছিল। ডিনার তৈরি করে ডাকতে যেতেই দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই আর জাগাইনি।'

'ও। বেচারা বোধহয় আসলেই খুব টায়ার্ড।'

টুশকুর ঘরে ঢুকলো তাজিন। ঘুমোচ্ছে টুশকু। দেবশিশুর মতো নিষ্পাপ সুকুমার চেহারা। কপালের ওপর চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমু খেলো তাজিন। হাতের উল্টোদিক ছোঁয়ালো গালে। না, জ্বর নেই। মুখের রঙও স্বাভা-

বিক। পাল্‌স্‌ দেখলো। একদম ঠিক। চিন্তার কিছু নেই। আসলে এ ক'দিন বেশি হৈ-হল্লা করেছে টুশকু। তারপরে এত লম্বা জার্নি। ধকলটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনো। হয়তো সারাদিন বাসায় দুষ্টুমি করেছে মিসেস মার্টিনের সঙ্গে। এখন সন্ধ্যে হতে না হতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর গায়ের চাদরটা ভালো করে টেনে দিলো তাজিন। লাইট নিবিয়ে দিয়ে নেমে এলো নিচে।

'মিসেস মার্টিন, কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ তৈরি করে ওর বিছানার পাশে সাইড টেবিলে রেখে দিন। ঘুম ভাঙলে উঠে খেতে পারবে।'

ডেস্কে বসে কাজ করতে করতেই ডিনার সেরে ফেললো তাজিন। পরের দিনের কিছু ব্রিফ তৈরি করলো, ট্রায়াল ডিসপোজিশন ঠিক করলো। ভ্যালেন্টিকে ফোন করেছিল সকালে। কিন্তু পায়নি। ইচ্ছে হলো এখন আবার একবার করতে। কিন্তু করলো না।

অনেক রাতে ঘুমোতে যাবার সময় টুশকুর ঘরে উঁকি দিয়ে গেল তাজিন। স্যাণ্ডউইচগুলো যেমন রাখা ছিলো, তেমনি আছে।

পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে তাজিনের আগেই হাজির হলো টুশকু। স্কুলের পোশাক পরে সে রেডি।

'মর্নিং, আম্মি।'

'গুড মর্নিং, সোনা। কেমন লাগছে শরীরটা?'

'দারুণ! আসলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মেক্সিকোর সূর্যটা খুব বেশি রকমের গরম।'

হেসে ফেললো তাজিন। 'তাই নাকি!'

'কিন্তু সত্যি খুব ভালো লেগেছে আমার। আচ্ছা আম্মি, আগামী সামারের ছুটিতে আবার আমরা যেতে পারি না আকাপুলকোতে?'

www.boiRboi.blogspot.com

'কেন পারবো না?' আশ্বস্ত করলো তাজিন।

দুপুরবেলা হ্যারিসের সঙ্গে একটা মামলার ব্যাপারে জরুরী আলাপ করছিল তাজিন। এমন সময় লিলিয়ানা ওকে জানালো, 'কোন এক মিসেস পার্কার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। লাইন দেবো?'

চিনতে পারলো তাজিন। টুশকুর স্কুলের টিচার। 'ঠিক আছে, দাও।'

লাইন দিয়ে দিলো লিলিয়ানা।

'হ্যালো, মিসেস পার্কার। কোনো গোলমাল হয়নি তো?'

'না না, তেমন কিছু নয়। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাচ্ছিলাম বাড়িতে যেন টুশকুর ঘুমের ডিসটার্ব না হয়।'

'মানে?' অবাক হলো তাজিন।

'স্কুলে আজ সারাদিনই সে ঘুমিয়েছে। মিস হল্‌ আর মিসেস পেইজ—দু'জনেই রিপোর্ট করেছেন। আপনি লক্ষ্য রাখবেন, রাতে যাতে ঠিক সময়ে ঘুমোতে যায় সে।'

'আমি··· মানে···ঠিক আছে। আমি দেখবো।'

'দুঃখিত, মিসেস রহমান।' অপ্রস্তুত গলায় ক্ষমা চাইলেন মহিলা। 'হয়তো অকারণেই আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'না না, কি যে বলেন! আমাকে জানিয়ে ভালোই করেছেন।'

টেলিফোন রেখে দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তাজিন। ছুটলো দরজার দিকে। 'হ্যারিস্‌, পরে কথা হবে। আমাকে এক্ষুনি একবার বাসায় যেতে হচ্ছে।'

পাগলের মতো গাড়ি চালালো তাজিন। স্পীড লিমিট ছাড়িয়ে

গেল, রেড লাইটগুলোকে পাত্তা দিলো না। শুধু মনে হচ্ছে, ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। টুশকুর যদি কিছু হয়!

বাড়িতে পৌঁছে একটু নিশ্চিন্ত হলো সে। মনে মনে ভাবছিল, পৌঁছে দেখবে বাড়ির সামনে ভিড় করে আছে অসংখ্য লোক, পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়ি। সে-সব কিছু না দেখে নিশ্চিন্ত হলো তাজিন।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ঝট্ করে দরজা খুলে ঘরে পা দিলো তাজিন।

'টুশকু!'

'জ্বী, আম্মি। আমি এখানে।'

লিভিং রুমে বসে টিভি দেখছে টুশকু। এতক্ষণে যেন ধরে প্রাণ ফিরে এলো তাজিনের। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। সবকিছু ঠিক আছে। হঠাৎ কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে নিজেকে।

টিভিতে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে।

'আম্মি, শেষ ইনিংটা যদি দেখতে না! যা দারুণ খেলেছে সোয়ান ক্রেইগ।'

'তোমার শরীর ভালো আছে তো, বাবা?' ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো তাজিন।

'অবশ্যই ভালো আছে, আম্মি। কিন্তু তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কিছু হয়েছে নাকি?'

'না সোনা, আমার কিছু হয়নি। তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

হাঁপ ছাড়লো টুশকু, মুচকি হাসলো। 'আমার অসুবিধে? হ্যাঁ,

www.boiRboi.blogspot.com

একটু তো হচ্ছেই। আমার টিম দুই উইকেটে হেরে যাচ্ছে।' আবার মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখতে লাগলো টুশকু।

নিজেকে মনে মনে গালি দিলো তাজিন। কি আজেবাজে চিন্তা যে আসে!

'তুমি খেলাটা দেখে ডিনার করতে এসো। আমি অপেক্ষা করবো।'

প্রসন্নমনে কিচেনে গেল তাজিন। ঠিক করলো, টুশকুর জন্যে নিজের হাতে একটা ব্যানানা কেক বানাবে ডিনারের পর খাওয়ার জন্যে। যত্ন করে কেক বানাতে বসলো তাজিন।

ঠিক তিরিশ মিনিট পর তাজিন যখন লিভিং রুমে ফিরে এলো, টুশকু তখন কার্পেটের ওপর বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে পড়ে আছে। অচেতন।

পঁচিশ

পথ যেন আর শেষ হয় না! কতদূরে রাইনভারম্যান হাসপাতাল! অ্যাম্বুলেন্সে নিথর হয়ে বসে আছে তাজিন টুশকুর হাত ধরে। সাদা পোশাক পরা নার্স টুশকুর মুখের ওপর অক্সিজেন মাস্ক ধরে রেখেছে।

এখনো জ্ঞান ফিরে আসেনি ওর।

অনবরত সাইরেন বাজিয়ে চলেছে অ্যাম্বুলেন্স। কিন্তু ভিড়ের জন্যে জোরে চলতে পারছে না। সুযোগ পেলেই ঘষা কাচের ওপর দিয়ে ভেতরে উঁকি দিচ্ছে রাস্তার লোকজন। অসহ্য রাগ হলো তাজিনের।

'এসব অ্যাম্বুলেন্সে ওয়ান-ওয়ে গ্লাস ব্যবহার করা হয় না কেন?'

নার্স অবাক হয়ে তাকালো, 'জ্বী ম্যাডাম, কিছু বলছেন?'

'না না···কিছু না।' অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো তাজিন।

কিন্তু নার্সের মনোযোগ তখন আর এদিকে নেই। একদৃষ্টে চেয়ে আছে টুশকুর মুখের দিকে। সতর্ক।

হাসপাতালের পেছন দিকে এমারজেন্সি এন্ট্রান্সে থামলো অ্যাম্বুলেন্স। দু'জন ইন্টার্নী দরজায় ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে টুশকুকে স্ট্রেচারে করে নামিয়ে নিয়ে গেল তারা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো শুধু তাজিন, কিছু করতে পারলো না।

একজন নার্স এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি বাচ্চাটার মা?'

'জ্বী।'

'এদিকে আসুন, প্লিজ!'

টুশকুকে ট্রলিতে শুইয়ে এক্স-রে রুমের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। নার্সের পেছন পেছন সেদিকে রওনা হলো তাজিন। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো না ওকে।

ডেস্কে বসা চিমসেমতো এক মহিলা তাজিনকে জিজ্ঞেস করলো, 'হাসপাতালের বিল কিভাবে মেটাবেন, ঠিক করেছেন? ক্যাশ

পেমেন্ট নাকি ব্লু-ক্রস বা সে-ধরনের কোনো ইন্স্যুরেন্স করা আছে?'

'মহিলার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হলো তাজিনের। কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। বেশ শান্তভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিলো। ওদের দেয়া ফর্মগুলো পূরণ করার পর ওকে ভেতরে যেতে অনুমতি দিলেন ভদ্রমহিলা।

হুড়মুড় করে এক্স-রে রুমে ঢুকে পড়লো ও। রুমটা খালি। টুশকু নেই। পাগলের মতো আবার করিডরে বেরিয়ে এলো তাজিন। একজন নার্স পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। খপ্ করে তার কাঁধ খামচে ধরলো তাজিন। 'আমার ছেলে কোথায়?'

অবাক চোখে তাকালো নার্স। 'আমি কেমন করে জানবো? কি নাম তার?'

'টুশকু··· মানে তালাত রহমান।'

'কোথায় রাখা হয়েছিল ওকে?'

'ও···ছিলো···এক্স রে রুমে···আমি···কি করেছেন আপনারা ওকে? শিগগির বলুন, কোথায় আমার ছেলে? কি করেছেন আপনারা ওকে?'

সমবেদনার চোখে ওকে দেখলো নার্স। মাথা নেড়ে বললো, 'একটু অপেক্ষা করুন, ম্যাডাম। দেখি, ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলো নার্স। 'ডক্টর মরিস আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমার সঙ্গে আসুন।'

থরথর করে কাঁপতে লাগলো তাজিন। দু'পা এগিয়ে নার্স ফিরে তাকালো ওর দিকে। 'কি ব্যাপার, ম্যাডাম, শরীর খারাপ লাগছে?'

ভয়ে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে তাজিনের। বহুকষ্টে বললো,

www.boiRboi.blogspot.com

'আমার ছেলেকে এনে দাও।'

নার্স ওর কোমর জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল ডক্টর মরিসের রুমে। প্রচণ্ড মোটা শরীর নিয়ে বসে বসে ঘামছেন তিনি, লাল পুরু ঠোঁট, আঙুলে নিকোটিনের দাগ। চিন্তিত চোখে তাকালো তাজিনের দিকে। 'আপনি মিসেস রহমান?'

রক্ত হিম হয়ে এলো তাজিনের। 'টুশকু কোথায়?'

মুখে কিছু না বলে পাশের ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে এলেন ওকে ডাক্তার। চারিদিকে ভয়ঙ্কর দর্শন সব যন্ত্রপাতি।

'শান্ত হয়ে বসুন, মিসেস রহমান। এতটা ভেঙে পড়লো তো চলবে না।'

একটা চেয়ারে বসে পড়লো তাজিন। 'টুশকু···তেমন খারাপ কিছু হয়নি তো ওর?'

'এখনো আমরা জানি না।' পেন্সিল দিয়ে টেবিলের ওপর ঠুক্‌ঠুক্ শব্দ করলেন ডাক্তার। 'কিছু তথ্য দরকার আমার। বয়স কতো আপনার ছেলের?'

'মাত্র ছয়।' 'মাত্র' শব্দটা কেন যে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল বুঝতেই পারলো না তাজিন।

'কোথাও ব্যথা-ট্যথা পেয়েছিল নাকি গত কিছুদিনের মধ্যে?'

লা কোস্তা বীচের সেই দৃশ্যটা তাজিনের চোখের সামনে ভেসে উঠলো—পেছন ফিরে হাত নাড়তে গিয়ে উল্টে পরে গেল টুশকু, তলিয়ে গেল ঢেউয়ের নিচে। 'ও···ওয়াটার-স্কি করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, মাথার পেছন দিকে ব্যথা পেয়েছিল।'

নোট নিলেন ডাক্তার। 'কতদিন আগে?'

'এই তো মাত্র ক'দিন আগে।' হিসেব গুলিয়ে গেল তাজিনের, কিছুতেই মনে করতে পারলো না ঠিক ক'দিন আগে ব্যথা পেয়েছিল টুশকু।

'অ্যাকসিডেন্টের পর ঠিক ছিলো?'

'হ্যাঁ। একদম ঠিক ছিলো। শুধু মাথার পেছন দিকে একটু ফুলে উঠেছিল···এছাড়া সবকিছু ঠিক ছিলো।'

'স্মরণশক্তির দুর্বলতা টের পেয়েছিলেন গত ক'দিনে? এই যেমন সাধারণ কিছু ভুলে গিয়েছিল কিনা?'

'না।' জোরে মাথা নাড়লো তাজিন।

'ওর আচরণে কিংবা শরিরে কোনো পরিবর্তন দেখেছিলেন?'

'না।'

'ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া বা মাথাধরা?'

'না।'

লেখা থামিয়ে ওর দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'একটা এক্স-রে করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। একটা ক্যাট স্ক্যান করতে হবে।'

'একটা···কি?'

'এটা ইংল্যাণ্ড থেকে আনা নতুন একটা কম্পিউটারাইজ্‌ড্ মেশিন, এতে ব্রেনের ভেতরের ছবি নেয়া হয়। এ ছাড়াও আরো কিছু টেস্ট করতে হবে। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'যদি···যদি' তোতলাতে থাকলো তাজিন, যদি একান্তই দরকার মনে করেন তাহলে তো করতেই হবে। কিন্তু ও ব্যথা পাবে না তো?'

'না না। একটা স্পাইনাল পাঙ্কচারেরও প্রয়োজন হবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

মেরুদণ্ডে সুঁই ফোটাবে ? আতঙ্কিত হয়ে পড়লো তাজিন। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা বুঝতে পারলেন ডাক্তার। আশ্বস্ত করলেন ওকে। 'না না, ভয় পাবেন না, মিস রহমান। ও কিছু টের পাবে না।'

'কি হয়েছে আমার ছেলের, ডাক্তার ?' নিজের গলার স্বর চিনতে পারলো না তাজিন।

গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার। 'আন্দাজে ভবিষ্যদ্বাণী করা কোনো ডাক্তারেরই উচিত নয়। দু' এক ঘন্টার মধ্যেই সবকিছু জেনে যাবো আমরা।' গলার স্বর পাল্টালেন তিনি, 'আপনার ছেলের জ্ঞান ফিরে এসেছে। কথা বলতে চান ?'

লাফিয়ে উঠলো তাজিন। 'অবশ্যই, ডাক্তার !'

নার্সের পেছন পেছন টুশকুকে যে রুমে রাখা হয়েছে সেখানে এলো তাজিন।

পাণ্ডুর মুখে শুয়ে আছে টুশকু। মনে হচ্ছে এই অল্প সময়েই শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। তাজিন ঢুকতেই ওর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'আম্মি !'

'আমার সোনা !' ছুটে গিয়ে পাশে বসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো তাজিন ওর ছোট্ট শরীরটা। 'কেমন লাগছে তোমার ? সব ঠিক আছে তো ?'

হাই তুললো টুশকু। 'কেমন কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে যেন আমি অন্য কোথাও আছি, এখানে নেই।'

ওর কপালে চুমু খেলো তাজিন। 'আমার লক্ষ্মীসোনা, তুমি তো এখানে আমার কাছেই আছো।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু আম্মি, আমি সবকিছু দু'টো করে দেখতে পাচ্ছি। এমনকি তোমাকেও।'

চমকে উঠলো তাজিন। ডাব্‌ল্ ভিশন ! ওর ডান হাতটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলো। 'ডাক্তারকে এ-কথা বলেছো ?'

'হু। ডাক্তারও দু'টো হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা আম্মি, ডাক্তার দু'টো বিল পাঠাবে না তো ?' বলে শব্দ করে হেসে উঠলো টুশকু।

হেসে ওর চুল এলোমেলো করে দিলো তাজিন। বুকটা মোচর দিয়ে উঠলো। কি ক্লান্ত দেখাচ্ছে সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেটাকে !

'আম্মি !'

'কি বাবা ?'

'তুমি আমাকে মরে যেতে দেবে না তো ?'

চোখের সামনে পৃথিবী এলোমেলো হয়ে গেল তাজিনের। দু'-চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। 'না সোনা, না। কেন তুমি মরতে যাবে ? ডাক্তাররা দু'দিনেই তোমাকে ভালো করে তুলবেন। তখন বাসায় চলে যাবো আমরা।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কথা দাও, এবার ভালো হয়ে উঠলে আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবে ?'

ওপর নিচে মাথা নাড়লো তাজিন। কেঁদে ফেলার ভয়ে কথা বলতে পারলো না।

ঠিক দু'মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়লো টুশকু।

ডক্টর মরিস সাদা জ্যাকেট পরা দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে রুমে ঢুকলেন।

'এখনই টেস্টগুলো শুরু করতে যাচ্ছি আমরা। খুব বেশিক্ষণ

লাগবে না। আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।'

টুশকুকে ট্রলিতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। চুপচাপ বসে বসে দেখলো তাজিন। মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর শরীরের সব শক্তি শুষে নিয়েছে। সাদা দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে রইলো তাজিন। নিশ্চল।

কানের কাছে কে যেন ডাকলো ওকে, 'মিসেস রহমান!'

চোখ তুলে দেখলো, ডক্টর মরিস। বিরক্ত হলো ও। 'কি ব্যাপার, ডাক্তার? এখনো টেস্ট শুরু করেননি?'

অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলেন ডক্তার। 'টেস্ট শেষ হয়ে গেছে।'

চমকে ঘড়ির দিকে তাকালো তাজিন। টুশকুকে নিয়ে যাবার পর দু'ঘণ্টা কেটে গেছে! কেমন করে? কখন?

জিজ্ঞাসু চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলো তাজিন। কোনকিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না! কিছু জিজ্ঞেস করবে, সে সাহসও সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না।

অবশেষে ডাক্তারই নীরবতা ভাঙলেন। 'আপনার ছেলে সাবডুরাল হেমাটোমাতে ভুগছে।' তাজিনের চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ব্যাখ্যা করলেন তিনি, 'আঘাতটা ওর মগজের ঝিল্লিতে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে।'

মুখের ভেতরটা যেন একেবারে শুকিয়ে গেল তাজিনের। গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।

অনেক কষ্টে অবশেষে বলতে পারলো, 'মানে…এখন কি করতে হবে…'

সোজা ওর চোখের দিকে তাকালেন ডাক্তার, 'এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে। আপনার অনুমতি প্রয়োজন।'

www.boiRboi.blogspot.com

ডাক্তার কি ওর সঙ্গে মজা করছে? এক্ষুনি নিশ্চয়ই হা হা করে হেসে উঠবেন তিনি, 'কেমন ভয় দেখালাম, মিসেস রহমান? আপনার ছেলে তো সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার সময় নষ্ট করেছেন বলে একটু শাস্তি দিলাম আর কি! শুধু বেশিরকম ঘুমোচ্ছে, আর তো কোনো সমস্যা নেই। কেন যে শুধু শুধু বিরক্ত করেন আমাদের!'

কিন্তু বাস্তবে ডাক্তারের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অন্য কথা। 'সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে আপনার, অপারেশনের ধকল সইতে পারবে বলে মনে হয়। অপারেশন সফল হবে, নিঃসন্দেহে আশা করা যায়।'

অসহ্য রাগ হলো তাজিনের। এই লোকটা ওর ছেলের মগজের মধ্যে ছুরি চালাতে চাচ্ছে, যাকে বহু যত্নে নয়টি মাস নিজের গর্ভে বড়ো করেছে তাজিন। ছয়টি বছর যাকে বুকে করে রেখেছে! ওর ছোট্ট মগজটা ছিন্নভিন্ন হবে ছুরির খোঁচায়! কিছুতেই না!

'না!' তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো তাজিন।

'আপনি কি অপারেশনের অনুমতি দিতে চাচ্ছেন না?' বিস্মিত হলেন ডাক্তার।

'আমি … মানে…' ঢোক গিললো তাজিন। 'অপারেশন না করলে কি হবে?'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে সে। বাচ্চার বাবা কোথায় আছেন? তাঁকে খবর দিন।'

ফস্টার! যে কোনকিছুর বিনিময়ে ওকে যদি এ-মুহূর্তে কাছে পেতো! ওর শক্ত বাহুর নিরাপত্তা হয়তো এ-সময় দিতে পারতো একটুখানি আশ্বাস।

'না।' লম্বা করে শ্বাস টানলো তাজিন, 'ওর বাবা শহরে নেই। বাইরে গেছেন। আমিই অনুমতি দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন, ডাক্তার, আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই।'

ডাক্তার একটা ফর্ম ফিল-আপ করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'এখানে একটা সাইন লাগবে।'

একবার ফর্মটা না পড়ে সাইন করে দিলো তাজিন। 'কতক্ষণ লাগবে?'

যতক্ষণ না খুলতে···মানে অপারেশন শুরু না করছি, কিছুই বলতে পারছি না। আপনি কি এখানেই অপেক্ষা করবেন?'

'না!' চেঁচিয়ে উঠলো তাজিন। মনে হচ্ছে, ধবধবে সাদা দেয়ালগুলো চারদিক থেকে চেপে আসছে ওর দিকে, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু বাতাস দরকার। 'আপনাদের হাসপাতালে প্রার্থনা করার কোনো জায়গা নেই?'

ছোট্ট একটা চ্যাপেল। দেয়ালের চার দিকে যীশুর পেইন্টিং। তাজিন ছাড়া রুমটায় আর কেউ নেই। এক কোণে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও। কেমন করে প্রার্থনা করতে হয়, কিছুতেই ওা মনে পড়ছে না। কেউ ওকে শেখায়ওনি কখনো।

মনটাকে শান্ত করলো তাজিন। যীশুর ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে একবার মনে হলো, এ-ঘরে আল্লাহ্ আসবেন তো! আবার মনে হলো কি পাগলামি করছে ও! বিপদের সময় যীশু, আল্লাহ্ আর ভগবান—কোনো পার্থক্য আছে কি?

চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলো তাজিন। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। বারবার শুধু মনে হচ্ছে···কেন আকাপুলকোতে নিয়ে গিয়েছিল টুশকুকে···ভাবছে ও—কেন ওকে স্কি করতে দিলাম? কেন ঐ মেক্সিকান হাতুড়ে ডাক্তারটার কথা বিশ্বাস করলাম? মনে মনে বললো, খোদা, তুমি যা চাও সব দেবো, শুধু আমার ছেলেটাকে ভালো করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, খোদা বলে সত্যিই কেউ আছেন কি? যদি থাকতেন, তাহলে টুশকুর মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে কেমন করে এতবড়ো শাস্তি তিনি দিলেন, যে ছেলেটা কখনো একটা মাছিকেও আঘাত করেনি! ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা শিশুকে কিভাবে তিনি এ অবস্থায় ফেলতে পারেন!

আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাইলো, ডাক্তার তো বলেছেন, টুশকু অপারেশনের জন্যে ফিট আছে। তাহলে অপারেশন কেন আনসাকসেসফুল হবে?

খোদা, সবকিছু ঠিক করে দাও। কেন ঠিক হবে না? একশোবার ঠিক হবে। টুশকু একটু ভালো হয়ে উঠলেই ওকে নিয়ে বাংলাদেশে যাবে। দিদাকে সব খুলে বলবে। সবাই মিলে বেড়াতে যাবে গ্রামে। চোখের সামনে তাজিন দেখতে পেলো সাঁতারের পোশাক পরে মেঘনায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে টুশকু, দৌড়ে যাচ্ছে সর্ষে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে, গড়াগড়ি খাচ্ছে খড়ের গাদায়, চাঁদের আলোয় উঠোনে বসে গল্প শুনছে দিদার কাছে ···

ধীরে ধীরে সমস্ত চিন্তাশক্তি লোপ পেলো তাজিনের। নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো দেয়ালের দিকে।

অনেক···অনেকক্ষণ পর কে যেন ওর কাঁধে হাত রাখলো।

পেছন ফিরে তাকালো তাজিন। ডক্টর মরিস দাঁড়িয়ে আছেন।

www.boiRboi.blogspot.com

তাঁর মুখের দিকে চাইলো সে। কোনো প্রশ্ন করার দরকার হলো না।

কার্পেটে লুটিয়ে পড়লো তাজিন। অজ্ঞান।

ছাব্বিশ

একটা সরু লোহার টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে টুশকুকে। নিথর নিস্পন্দ শরীর। বরফের মতো ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে যেন শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। কতদিন টুশকুর বিছানায় বসে বসে প্রাণভরে দেখেছে ওর ঘুমন্ত অবয়ব, আদর করে চুমু খেয়েছে কপালে, কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাওয়া শরীর।

অথচ আজ কতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে ওর সমস্ত শরীর। আর কখনো তা গরম হবে না। উজ্জ্বল চোখ মেলে আর কোনদিন তাকাবে না ও, মিষ্টি করে হাসবে না, ছোট্ট দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে না মায়ের গলা।

ডাক্তারের দিকে ফিরলো তাজিন। 'একটা কম্বল দিয়ে ওকে ঢেকে দিন। ঠাণ্ডা একদম সহ্য করতে পারে না ও।'

'ও তো···' তাজিনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন

www.boiRboi.blogspot.com

ডাক্তার। 'অবশ্যই, মিসেস রহমান।' নার্সের দিকে ফিরলেন তিনি, 'একটা কম্বল নিয়ে এসো।'

ঘরের মধ্যে ডজনখানেক লোক রয়েছে। কিন্তু কারো কোনো কথা কানে ঢুকছে না তাজিনের। মনে হচ্ছে যেন একটা সাউণ্ডপ্রুফ কাচের জারের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে ও।

কেউ ওর বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিতেই সচেতন হয়ে উঠলো তাজিন। সঙ্গে সঙ্গে শব্দময় হয়ে উঠলো সারা ঘর।

ডাক্তার ওর কানের কাছে চিৎকার করছেন। 'পোস্টমর্টেম করতে হবে। আপনার অনুমতি···'

দু'চোখ জ্বলে উঠলো তাজিনের। 'খবরদার! আমার ছেলের শরীরে আবার যদি ছুরি চালাতে যান, খুন করবো আমি আপনাকে!'

একজন নার্স ওকে ধরে অন্য রুমে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু নড়লো না তাজিন। 'টুশকুকে একা রেখে কোথাও যাবো না আমি। যদি কেউ রুমের লাইট নিবিয়ে দেয়, ও ভয় পাবে। অন্ধকার একেবারেই পছন্দ করে না আমার ছেলে।'

কে যেন ওর বাঁ হাতটা টেনে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে বাহুতে সুঁই-য়ের খোঁচা অনুভব করলো ও। একটু পরে একধরনের আরামদায়ক উষ্ণতা ঘিরে ধরলো ওকে।

ঘুমিয়ে পড়লো তাজিন।

যখন জাগলো, বিকেল হয়ে গেছে। কেউ ওর কাপড় পাল্টে হাসপাতালের গাউন পরিয়ে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়।

উঠে নিজের কাপড় পরে নিলো তাজিন। সোজা ডক্টর মরিসের

রুমে গেল।

ওকে দেখে হাসলেন ডাক্তার। 'একটু ভালো বোধ করছেন তো? কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, আমরাই আপনার হয়ে ফিউনারেলের সব ব্যবস্থা সেরে রেখেছি। আপনি শুধু শুধু...'

'সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার।' শীতল দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকালো তাজিন।

পরের দু'দিন তাজিন ব্যস্ত রইলো টুশকুর শেষ শয্যার জন্যে জায়গা নির্বাচনের কাজে। শহরের বাইরে সাগরতীরের এক নিরিবিলি গ্রেভইয়ার্ড পছন্দ হলো ওর, টুশকু এখানে ভালোই থাকবে। সাটিনের লাইনিং দেয়া সাদা একটা কফিন বাছলো। এই দু'দিন এক ফোঁটা চোখের জল ফেললো না, পুতুলের মতো কাজ করে গেল। মনে হচ্ছে কেউ যেন কাজগুলো ওকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। আণ্ডারটেকারের অফিস থেকে বেরোবার সময় লোকটা ওকে ডেকে বললো, 'কবর দেবার সময় যদি ছেলেকে বিশেষ কোনো পোশাক পরিয়ে দিতে চান এখানে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা ওকে রেডি করে দেবো।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকালো ও লোকটার দিকে। 'আমার ছেলেকে আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দেবো।'

অবাক হয়ে গেল লোকটা। ভদ্রমহিলা কি জানেন যে দু'দিন আগের মরা মানুষকে পোশাক পরানো কি কঠিন কাজ!

নিজে গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরলো তাজিন। মিসেস মার্টিন রান্নাঘরে বসে বসে কাঁদছিলেন। তাজিনকে দেখে ছুটে এলেন, 'ওহ্, মিসেস রহমান...'

www.boiRboi.blogspot.com

তাঁর দিকে একবারও না তাকিয়ে দোতলায় টুশকুর ঘরে উঠে এলো তাজিন। সবকিছু ঠিক আগের মতই আছে। বইপত্র, খেলনা, স্কি —সবকিছু যেন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। শুধু টুশকুই নেই।

ক্লজেট খুললো তাজিন। গত জন্মদিনে দেয়া গাঢ় নীল স্যুট, জীনস্, টি-শার্ট, গেঞ্জি শর্টস সবকিছু গুছিয়ে রাখা আছে ড্রয়ারে। টুশকু খুব গোছানো প্রকৃতির ছেলে।

মিসেস মার্টিন ওর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। 'আপনি ঠিক আছেন তো মিসেস রহমান?'

'হুঁ। আমি ঠিকই আছি। ধন্যবাদ মিসেস মার্টিন।'

'কিছু খুঁজছেন? আমার সাহায্য দরকার?'

'না না। আমি টুশকুকে পরাবার জন্যে একটা সুন্দর পোশাক খুঁজছি। আপনার কি মনে হয়, কোন পোশাকটা ও সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতো?'

ওর ঠাণ্ডা চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন মিসেস মার্টিন। 'আপনি বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিন, মিসেস রহমান। আমি এক্ষুনি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।'

কোনো কথা না বলে তাজিন হ্যাঙ্গারে ঝোলানো টুশকুর পোশাকগুলো টেনে নামিয়ে বিছানার ওপর রাখলো। একটু ভেবে নিয়ে ওর বেসবল ইউনিফর্মটা তুলে নিলো হাতে। 'এই পোশাকটাই ও সবচেয়ে বেশি পরতো, তাই না? আচ্ছা, আর কি কি দরকার হবে ওর বলুন তো?'

মিসেস মার্টিনের অবাক চোখের সামনে তাজিন ড্রেসারের ভেতর থেকে আণ্ডারওয়্যার, মোজা আর সাদা একটা শার্ট বেছে

নিলো। এগুলো সবই টুশকুর দরকার হবে। ও যে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। লম্বা একটা ছুটি।

বিরাট একটা টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে টুশকুকে। টেবিলটা এতই বড় যে টুশকুর ছোট্ট দেহটাকে আরো ছোট মনে হচ্ছে।

তাজিন টুশকুর পোশাকগুলো নিয়ে এলে মর্চারির লোকটি আবার শুরু করলো, 'দেখুন, মিসেস রহমান, আমরা ডক্টর মরিসের সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা বলেছি। দায়িত্বটা আমাদেরকে দিলেই ভালো হতো। আমরা এতে…'

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তাজিন। 'বেরিয়ে যান!'

ঢোক গিললো লোকটা। 'ঠিক আছে, মিসেস রহমান আপনি, যা ভালো মনে করেন।'

বেরিয়ে গেল সে তাজিনকে একা রেখে। টুশকুর দিকে ফিরলো তাজিন। কি সুন্দর শান্তিতে ঘুমোচ্ছে! চাদর সরিয়ে উলঙ্গ শরীটায় মমতার হাত বোলালো। ধীরে ধীরে পোশাক পরাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু মার্বেল পাথরের মতো শক্ত আর ঠাণ্ডা শরীরটা। মনে হচ্ছে যেন টুশকু নয়, টুশকুর মূর্তী। বহু কষ্টে শর্টস পরালো, ট্রাউজার পরালো। শার্ট পরাবার সময় ওর কোল থেকে টুশকুর মাথাটা গড়িয়ে পড়লো, ঠকাশ করে বাড়ি খেলো শক্ত লোহার টেবিলে। আর্তনাদ করে উঠলো তাজিন, 'উহু! ব্যথা পাওনি তো, সোনা? আমি ইচ্ছে করে করিনি, হঠাৎ পড়ে গেছে!' কাঁদতে শুরু করলো ও ছেলেকে বুকে জড়িয়ে।

তিন ঘণ্টা লাগলো টুশকুকে সাজাতে। বেসবল ইউনিফর্ম, প্রিয় শার্ট, সাদা মোজা আর স্নিকার পরে আছে ও। বেসবল ক্যাপটা মুখের অর্ধেকটাই ঢেকে দিচ্ছিলো, তাই শেষ পর্যন্ত ওটা টুশকুর বুকের ওপর রেখে দিলো তাজিন।

আণ্ডারটেকার যখন ঘরে ঢুকলো, তাজিন তখন টুশকুর হাত ধরে কথা বলছে ওর সঙ্গে। ভদ্রলোক ওর কানের কাছে আস্তে খুক্‌খুক্‌ করে কাশলেন। 'এখন থেকে ওর দায়িত্ব আমাদের।'

শেষবারের মতো চোখ ভরে দেখে নিলো তাজিন ছেলেকে। 'দয়া করে ওর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। জানেন তো মাথার পেছন দিকে ব্যথা পেয়েছে।'

কবর দেবার সময় তাজিন আর মিসেস মার্টিন ছাড়া কেউ উপস্থিত ছিলো না। একবার ভেবেছিল ভ্যালেন্টিকে খবর দেবে। কিন্তু মন থেকে সায় পায়নি। ওর জীবনটা তিনটে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ফস্টার, টুশকু আর ভ্যালেন্টি। এই তিনটে অংশকে পরস্পরের থেকে সযত্নে আলাদা করে রেখেছে এতদিন। ফস্টারকে প্রথমেই হারিয়েছে, টুশকুও চলে গেল। রইলো ভ্যালেন্টি। বন্ধু বলতে ঐ একজনই।

ম্যানহাটানের এক মসজিদের ইমাম টুশকুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কোরানের আয়াত আওড়ালেন। অনেক খুঁজেপেতে চাইনিজ বংশোদ্ভুত এই মওলানাকে নিয়ে এসেছে তাজিন। তাঁর কাঁপা কাঁপা কণ্ঠের বিলম্বিত সুর অপার্থিব এক করুণ পরিবেশের সৃষ্টি করলো।

মিসেস মার্টিন তাজিনের ঠাণ্ডা হয়ে আসা হাত ধরে টানলেন, 'চলুন, আপনাকে বাসায় যেতে হবে।'

বৃদ্ধার দিকে চাইলো তাজিন, শীতল কণ্ঠে বললো, 'আমি তো

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিকই আছি। আমার না। টুশকুর কারোরই আর আপনাকে দরকার হবে না, মিসেস মার্টিন। আপনাকে এক বছরের পুরো বেতন আর ভালো কাজ করার জন্যে সার্টিফিকেট দেবো। অন্য কোথাও কাজ পেতে অসুবিধে হবে না। টুশকু এবং আমি—দু'জনেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক করেছেন আপনি আমাদের জন্যে।'

মিসেস মার্টিন হাবার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, চোখে রাজ্যের বিস্ময়। তাঁর দিকে একবারও না তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো তাজিন গাড়ির দিকে।

ঘরে ফিরে সদর দরজা লক্ করে টুশকুর ঘরে চলে এলো তাজিন। দরজা বন্ধ করে লুটিয়ে পড়লো বিছানায়। চারদিকে তাকালো দিশেহারার মতো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে টুশকুর ব্যবহার করা প্রিয় জিনিসগুলো। তাজিনের মনে হলো, এটাই ওর পৃথিবী। বাইরের সবকিছু অলীক, মিথ্যে।

সিনেমার মতো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সে জন্মের পর চিৎকার করে কাঁদছে ছোট্ট টুশকু···হামাগুড়ি দিচ্ছে···আধো আধো কথা বলছে···টলতে টলতে হাঁটছে···আকাপুলকো। উল্টে পড়ছে টুশকু পানির মধ্যে, মাথা ঠুকে গেছে স্কি-তে। আকাপুলকো! ফস্টারের সঙ্গে আবার যেখানে দেখা হয়েছিল ওর! শরীর নিয়ে মাতামাতি করেছিল সেই আগের মতো। শাস্তি! হ্যাঁ, খোদা ওকে ওর পাপের শাস্তি দিয়েছেন।

চিরদিনের জন্যে নরকবাস ঘটেছে ওর। এটাই ওর নরক।

সময়ের হিসেব গুলিয়ে গেল তাজিনের। পড়ে রইলো বন্ধ ঘরে। ক্ষুৎপিপাসা ভুলে গেল। টুশকুর স্মৃতিই সত্যি হয়ে রইলো কেবল।

www.boiRboi.blogspot.com

* *

তিনটে দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন দরজায় বেল বাজালো কেউ। কানে গেল শব্দটা, কিন্তু মস্তিষ্কে পৌঁছুলো না। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিলো, চেঁচিয়ে তাজিনের নাম ধরে ডাকলো লোকটা। বিরক্তিতে ভরে গেল তাজিনের মন। কেন ওকে জ্বালাতে এসেছে লোকটা? কে সে? কেন ওকে একা থাকতে দিচ্ছে না!

অস্পষ্টভাবে কানে এলো জানালার কাচ ভাঙার শব্দ। একটু পরেই কে যেন ধাক্কা দিলো টুশকুর রুমের দরজায়। তবুও তাজিনের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।

একসময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো দরজা। অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি লাফ দিয়ে ঢুকলো ঘরের ভেতরে। তাজিনের অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলো, 'জেসাস ক্রাইস্ট!'

চিনতে পারলো না ওকে তাজিন। বিরক্ত হয়ে বহু কষ্টে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলো।

ভ্যালেন্টিকে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হলো তাজিনের সঙ্গে। তবু জোর করে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারতে লাগলো ওকে তাজিন। আঁচড়ে খামচে রক্তাক্ত করে দিলো ওর সারা শরীর। নিক ভিটো নিচে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছিল। দু'জনে মিলে বহুকষ্টে টেনে-হিঁচড়ে ওকে গাড়ির পেছনের সিটে তুললো।

তাজিন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না এই দু'টো গুণ্ডা কেন ওর সঙ্গে এমন করছে! কেন ওকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাচ্ছে টুশকুর কাছ থেকে!

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদেরকে বাধা দেবার চেষ্টা করলো তাজিন। অবশেষে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লো ভ্যালেন্টির কোলে।

*   *

সুন্দর এক রোদেলা সকালে ঘুম ভাঙলো তাজিনের। পরিষ্কার ছোট্ট একটা ঘরে শুয়ে আছে ও চাদরের তলায়। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের সারবাঁধা পাহাড়, লেকের নীল জল টলটল করছে তরল রুপোর মতো। বিছানার পাশেই চেয়ারে বসে আছে ফুটফুটে সুন্দর একজন নার্স।

হাসলো মেয়েটি। 'কেমন আছেন, মিস রহমান?'

'আমি কোথায়?' কথা বলার চেষ্টা করতে গলার ভেতর ব্যথা পেলো তাজিন।

'বন্ধুদের মাঝেই। মিস্টার ভ্যালেন্টি আপনাকে নিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোক খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আপনার জ্ঞান ফিরেছে শুনলে আশ্বস্ত হবেন।'

খবর দেবার জন্যে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে যেতে লাগলো তাজিনের। দাঁতে দাঁত চাপলো সে। জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইলো সব চিন্তা। ও কি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল?

ভ্যালেন্টি ওকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। ফস্টার নয়। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো তাজিনের। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হলো ভ্যালেন্টিকে।

মাথার কাছে পায়ের শব্দ পেলো তাজিন। তাকালো। ভ্যালেন্টি অবাক চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। নিচু হয়ে ওর কপালে হাত রাখলো। 'কেন আমাকে জানাওনি, তাজিন?'

ভ্যালেন্টির ডান হাতটা নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরলো তাজিন। 'ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলে তুমি। আমি···পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

www.boiRboi.blogspot.com

'আসলেই তাই।' ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলো ভ্যালেন্টি।

'ক'দিন ধরে এখানে আছি আমি, অ্যান্টোনিও?'

'চারদিন। নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হয়েছে তোমাকে এ ক'দিন।'

লজ্জা পেলো তাজিন। নিশ্চয়ই হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল ও। 'আমি দুঃখিত, অ্যান্টোনিও।'

হাসলো ভ্যালেন্টি। ওর হাতে মৃদু চাপ দিলো।

পাশ ফিরতে চেষ্টা করলো তাজিন। কিন্তু মনে হলো, শরীরে এক বিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

'ব্রেকফাস্ট আসছে। ডাক্তার বলেছে গলা পর্যন্ত খাইয়ে মোটা-তাজা করতে হবে তোমাকে।' হাসতে হাসতে বললো ভ্যালেন্টি।

'না না, কিছু খেতে পারবো না আমি। খাবার রুচি নেই।'

'খেতেই হবে তোমাকে।'

নার্স মেয়েটি ট্রে-ভর্তি খাবার নিয়ে এলো। আধাসেদ্ধ ডিম, টোস্ট, কর্নফ্লেক্স, কলা আর চা। অবাক হলো তাজিন। কারণ, বুঝতে পারলো ভীষণ খিদে পেয়েছে ওর। অথচ এতক্ষণ টেরই পায়নি কিছু।

ভ্যালেন্টি নিজের হাতে যত্ন করে খাইয়ে দিলেন ওকে। আনচান করে উঠলো তাজিনের মন। মনে হলো, কোনদিন কেউ ওকে এমন আদর করে খাইয়ে দেয়নি। দিদার কথা মনে পড়লো। আদরের ঐ একটি জায়গাই ছিলো ওর, কিন্তু অনেক আগে সেটা ত্যাগ করেছে ও নিজেই। যার জন্যে সবকিছু ছেড়েছিল, সে-ই তো চলে গেল ওকে ছেড়ে। আচ্ছা, দেশে ফিরে যাওয়া যায় না এখন? আর

তো কোন বাঁধন নেই ওর!

কিন্তু ভ্যালেন্টি! মাফিয়ার বিশাল সংগঠন!

মুক্তি নেই! মুক্তি নেই!

টিস্যু পেপার দিয়ে তাজিনের ঠোঁট মুছে দিলো ভ্যালেন্টি। বাসনপত্রসহ ট্রে-টা সরিয়ে রাখলো। 'আমাকে এক্ষুনি একবার নিউ ইয়র্কে যেতে হবে। ফিরতে দিন পাঁচেক দেরি হবে। একা একা থাকতে কষ্ট হবে না তো?'

মাথা নাড়লো তাজিন।

'আমি চাই, তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। মনে থাকবে?' ঝুঁকে পড়ে তাজিনের কপালে চুমু খেলো ভ্যালেন্টি।

সাতাশ

ইউ এস মেরিন কোর বেইসের কনফারেন্স রুমটিতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। দরজার বাইরে প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড। ভেতরেও। একটা লম্বা মেহগনি কাঠের চকচকে টেবিলের একপাশে সার বেঁধে বসেছেন জিম ফস্টার, অ্যাডাম হারপার এবং এফবি আইয়ের অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর। উল্টোদিকে মাথা নিচু করে বসে আছেন ভূতপূর্ব

www.boiRboi.blogspot.com

কনসিলিয়ারি বুশম্যান।

বেইসে বসে ইন্টারোগেশন করার আইডিয়াটা ফস্টারের। 'একমাত্র এখানেই বুশম্যানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া যায়।'

উপর মহলের সবাই মেনে নিয়েছিলেন তাঁর যুক্তি। বুশম্যানকে শহরে না নিয়ে জুরিরা সবাই চলে এসেছেন এখানে। এ-ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন সামরিক বেসামরিক অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

ফস্টার শুরু করলেন, 'সবার সামনে আপনার পরিচয়টা দেবেন কি?'

'আমার নাম টমাস বুশম্যান।'

'পেশা?'

'আমি একজন অ্যাটর্নি। নিউ ইয়র্কে প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স আছে। তবে অন্য স্টেটেও প্র্যাকটিস করতে বাধা নেই।'

'কতো বছর ধরে এ-পেশায় রয়েছেন?'

'পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি।'

'আপনি কি জেনারেল প্র্যাকটিস করেন?'

'না, স্যার। আমার ক্লায়েন্ট একজনই।'

'নাম কি তার?'

'এই পাঁয়ত্রিশ বছরের বেশিরভাগ সময়ই আমি কাজ করেছি গডফাদার মাইকেল স্পিনোযার জন্যে। সম্প্রতি মারা গিয়েছেন তিনি। অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি তাঁর জায়গা নিয়েছে। আমি এখন কাজ করছি অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি আর তার অর্গানাইজেশনের জন্যে।'

'আপনি কি মাফিয়ার অর্গনাইজ্‌ড্‌ ক্রাইমের কথা বলছেন?'

'জী, স্যার।'

'এত বছর ধরে যখন ওদের কাজ করছেন, তখন প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আপনি ওদের অন্ধিসন্ধি সবই জানেন।'

'অর্গানাইজেশনে এমন কিছু কখনোই ঘটে না যা আমি জানি না।'

'আপনি কি অপরাধমূলক কাজের কথা বলছেন?'

'অবশ্যই, সিনেটর।'

'সে-সব অপরাধের কিছু কিছু বর্ণনা দিতে পারেন?'

পরের দু'ঘণ্টা বুশম্যান একাই কথা বলে গেলেন। বলিষ্ঠ, শক্তিশালি কণ্ঠস্বর। আগের নার্ভাসনেস কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। ফিরে পেয়েছেন হৃত ব্যক্তিত্ব।

একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ লোকের নাম, জায়গা, তারিখের উল্লেখ করে গেলেন তিনি নির্দ্বিধায়। ভয়ঙ্কর সব অপরাধের কথা শোনালেন। মাফিয়ার প্রতিহিংসা নেবার নিজস্ব প্রক্রিয়া বর্ণনা করলেন। তাদের অদ্ভুত হিংস্রতার কথা শোনালেন, যুক্তিতর্ক দিয়ে যার বিচার করা যায় না।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন জুরিরা। অপরাধের সাক্ষীদের কি নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, বা ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে, কিংবা সামান্য সন্দেহের কারণে কিভাবে মেরে ফেলা হয়েছে নিজেদেরই লোককে—শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো উপস্থিত সবার। এই প্রথমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ-সংগঠনের স্বরূপ উন্মোচিত হলো।

ফস্টার আর হারপার মাঝে মাঝে তাঁকে থামিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন। এতবড়ো সৌভাগ্য নিজের থেকে হাতের

www.boiRboi.blogspot.com

মুঠোয় এসে পড়ায় ঠিক বিশ্বাস হতে চাচ্ছিলো না। সোনার খনি আবিষ্কার হলেও যেন এত খুশি হতে পারতো না কেউ।

জুরিদের একজন একটা সাড়া-জাগানো ঘুষের মামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন বুশম্যানকে। তখনই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেল। ফস্টার এই বিপদের কথাটা একবারও চিন্তা করেনি।

জুরির প্রশ্নের জবাবে ধীরেসুস্থে বলতে শুরু করলেন বুশম্যান, 'ঘটনাটা ঘটেছিল বছরখানেক আগে। তখন থেকেই অ্যান্টোনিও আমাকে কাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে শুরু করে। ঐ মামলাটা করেছিল তাজিন রহমান।'

আকাশ ভেঙে পড়লো ফস্টারের মাথায়।

উল্লাসে ফেটে পড়লেন অ্যাডাম হারপার। 'তাজিন রহমান? ঐ কালো মেয়েটা?'

'ইয়েস, স্যার।' ঘৃণা ফুটে উঠলো বুশম্যানের কণ্ঠস্বরে। 'সে এখন অর্গানাইজেশনের কাউন্সেলার।'

ফস্টারের প্রচণ্ড ইচ্ছে হলো বুশম্যানের মুখ চেপে ধরে।

'মেয়েটি সম্পর্কে যা জানেন, খুলে বলুন।' খুশি খুশি ভাব হারপারের চোখেমুখে।

বলতে শুরু করলেন বুশম্যান। 'আমাদের সব বড়ো বড়ো ব্যবসাই এখন ওর প্ল্যানমতো চলে। সবকিছুর সঙ্গেই ও জড়িত। সুদের ব্যবসা, জুয়া…'

ফস্টার থামাতে চাইলো, 'এসব ব্যাপার…'

'…খুন।'

শব্দটা সারা ঘরে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়লো। হাঁ হয়ে চেয়ে রইলো ফস্টার। খুন! কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। তীর

ছুটে গেছে হাত থেকে। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো—এ আশঙ্কার কথা আগে কেন মনে পড়েনি!

নিস্তব্ধতা ভাঙলো ফস্টারই। 'দেখুন, মিস্টার বুশম্যান, প্রমাণ ছাড়া কোনো বক্তব্যই ধোপে টিকবে না। আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছেন না যে মিস তাজিন রহমান খুন করেছে?'

'ঠিক সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি। খুন করা আর খুন করানো—দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য আর কতটুকু? তাজিন রহমান ছেলের কিডন্যাপারকে খুন করার আদেশ দিয়েছিল অ্যান্টোনিওকে। লোকটির নাম ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন। তাজিনের আদেশেই তাকে গুলি করে মারে অ্যান্টোনিও।'

গুঞ্জন উঠলো চারদিক থেকে।

তাজিনের ছেলে! ফস্টার ভাবতে চেষ্টা করলো—নিশ্চয়ই কোথাও বড়ো রকমের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তাজিনের ছেলে আসবে কোথা থেকে? বিয়েই তো করেনি ও।

তোতলাতে শুরু করলো ফস্টার, 'আমি মনে করি···মানে··· ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া···'

'প্রমাণ ছাড়া!' অবাক হলেন বুশম্যান। 'তাজিন যখন অ্যান্টোনিওকে ফোন করেছিল, সে-মুহূর্তে আমি অ্যান্টোনিওর সঙ্গে ছিলাম।'

ঘাম বেরিয়ে এলো ফস্টারের কপালে। অনেক কষ্টে শুধু বলতে পারলো, 'সাক্ষীকে এ-মুহূর্তে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আজ এ-পর্যন্তই থাক।'

বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলেন বুশম্যান।

www.boiRboi.blogspot.com

আটাশ

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো আনকভার অপারেশন শুরু হতে যাচ্ছে।

ফেডারেল স্ট্রাইক ফোর্স, এফ. বি. আই, পোস্টাল এবং কাস্টম্‌স্ সার্ভিসেস, আভ্যন্তরিণ শুল্ক বিভাগ, ফেডারেল ব্যুরো অভ নারকোটিক্স এবং আরো আধা ডজন এজেন্সি একইসঙ্গে আদাজল খেয়ে লাগলো মাফিয়া পরিবারের পেছনে।

শুধু অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টির পরিবারেই নয়, ঝড় বয়ে গেল অন্য সব পরিবারেও।

ম্যাজিক-বক্সের চাবি তুলে দিয়েছেন বুশম্যান সরকারের হাতে —তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়ে গেল দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত।

হত্যা, হত্যার প্রচেষ্টা, ব্ল্যাকমেইল, ডাকাতি, ইনকামট্যাক্স ফাঁকি, ইউনিয়ন ফ্রড, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ইত্যাদি বিভিন্ন রকম অপরাধের অভিযোগে প্রতিদিন গ্রেফতার হতে লাগলো শত শত লোক। নড়ে উঠলো অন্ধকার জগতের ভিত।

সিনেট ইনভেস্টিগেশন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সাংঘাতিক

ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটতে লাগলো ফস্টারের। জর্জটাউনে নিজের বাড়িটিও অফিস হয়ে উঠলো, দিনরাত লোকজন আসে। স্টাডি রুম প্রায় কনফারেন্স রুমে পরিণত হলো। মাফিয়ার অপরাধ সংগঠ-নের শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারলে জিম ফস্টারের সামনের অনেক বাধাই কেটে যাবে। অবধারিতভাবে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেক-শন জিতে যাবেন তিনি।

স্বাভাবিকভাবে তার খুশি হবারই কথা। কিন্তু সব আনন্দ মুছে গেছে তার মন থেকে। জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃসময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

কোনভাবে যদি তাজিনকে সাবধান করে দেয়া যেতো। যাতে নিরাপদে কোথাও পালিয়ে যায় সে। চাইলে বাংলাদেশেও চলে যেতে পারে। এখনও হাতে কিছুটা সময় আছে। আত্মগ্লানিতে ভুগ-ছেন ফস্টার। এতদিন যাকে ভালোবেসে এসেছেন, তাকে নিজের হাতে জেলে ঢোকাতে হবে। কখনোই না। কিছুতেই না।

অথচ সিনেটের প্রতি, দেশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা রয়েছে তাঁর। অপরাধীকে বাঁচাবার চেষ্টা করা বা সাহায্য করার অর্থ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। কি করে সেটা করবেন তিনি। তাঁর মতো কঠোর নীতিবান একজন সিনেটর।

যদি কখনো প্রকাশ হয়ে যায় যে ফস্টার জঘন্য এক অপরাধীকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তার পারিবারিক জীবন।

কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই মেলাতে পারছেন না তিনি। বুশম্যানের বক্তব্য অনুসারে ছোট একটা ছেলে আছে তাজিনের। তা কেমন করে হয়। ক'দিন আগেই আকাপুলকোতে দেখা হয়েছে

www.boiRboi.blogspot.com

তাজিনের সঙ্গে। এ-ধরনের কিছু তো তাজিন তাকে বলেনি। যদি ছেলে ওর থেকেই থাকে, গোপন করার তো কোনো কারণ নেই।

সিদ্ধান্ত নিলো ফস্টার। এ-রহস্যের কিনারা করতে হবে। কথা বলতেই হবে তাজিনের সঙ্গে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

তাজিনের অফিসের নাম্বার ঘোরালেন তিনি। ও-পাশ থেকে ভেসে এলো একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো, কাকে চাইছেন?'

'মিস তাজিন রহমানকে লাইনটা দেবেন কি?'

'দুঃখিত, মিস্টার, তিনি এ-মুহূর্তে অফিসে নেই।'

'দেখুন, একটা সাংঘাতিক জরুরী ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু স্যার, আপনাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছি না আমি।' সত্যিই দুঃখিত হলো সেক্রেটারি।

'কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে, তা-ও জানেন না?'

'না, স্যার। উনি বলে যাননি। তবে অনেক অ্যাটর্নি রয়েছেন আমাদের অফিসে। কোনরকম সাহায্যের দরকার হলে বলতে পারেন।'

'না, মিস। ধন্যবাদ।'

এই পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে এ-মুহূর্তে ফস্টারকে সাহায্য করতে পারে।

পরের হপ্তায় বহুবার তাজিনকে টেলিফোন করলো ফস্টার। লিলি-য়ানা প্রতিবারই বললো, 'দুঃখিত, মিস্টার টার্নার, উনি অনেক দিন থেকেই অফিসে আসছেন না।'

সেদিন তৃতীয় বারের মতো ফোন করতে গেল ফস্টার। কিন্তু

চেরী ঘরে ঢুকতেই আস্তে করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। ক্রেডলে।

চেরী ওর ঘাড়ের পেছনে এসে দাঁড়ালো। আঙুল ডুবিয়ে দিলো ফস্টারের ঘন চুলের ভেতর। 'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ডার্লিং।'

'কই, না তো!'

ফস্টারের উল্টোদিকে একটা সোয়েডের চেয়ারে বসলো চেরী। 'সব ঝামেলা একসঙ্গে বেধেছে, তাই না? একে সামনে ইলেকশন, তার ওপর এই মাফিয়া-কেস!'

'আমার যা কর্তব্য, সেটা তো করে যেতেই হবে। চাইলেই তো আর পাশ কাটাতে পারি না!'

'আশাকরি সব ঝামেলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। এত টেনশনের মধ্যে তোমার খাওয়াদাওয়া, ঘুম সব প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।' চেরীর গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

'এ-তো নতুন কোনো ব্যাপার নয়, চেরী। গত ছয়-সাতটা বছর ধরেই তো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এ-ধরনের জীবনযাপনে।' একটু বিরক্ত হলো ফস্টার। 'আমার জন্যে চিন্তা করো না, চেরী।'

'কিন্তু চিন্তা না করে কি করবো? তাজিন রহমানের নাম আছে লিস্টে, তাই না?'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন ফস্টার। 'কেমন করে তুমি জানলে সেটা?'

শব্দ করে হাসলো চেরী। 'বাড়িটাকে তো তুমি ইতিমধ্যেই পাবলিক মিটিঙ প্লেস বানিয়ে ফেলেছো! এখানে যা ঘটে, জানার ইচ্ছে না থাকলেও কিছুকিছু কানে আসে আমার। আজকাল লক্ষ্য

www.boiRboi.blogspot.com

করছি, সবাই উঠেপড়ে লেগেছে অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি আর তার গার্ল-ফ্রেণ্ডকে জেলে পুরতে।' ফস্টারের দিকে চেয়ে রইলো চেরী, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না ফস্টারের চেহারায়।

মমতায় ভরে গেল চেরীর অন্তর। কি বোকা এই পুরুষমানুষগুলো! তাজিন রহমান সম্পর্কে ফস্টারের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে চেরী। ব্যবসা কিংবা রাজনীতিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেয় পুরুষমানুষেরা। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে কোথায় যায় তাদের মগজ উপচেপড়া বুদ্ধি! সে-জন্যেই বোধহয় বহু বিখ্যাত লোকের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে সস্তা কিছু মেয়েমানুষের কারণে।

তাজিনকেও সে-ধরনের মেয়ে বলেই মনে করে চেরী। ফস্টারের আর দোষ কি! প্রলোভনে পড়ে আদমও আপেল খেয়েছিল! ফস্টার তো নেহাতই রক্তমাংসের মানুষ!

তবে নিজের ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস আছে চেরীর। ঠিকসময় ঠিক কাজটা করতে পেরেছিল—এ-কথা মনে করে এখনো আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ও। কিভাবে মন গলিয়ে জিমকে সেদিন ওর সঙ্গে শুতে বাধ্য করেছিল, মনে হলে এখনও নিজের বুদ্ধির তারিফ করে চেরী।

তবে যা কিছু সে করেছে, সবই স্বামীর মঙ্গলের জন্যে—এটাই ওর কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা।

ফস্টারের দিকে চেয়ে খারাপ লাগলো চেরীর। এ-ক'দিনেই কেমন শীর্ণ হয়ে পড়েছে, চোখের কোলে কালি। সব ঝামেলা মিটে গেলে সুজানাকে হাউসকীপারের কাছে রেখে ওরা দু'জনে কোথাও থেকে ঘুরে আসবে—ঠিক করে চেরী। আচ্ছা, তাহিতিতে গেলে কেমন হয়?

উঠে জানালার কাছে এলো চেরী। জানালার বাইরে দু'জন সিক্রেট সার্ভিসের লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্ত হলো চেরী। এই একটা জিনিস কোনমতেই সহ্য করতে পারে না ও। ব্যক্তিগত জীবন বলতে যেন কিছুই নেই। সারাক্ষণ ওদের ওপর চোখ দিয়ে রেখেছে একদল লোক। কিন্তু একই সঙ্গে গর্বিত না হয়েও পারে না সে। ওর স্বামী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, গার্ডদের উপস্থিতি সেটাই মনে করিয়ে দেয়। ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট জিম ফস্টার। সবাই তাই বলে। হোয়াইট হাউসে থাকবার কথা ভাবলেই বাচ্চা মেয়ের মতো খুশি হয়ে ওঠে চেরীর সমস্ত দেহমন। অবসর সময়ে আজকাল একটি চিন্তাই আচ্ছন্ন করে রাখে তাকে—হোয়াইট হাউসের কর্ত্রী হয়ে কিভাবে সময় কাটাবে। ফস্টার যখন ওর মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, সে সময়টা চেরী হোয়াইট হাউসের আসবাবপত্রগুলোকে এদিক-সেদিক করে সাজাবে—বলতে গেলে এটাই ওর একমাত্র ছবি। ফার্স্ট লেডি হবার স্বপ্ন দেখে চেরী ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে।

হোয়াইট হাউসের এমন সব রুম দেখার সৌভাগ্য ওর হয়েছে, যা সাধারণ দর্শনার্থীদের হয় না। প্রায় তিন হাজার বই দিয়ে সাজানো বিরাট লাইব্রেরী, চায়না রুম, ডিপ্লোম্যাটিক রিসেপশন রুম—সবকিছু ছবির মতো ভাসতে থাকে ওর চোখের সামনে। দোতলার সাতটা গেস্ট বেডরুমসহ ফ্যামিলি কোয়ার্টার অপেক্ষা করছে ওর জন্যে—ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে চেরী।

অদূর ভবিষ্যতে ওই ঘরগুলোতেই থাকতে চলেছে ফস্টার আর ও। ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে ওরাও। কি দারুণ ব্যাপার!

মনে মনে আশ্বস্ত হয় চেরী। যাক্, ঐ তাজিন নামের মেয়েটিকে

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিকভাবেই কাটাতে পেরেছে ফস্টার। তা না হলে সর্বনাশ হয়ে যেতো ওর ক্যারিয়ারের।

চিন্তিত বিমর্ষ ফস্টারের দিকে নরম চোখে তাকালো চেরী, 'ডার্লিং, তোমার জন্যে এক কাপ কফি করে আনি?'

বারণ করতে যাচ্ছিলো ফস্টার, কিন্তু হঠাৎ মত পরিবর্তন করলো। 'হুঁ, সেটাই চাচ্ছিলাম মনে মনে।'

চেরী কিচেনের দিকে রওনা হতেই রিসিভারটা তুলে নিলো ফস্টার। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেক আগেই। তাজিনের অফিস নিশ্চয় বন্ধ এখন। কিন্তু তারপরেও আশা ছাড়তে পারে না ফস্টার। অপারেটরের সাড়া পাওয়া গেল।

দ্রুত বলতে থাকলো ফস্টার, 'শুনুন, এটা খুবই জরুরী ব্যাপার। আমি ক'দিন ধরেই মিস তাজিন রহমানকে খুঁজছি। আমার নাম টার্নার।'

'এক মিনিট ধরুন, দেখি, সাহায্য করতে পারি কিনা।' একটু পরে আবার কথা বলে উঠলো লোকটা। 'আমি খুবই দুঃখিত, মিস্টার টার্নার, মিস তাজিন রহমান কোথায় আছেন, তা কেউ জানে না। তবে নিশ্চিত উনি বাসায় নেই। আপনি কি কোনো মেসেজ রাখতে চান?'

'না।' ক্রেড্‌লে আছড়ে ফেললো ফস্টার রিসিভারটা। হতাশায় মুষড়ে পড়লো।

জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকলো ফস্টার। যে গ্রেফতারী পরোয়ানাগুলো ইস্যু করতে হবে, সেগুলো একসঙ্গে ভেসে উঠলো চোখের সামনে। তার মধ্যে একটা থাকবে একজন হত্যাকারির জন্যে।

ওপরে লেখা। থাকবে তাজিন রহমানের নাম।

পাহাড়ের ওপরের ছোট্ট কেবিনটিতে বেশ ভালোই আছে তাজিন। প্রচুর বিশ্রাম পেয়ে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। গান শুনে, বই পড়ে আর টুশকুর কথা চিন্তা করে সময় কেটে যায়। টুশকু নেই, কক্ষনো তা ভাবে না ও। মনে হয় যেন স্কুল থেকে ট্রিপে গেছে কোথাও, ক'দিন পরেই ফিরে আসবে। কখনো দুঃখের স্মৃতি মনে করে না তাজিন। সেজন্যে একা একা থাকতে খারাপ লাগে না।

প্রতিদিন ভালো ভালো খাবার দেয়া হয় ওকে, ভ্যালেন্টির রাঁধুনি যে উঁচুদরের শিল্পী—স্বীকার না করে উপায় নেই।

বিকেলবেলা পাহাড়ী রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে লেকের পাড়ে চলে যায়, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে ঘাসের ওপর। এই তো বেশ আছি—মনে মনে ভাবে তাজিন। আগের ব্যস্ত জীবনের কথা মনে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। আকুলি-বিকুলি করে ওঠে মনটা বাংলাদেশে ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু ভ্যালেন্টি!

পাঁচদিন পরে আঁকাবাঁকা পথ ধরে পাহাড়ের নিচ থেকে একটা কালো লিমুজিনকে উঠে আসতে দেখা গেল। ভ্যালেন্টি। দৌড়ে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এলো তাজিন।

গাড়ি থেকে নেমে হাসলো ভ্যালেন্টি। 'আগের চেয়ে তোমার শরীর অনেক ভালো হয়েছে দেখছি! ভালো ছিলে তো, তাজিন?'

'হুঁ'। নার্স মেয়েটি অনেক যত্ন নিয়েছে আমার।'

তাজিনের হাত ধরে লেকের দিকে হাঁটতে শুরু করলো ভ্যালেন্টি। কপালে চিন্তার রেখা। 'কোথায় যেন একটা গোলমাল বেধে গেছে। হঠাৎ করে তৎপর হয়ে উঠেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো।

শুধু দেশের ভেতরেই নয়, বাইরেও ঝামেলা দেখা দিয়েছে।' একটু থেমে তাজিনের দিকে ফিরে তাকালো ভ্যালেন্টি। 'তুমি একদম সেরে উঠেছো তো? কোনো অসুবিধে নেই তো আর?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো তাজিন।

'তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো তাজিন।

'সিঙ্গাপুরে যেতে হবে তোমাকে। আগামীকাল।'

'সিঙ্গাপুর!' অবাক হলো তাজিন। এর আগেও ভ্যালেন্টির কাজে দেশের বাইরে যেতে হয়েছে ওকে। কিন্তু অতদূরে কখনো যায়নি।

'এয়ারলাইন স্টুয়ার্ড মাইক রোমিলো। আমারই লোক। প্রচুর কোকেনসহ ধরা পড়েছে চাঙ্গি এয়ারপোর্টে। কথা বলতে শুরু করার আগেই জামিনে ওকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। পারবে না?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো তাজিন।

মুক্তি নেই! মুক্তি নেই!

'কেন পারবো না, অ্যান্টোনিও?'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো ভ্যালেন্টি। 'কাজ সেরে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো। এ-ক'দিন তোমাকে মিস্ করবো আমি।' তাজিনকে কাছে টানলো ভ্যালেন্টি। আস্তে করে বললো, 'তোমাকে ভালোবাসি।'

তাজিন জানে, এই কথাগুলো এর আগে অন্য কোনো মেয়েকে বলেনি ভ্যালেন্টি।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে সবকিছু। ভেতরে কি যেন মরে গেছে তাজিনের, হারিয়ে গেছে চিরদিনের

www.boiRboi.blogspot.com

জন্যে। এখন একাকিত্বই ওর সঙ্গী।

তাজিন ভাবলো, ভ্যালেন্টিকে বলবে, চলে যেতে চায় ও। ফস্টার, ভ্যালেন্টি—দু'জনের কাছ থেকেই অনেক দূরে। বুঝিয়ে বললে ভ্যালেন্টি কি আপত্তি করবে?

আবার ভাবলো, যাবার আগে এই একটি কাজ করে যাবে সে। ভ্যালেন্টির জন্যে এই শেষ কাজ। তারপর শুরু করবে ওর নতুন জীবন। শস্য-শ্যামলা সুন্দর এক দেশ অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

পরদিন সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো তাজিন।

উনত্রিশ

নিক ভিটো, কার্লোস আর কোলেল্লা টম'স প্লেসে দুপুরের খাওয়া সারছে। সামনের দিকে একটা বুদে বসেছে ওরা। প্রতিবার সদর দরজা খোলার শব্দ কানে যেতেই মাথা বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছে আগন্তুককে। ভ্যালেন্টি পেছনের স্পেশাল স্যুটটাতে বিশ্রাম নিচ্ছে। পারিবারিক কোন্দল দেখা না দিলে এটাই ভ্যালেন্টির জন্যে শহরের সবচেয়ে নিরাপদ এলাকা।

দরজা খোলার শব্দে আবার ফিরে তাকালো তিনজন। হকার

ঢুকছে নিউ ইয়র্ক পোস্টের বৈকালিক সংখ্যা হাতে করে।

কোলেল্লা চিৎকার করে ডাকলো, 'এদিকে এসো তো, সনি।' বন্ধুদের দিকে ফিরে বললো, 'রেসের খবরটা দেখতে হবে। প্রচুর বাজি ধরেছি আজ।'

সত্তর বছরের বৃদ্ধ সনি এগিয়ে এসে কোলেল্লাকে একটা খবরের কাগজ দিলো। কোলেল্লা ওয়ালেট থেকে বের করে একটা ডলার দিলো তাকে। বাকিটা তুমি রেখে দিও, বুড়ো।'

ভ্যালেন্টি ঠিক এ-ভাবেই বলে।

কোলেল্লা কাগজটা মেলতে শুরু করতেই সামনের পৃষ্ঠার তিন কলাম জুড়ে ছাপা একটা ছবি নিক ভিটোর দৃষ্টি কেড়ে নিলো।

'হেই!' চিন্তিত স্বরে বললো সে। 'এই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি আমি।'

কার্লোস পাত্তা দিলো না। 'তো কি হয়েছে? প্রায়ই তো এই লোকের ছবি ছাপা হচ্ছে। এবারের সম্ভাবনাময় একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। সিনেটর জিম ফস্টার।'

'না না।' নিক ওকে থামিয়ে দিলো। 'আমি ছবি দেখার কথা বলছি না। কোথায় যেন মুখোমুখি দেখেছি।' চোখ বন্ধ করে ভুরু কোঁচকালো নিক ভিটো, মাথার পাশে তর্জনী দিয়ে টোকা মারতে লাগলো—মনে করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল।

'পেয়েছি!' লাফিয়ে উঠলো নিক ভিটো। 'আকাপুলকোর এক ঘিঞ্জি বারে তাজিন রহমানের সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছিলাম লোকটাকে।'

'কি আবোলতাবোল বকছো, নিক?' বিরক্ত হলো কার্লোস।

www.boiRboi.blogspot.com

'তোমার মনে নেই, গতমাসে আকাপুলকোয় গিয়েছিলাম একটা প্যাকেট ডেলিভারি দিতে? তখনই দেখেছিলাম ওদের। একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করছিল ওরা।

কোলেল্লা শক্ত চোখে তাকালো। 'তুমি কি নিশ্চিত যে এই লোকই ছিলো?'

'অবশ্যই। কেন?'

কোলেল্লা নিচু গলায় বললো, 'আমি মনে করি, ব্যাপারটা অ্যান্টোনিওকে জানানো দরকার।'

ত্রিশ

ভ্যালেন্টি ধমক দিলো নিক ভিটোকে। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, নিক? তাজিন কিভাবে ঐ লোককে চিনবে?'

'ক্ষমা করবেন, বস্। কিন্তু সত্যিই ওরা দু'জন এক সঙ্গে ছিলো।' দৃঢ় স্বরে বললো নিক ভিটো।

'সিনেটর জিম ফস্টার আমাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু। সুতরাং যা বলবে, ভেবেচিন্তে বলবে, বুঝেছো?' গোঁয়ারের মতো বললো ভ্যালেন্টি।

'আমি আমার বক্তব্য পাল্টাবো না, বস্। আমি নিশ্চিত, সিনেটর ফস্টারই সেদিন তাজিন রহমানের সঙ্গে ছিলো।'

স্তব্ধ হয়ে গেল ভ্যালেন্টি। কই, তাজিন তো কখনো ওকে বলেনি, ফস্টারকে চেনে ও! আকাপুলকোর সব ঘটনাই বলেছে ওকে তাজিন, কিন্তু একবারও ফস্টারের কথা উল্লেখ করেনি। রহস্য-টা কোথায়?

কার্লোর দিকে ফিরলো ভ্যালেন্টি। 'জেনিটার ইউনিয়নের বিজ-নেস ম্যানেজার কে, তার নাম জানো?'

'টনি কোরেল্লি।'

পাঁচ মিনিট পরে টনি কোরেল্লির সঙ্গে কথা বললো ভ্যালেন্টি। 'আমার এক বান্ধবী সাত আট বছর আগে বেলমন্ট টাওয়ার্সে থাকতো। তখন ঐ বাড়ির জেনিটার যে ছিলো, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' কিছুক্ষণ চুপচাপ ও-পাশের কথা শুনলো ভ্যালেন্টি। তারপর বললো, 'ধন্যবাদ। কখনো কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে নির্দ্বিধায় আমার কাছে আসবে। ওটা তোমার পাওনা রইলো।' রিসিভার রেখে দিলো ভ্যালেন্টি।

নিক ভিটো, কার্লো আর কোলেল্লা নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিল ওকে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ভ্যালেন্টি। 'শুয়োরের বাচ্চারা! এখনও কেন বসে আছিস? বেরিয়ে যা!'

দৌড়ে বেরিয়ে গেল তারা।

চেয়ারে বসে বসে ফুঁসতে লাগলো ভ্যালেন্টি। চিন্তাই করতে পারছে না এক টেবিলে বসে ফস্টারের সঙ্গে কিভাবে গল্প করতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারে তাজিন! সবকিছু জানার পরেও! কেন ওকে কিছুই বলেনি মেয়েটা? আর⋯ভিয়েতনামে নিহত টুশকুর বাবার কথা⋯কেন ওকে কখনো তার কথা বলেনি তাজিন?

খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো অফিসের চারদিকে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো ভ্যালেন্টি।

চারঘণ্টা পর নিক ভিটো ষাট বছরের এক বুড়োকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, বুড়ো অসম্ভব গরীব। তার ওপর ভয়ে শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে।

'এই হলো গ্যারি ওয়াইল্ড।' নিক ভিটো পরিচয় দিলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বুড়োর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো ভ্যালেন্টি। 'এখানে আসার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, গ্যারি।' নিকের দিকে ফিরলো, 'গ্যারিকে একটা ড্রিঙ্ক বানিয়ে দাও তো!'

'না না। কিছু লাগবে না।' বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেল বুড়ো। 'ধন্যবাদ, স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ।' পারলে ভ্যালেন্টির পা ছুঁয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো সে। বুড়োর কপালে ঘাম দেখা যাচ্ছে, খুশি হলো ভ্যালেন্টি। লক্ষণ ভালো।

'নার্ভাস হয়ো না, গ্যারি। তোমাকে শুধু কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। ঠিকঠাকমতো জবাব দেবে তো?'

'অবশ্যই, স্যার। কি জানতে চান বলুন।' উদগ্রীব চোখে চেয়ে আছে বুড়ো।

'তুমি কি এখনো বেলমন্ট টাওয়ার্সে কাজ করছো?'

'আমি? না, স্যার। অনেক আগেই ওখান থেকে চলে এসেছি

আমি। পাঁচ বছর হয়ে গেল প্রায়। যে-বছর আমার শাশুড়ি হার্ট অ্যাটাকে⋯'

'সব ভাড়াটেদের কথা খেয়াল আছে?'

'অনেকের কথাই মনে আছে, স্যার। এটাই তো আমার⋯'

'তাজিন রহমানের কথা মনে পড়ে?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বুড়োর চেহারা। 'ঐ শ্যামলা সুন্দর মেয়েটা তো? অমন লক্ষ্মী মেয়ে, মনে থাকবে না কেন? একবার বাসায় ডেকে নিয়ে কফি খাইয়েছিল আমাকে। আহা, বড়ো ভালো মেয়ে ছিলো। ওর অ্যাপার্টমেণ্ট নাম্বারটাও মনে আছে আমার। নাইনটিন নাইনটি নাইন।'

'তাজিন রহমানের কাছে কি অনেক লোক আসা-যাওয়া করতো?'

একটু চিন্তা করলো বুড়ো। 'সেটা বলা খুব শক্ত, স্যার। কারণ আমি শুধু ওকে বের হতে আর ঢুকতেই দেখতাম। মাঝে মাঝে দু'একটা কথা হতো।'

'কোনো লোক তার অ্যাপার্টমেণ্টে রাত কাটাতো?' জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হলো ভ্যালেন্টির।

'না না, স্যার। তাজিন অমন মেয়ে ছিলো না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ভ্যালেন্টি। মিছেই ভয় পেয়েছিল। এটা তো সহজ কথা, তাজিন কক্ষনো ওরকম কাজ—

'তবে শুধু ওর বয়ফ্রেণ্ডকেই ওর বাসায় প্রচুর সময় কাটাতে দেখেছি।'

ভুল শুনছে না তো! 'বয়ফ্রেণ্ড!'

www.boiRboi.blogspot.com

'জ্বী, স্যার। ঐ লোকটাকেই একমাত্র দেখতাম তাজিনকে নিয়ে বাইরে যেতে, আবার বাসায় নামিয়ে দিতে। বাসায়ও যেতে দেখেছি। ওদেরকে দেখে খুব ভালো লাগতো। সুন্দর জোড়া ছিলো।' স্মৃতি-চারণ করতে থাকে বুড়ো।

পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে শুনতে থাকলো ভ্যালেন্টি। রাগে লাল হয়ে গেল ওর সারা মুখ। হঠাৎ করেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো সে। বুড়োর শার্টের কলার ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো, 'বজ্জাত বুড়ো! এতক্ষণে বললি···কি নাম ছিলো সেই লোকের?'

বুড়োর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি মারা যাবে সে। কোন-মতে বলতে পারলো, 'জানি না···স্যার! জানি না। যীশুর কিরে ···জানি না।'

দূরে ছুঁড়ে ফেললো তাকে ভ্যালেন্টি। টেবিলের ওপর থেকে নিউ ইয়র্ক পোস্ট-টা তুলে নিয়ে বুড়োর নাকের সামনে ধরলো।

ছবিটা দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো বুড়োর। উত্তেজিত স্বরে বললো, 'এ-ই সেই লোক! মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড।'

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ভ্যালেন্টি। তাজিন···তাজিন প্রথম থেকেই মিথ্যে বলে এসেছে ওকে! অথচ ওকে ভালোবেসে দেবীর আসনে বসিয়েছিল ভ্যালেন্টি। কেমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলো তাজিন! বন্ধুত্বের অভিনয়ের আড়ালে তাহলে স্বার্থসিদ্ধিই ছিলো ওর লক্ষ্য! জিম ফস্টার আর তাজিন—দু'জনে মিলে লেগেছে ওর পেছনে। ব্যবসা-বিপর্যয়ের কারণ তাহলে এটাই!

www.boiRboi.blogspot.com

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে। মৃত্যুদণ্ড দিলো সে ওদের দু'জনকেই।

একত্রিশ

নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন হয়ে সিঙ্গাপুর পৌঁছুলো তাজিন। বাহরাইনে দু'ঘণ্টার যাত্রাবিরতি ছিলো। তেল-নগরীর প্রায় নতুন এয়ারপোর্ট-টা ইতিমধ্যেই বস্তিতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় পোশাক পরা বৃদ্ধ, মহিলা আর শিশু চারদিকে উপচে পড়ছে। মেঝেয়, বেঞ্চে—যত্রতত্র ঘুমিয়ে আছে অসংখ্য মানুষ। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কথা মনে পড়ে গেল তাজিনের। কতদিন হয়ে গেল দেশে যায়নি! টঙ্গীর কাছাকাছি নতুন এয়ারপোর্টটা এতদিনে নিশ্চয়ই চালু হয়েছে। দেশের এত কাছাকাছি যাচ্ছে, একবার ঘুরে এলে কেমন হয়? ভাবনাটা মাথায় আসতেই খুশি হয়ে উঠলো তাজিন। সিদ্ধান্ত নিলো, সিঙ্গাপুরের কাজ শেষ করে ফেরার সময় দিদাকে দেখে আসবে। এতগুলো বছর কেটে গেল, কেমন আছেন তিনি কে জানে!

সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে বিকেল সাড়ে চারটা

বেজে গেল। শহর থেকে চোদ্দ মাইল দূরে নতুন এই এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। রানওয়ে থেকে দেখা যাচ্ছিলো, কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এখনো।

কাস্টম বিল্ডিংটা বিরাট আর আধুনিক। অফিসাররাও ভদ্র বিনয়ী আর কর্মতৎপর। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ছাড়া পেলো তাজিন।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলো তাজিন। মোটাসোটা মধ্যবয়স্ক এক চাইনিজ লোক এগিয়ে এলো ওর দিকে। 'মিস তাজিন রহমান?'

'জী।'

'আমি চৌ লিঙ।' চিনতে পারলো তাজিন, সিঙ্গাপুরে ভ্যালেন্টির কন্ট্যাক্ট। 'আপনার জন্যে আধ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি। আমার সঙ্গে আসুন।'

তাজিনের মালপত্র একটা শেভ্রোলের ট্রাঙ্কে তুলে দিলো চৌ লিঙ। দু'মিনিট পর ওরা ছুটে চললো শহরের দিকে।

'জার্নিতে অসুবিধে হয়নি তো?' নত্র গলায় জিজ্ঞেস করলো চৌ লিঙ।

'না। বেশ উপভোগ করেছি ফ্লাইটটা।' তাজিনের মন পড়ে আছে মাইক রোমিলোর কাছে। চৌ লিঙ সম্ভবত মানুষের মনের কথা পড়তে পারে, সামনের বিশাল একটা বিল্ডিং দেখিয়ে বললো, 'ওটাই চাঙ্গি কারাগার। রোমিলো ওখানেই আছে।'

চলন্ত গাড়ি থেকে ফিরে তাকালো তাজিন। হাইওয়ে থেকে একটু দূরে ভয়ঙ্কর বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে সবুজ ঘাস বিছানো খোলা মাঠ, তারপরেই আকাশের দিকে উঠে গেছে উঁচু

কালো দেয়াল। এতদূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে ইলেকট্রিফাইড তার বসানো আছে দেয়ালের মাথায়। প্রতিটি কোণে উঁচু ওয়াচটাওয়ার। সশস্ত্র প্রহরী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'যুদ্ধের সময়' চৌ লিঙ তাজিনকে তথ্য দিতে শুরু করলো, 'সব বৃটিশ পার্সোনেলকে এখানে রাখা হয়েছিল।'

'রোমিলোর সঙ্গে কখন দেখা করতে পারবো আমি?'

খুকখুক করে কাশলো চৌ লিঙ। 'পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। এই সরকার মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে সাংঘাতিক স্পর্শকাতর। যারা এর সঙ্গে জড়িত…' হতাশার সঙ্গে এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকালো চৌ লিঙ। 'আসলে কয়েকটা শক্তিশালী পরিবার সিঙ্গাপুরকে নিয়ন্ত্রণ করে। শ'পরিবার, সি. কে ট্যাঙ, ট্যান চিন তুয়ান এবং লি কাউন কিউ—আমাদের প্রধানমন্ত্রী। দ্বীপের অর্থনীতি এদেরই হাতের মুঠোয়। আর এরা সবাই মাদকদ্রব্যের ঘোর বিরোধী।'

'কিন্তু এখানে আমাদের কিছু বন্ধু থাকার কথা।'

'হুঁ। তেমন লোকও আছে। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। হুয়াঙ চেন—আমাদের বড়ো একজন বন্ধু।'

এই বন্ধুত্ব বজায় রাখতে প্রতিমাসে ভ্যালেন্টিকে কতো টাকা খরচ করতে হয়, তা জানে না তাজিন। জানতে চায়ও না। এটাই তো ওর শেষ কাজ।

মাথা থেকে সব চিন্তা সরিয়ে দিয়ে জানালার বাইরে মন দিলো তাজিন। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন শহর। মনে হচ্ছে এইমাত্র কেউ বানিয়ে রেখে গেছে। ঘন সবুজ ঘাসপাতা আর রঙবেরঙের ফুল ফুটে আছে সব জায়গায়। খুব ভালো লাগলো তাজিনের। ম্যাকফারসন রোডের দু'দিকে অত্যাধুনিক শপিং কমপ্লেক্স। আবার

www.boiRboi.blogspot.com

মাঝে মাঝে প্রাচীন ধর্মমন্দির আর প্যাগোডাগুলো শহরের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। রাস্তায় মঙ্গোলিয়ান চেহারার নারী-পুরুষদের পরনে পশ্চিমী পোশাকের সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় পোশাকও দেখা যাচ্ছে। পুরো শহরটাই যেন নাগরিক সভ্যতা আর প্রাচীন সংস্কৃতির অপূর্ব সংমিশ্রণ।

'এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর আর কোথাও দেখিনি আমি।' না বলে পারলো না তাজিন।

চৌ লিঙ হাসলো। 'কারণটা সহজ। রাস্তায় ময়লা ফেললে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ শো ডলার জরিমানা করা হয়। কঠোরভাবে মেনে চলা হয় এই আইন।'

স্টিভেন রোডে ঢুকলো গাড়ি। পাহাড়ের ওপর গাছপালা ঘেরা ফুলের বাগানের মধ্যে সুন্দর সাদা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

'ওখানেই আপনি থাকবেন। হোটেল সাংগ্রিলা।'

হোটেলের লবিটা চমৎকার। চারদিকে সাদার ছড়াছড়ি। পিলারগুলো মার্বেল পাথরের, বিরাট বিরাট কাচের জানালা।

তাজিন রুমে যাবার জন্যে রওনা হতে চৌ লিঙ পেছন থেকে ডাকলো, 'মিস রহমান, ইন্সপেক্টর হুয়াঙ চেন খুব শিগগিরই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।' একটা কার্ড দিলো ওর হাতে। 'যখন দরকার হবে, এই নাম্বারে পাবেন আমাকে।'

বেলবয়ের পেছন পেছন করিডর ধরে এগোলো তাজিন। ডানপাশের বিরাট জানালা দিয়ে জলপ্রপাতের নিচে সুন্দর একটা সাজানো বাগান দেখা গেল। পানিগুলো জমা হচ্ছে বিরাট একটা সুইমিংপুলে। টুশকুর কথা মনে পড়লো তাজিনের। সাঁতার কাটতে

www.boiRboi.blogspot.com

খুব ভালোবাসতো ও। জোর করে ভাবনাটা সরিয়ে দিলো তাজিন মন থেকে।

দোতলায় বিরাট একটা লিভিং রুম আর বেডরুম নিয়ে তাজিনের স্যুট। একটা বিশাল বারান্দাও রয়েছে, যার নিচে দেখা যাচ্ছে সাদা আর লাল অ্যানথুরিয়াম, বেগুনি বোগেনভিলিয়া আর রঙবেরঙের ক্রিসেন্থিমামের সমুদ্র। চারপাশটা ঘিরে রেখেছে নারকেল আর পাম গাছ।

টুশকু কি এর চেয়েও সুন্দর কোনো জায়গায় আছে?

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। টুশকু ঠিক এ-রকম আবহাওয়াই পছন্দ করতো। তাজিনের মনে হচ্ছে এক্ষুনি ও দৌড়ে এসে বলবে, 'আম্মি, চলো না নৌকোয় চড়ি।' জোর করে চিন্তার রাশ টেনে ধরলো তাজিন।

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালো তাজিন। 'আমি যুক্তরাষ্ট্রে একটা কল বুক করতে চাই। নিউ ইয়র্ক সিটিতে। মিস্টার অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টির কাছে।' নাম্বারটা বললো তাজিন।

অপারেটর মেয়েটি নম্র স্বরে উত্তর দিলো, 'আমি খুব দুঃখিত। সবগুলো লাইন এনগেজড। পরে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রাখলো তাজিন।

নিচে, অপারেটর মেয়েটি সুইচবোর্ডের সামনে দাঁড়ানো লোকটির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

লোকটি ওপর নিচে মাথা দুলিয়ে বললো, 'গুড, ভেরী গুড।'

একঘণ্টা পর হুয়াঙ চেনের টেলিফোন পেলো তাজিন। 'মিস তাজিন রহমান?'

'বলছি।'

'আমি ইন্সপেক্টর চেন।' ভালোই ইংরেজি বলেন ভদ্রলোক।

'আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। যতো তাড়াতাড়ি রোমিলাকে···'

বাধা দিলেন ইন্সপেক্টর। 'আজ সন্ধ্যেয় আমার সঙ্গে ডিনার করতে আপত্তি নেই তো আপনার?'

বুঝলো তাজিন। টেলিফোনে কথা বলতে চায় না চেন, কে জানে, হয়তো এ-মুহূর্তেও টেপ করা হচ্ছে ওদের কথা।

'আমি খুব খুশি হবো, ইন্সপেক্টর চেন। তা, কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার?'

'গ্রেট সাংহাই' লোকজনে ভর্তি বিশাল এক রেস্তোরাঁ। স্থানীয় লোকজন খেতে খেতে উঁচু গলায় কথা বলছে আর হাসছে। এক কোণে প্ল্যাটফর্মের ওপর ব্যাণ্ড, সুন্দরী অষ্টাদশী এক তরুণী চিওঙ-সাম পরে করুণ সুরে গান গাইছে, যা এই পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

ওয়েটার এগিয়ে এলো। 'খালি টেবিল খুঁজছেন?'

'দু'জনের বসার জায়গা হলেই চলবে। আমি একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি—ইন্সপেক্টর হুয়াঙ চেন।'

হাসলো ছেলেটি। 'তিনিও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনিই মিস রহমান তো? আসুন আমার সঙ্গে।'

লোকজনের ভিড় ঠেলে একেবারে ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের সামনের একটা টেবিলে নিয়ে এলো সে তাজিনকে।

ইন্সপেক্টর চেন লম্বা, সুপুরুষ। মাঝারি স্বাস্থ্য। কাটা কাটা

চেহারা, মঙ্গোলয়েডদের মধ্যে সচরাচর যা দেখা যায় না। কালো কুচকুচে চোখের মণি। চমৎকার ছাঁটের কালো স্যুট পরে আছেন ভদ্রলোক।

তাজিনকে দেখে উঠে খালি চেয়ারটা টেনে দিলেন, বোঝা গেল সূক্ষ্ম ভদ্রতাবোধও আছে। তাজিন ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়লো।

ব্যাণ্ডে রক মিউজিক শুরু হলো। কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। কাছে থেকে ইন্সপেক্টরকে দেখে বোঝা গেল, দূর থেকে যতো কম বয়স্ক বলে মনে হচ্ছিলো, আসলে ততোটা নয়। পঁয়-তাল্লিশের কিছু এদিক-ওদিক হবে।

সামনে ঝুঁকে ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসলেন ইন্সপেক্টর। 'আপনাকে একটা ড্রিঙ্ক দিতে বলি?'

'কমলার রস হলে ভালো হয়।'

'না, না—সাধারণ কিছু নয়। স্থানীয় কিছু নিন, বৈচিত্র্য বাড়বে। একটা শেগুল দিতে বলি আপনার জন্যে।'

আঁতকে উঠলো তাজিন। 'সে আবার কি? আমি কিন্তু মদ খাই না।'

জোরে হেসে উঠলেন চেন। 'ভয় পাবেন না। মদ নয়। এর মধ্যে রয়েছে নারকেলের দুধ, চিনি আর ছোট ছোট জেলাটিনের টুকরো। আপনার ভালোই লাগবে।'

খুব একটা উৎসাহ পেলো না তাজিন। তবু চুপচাপ রইলো। চেনের ইশারায় সুদেহিনী ওয়েট্রেস ছুটে এলো, শরীরে কাপড়-চোপড়ের পরিমাণ খুবই কম। ইন্সপেক্টর দু'টো শেগুল আর ডিম-সামের অর্ডার দিলেন—চাইনিজ অ্যাপেটাইজার।

www.boiRboi.blogspot.com

'আমার মনে হয় ডিনারের অর্ডারটাও আমারই দেয়া উচিত। এখানকার মেনু সম্পর্কে বলতে গেলে আপনার কোনো ধারণাই নেই।'

'আমার তাতে আপত্তি নেই। আপনি ইচ্ছেমতো অর্ডার দিতে পারেন।'

'আপনাদের দেশে শুনেছি মেয়েরা ছেলেদের মতোই স্বাধীন। এখানে কিন্তু সবক্ষেত্রে পুরুষরাই প্রধান।'

'আপনি হয়তো জানেন না, আমি জন্মগতভাবে আমেরিকান হলেও দেশ আমার বাংলাদেশ। আমি বাংলাদেশী।'

তাজিনের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন চেন। যদিও আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। ভদ্রলোক দেখতে যতো সুন্দর, কথাবার্তায় ততোটা নয়। কিন্তু একে হাতে রাখতে হবে। যে কোনো মূল্যে। সুতরাং বিরক্তি প্রকাশ করলো না তাজিন।

ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালো। অনেক দেশই ঘোরা হয়েছে ওর, কিন্তু এখানকার নারী-পুরুষের মতো সুন্দর মানুষ কমই দেখেছে তাজিন। সম্ভবত সবাইকে হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল দেখাচ্ছে বলেই এমনটা মনে হচ্ছে।

ওয়েট্রেস দু'টো গ্লাস নামিয়ে রাখলো টেবিলে। নিজের গ্লাসটা হাতে নিলো তাজিন। ভেতরের পদার্থটুকু অনেকটা চকোলেট সোডার মতো দেখতে, পিচ্ছিল জেলাটিনের টুকরো ভাসছে তার মধ্যে।

'কি হলো? চুমুক দিয়ে দেখুন!'

'আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। ব্যাণ্ডের বাজনা ঝড় বইয়ে দিচ্ছে, চেঁচিয়ে কথা বলতে হলো তাজিনকে।

চেনও চিৎকার করে বললেন, 'আপনাকে ওটা চেখে দেখতে বলছি।'

নিরুপায় হয়ে চুমুক দিলো তাজিন। বিচ্ছিরি! অসম্ভব মিষ্টি। কিন্তু মাথা নাড়লো হাসিমুখে। 'একটু···মানে, একটু অন্যরকম। ভালোই তো মনে হচ্ছে।'

বিভিন্ন আকারের ডিম-সাম এসে গেল। দারুণ খেতে! ওটাই বেশি করে খেলো তাজিন।

ইন্সপেক্টর আবার চিৎকার শুরু করলেন, 'এই রেস্তোরাঁটা 'নোনিয়া' খাবারের জন্যে বিখ্যাত।' তাজিনের চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ব্যাখ্যা করলেন, 'চাইনিজ উপকরণ আর মালয়েশিয়ান মশলা দিয়ে রাঁধা খাবার। এই রান্নার রেসিপি কোথাও ছাপার অক্ষরে পাবেন না।'

আর সহ্য হলো না তাজিনের। 'কিন্তু রোমিলার ব্যাপারে তো কিছুই বললেন না।'

'কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমি।' খাওয়ায় মন দিয়েছেন ইন্সপেক্টর।

সামনে ঝুঁকে এসে চেঁচিয়ে কথাগুলো আবার বললো তাজিন।

কাঁধ ঝাঁকালেন ইন্সপেক্টর। কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। তাজিন বুঝতে পারলো না—ইন্সপেক্টর নিরাপদে কথা বলার জন্যে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছেন, নাকি যাতে কোনো কথা না বলা যায়, সেজন্যে।

ডিম-সামের পর একের পর এক খাবার আসতে থাকলো। সত্যিই প্রশংসা করার মতো রান্না। কিন্তু রোমিলার প্রসঙ্গ তুলতে না পেরে কিছুই উপভোগ করতে পারলো না তাজিন।

www.boiRboi.blogspot.com

* * *

খাওয়া শেষ হলে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।' বলতে না বলতে বিরাট একটা মার্সিডিস পার্কিং এরিয়া থেকে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা শোফার নেমে এসে দরজা খুলে ধরলো। ব্যাপারটা কি? ইন্সপেক্টর কি এই লোকের সামনেই ব্যবসায়িক আলাপ সারবে নাকি?

দু'জনেই পেছনের সিটে বসলো। গাড়ি চলতে শুরু করলে চেন জিজ্ঞেস করলেন, 'সিঙ্গাপুরে এই প্রথমবারের মতো এলেন, তাই না?'

'জী।'

'তাহলে এ-শহরে আপনার দেখার মতো অনেক কিছুই রয়েছে।'

'আমি তো এখানে বেড়াতে আসিনি, ইন্সপেক্টর। কাজ শেষ করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

বিরক্ত হলেন চেন। 'আপনারা, এই আমেরিকানরা, কেন যে সব কাজে এমন তাড়াহুড়ো করেন, বুঝি না। আচ্ছা, আপনি কি বুজিস স্ট্রীটের কথা শুনেছেন?'

বিরক্ত হলো তাজিনও। 'না।'

রহস্যময় হাসি ফুটে উঠলো চেনের ঠোঁটে। একটা ট্রিশ'র জন্যে গাড়ির গতি কমাতে হলো শোফারকে। স্থানীয় লোকজন চালিত ত্রিচক্রযান, অনেকটা রিক্শার মতো—ভাবলো তাজিন। দেশের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে ও, ভাবতেই ভালো লাগলো।

'দু'জন ট্যুরিস্টকে নিয়ে ট্রিশ'টা অন্য রাস্তার দিকে মোড় নিতেই গরগর করে উঠলেন চেন, 'একদিন না একদিন এই বিচ্ছিরি জিনিসগুলোকে শহর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবোই।'

www.boiRboi.blogspot.com

* * *

বুজিস স্ট্রীটের এক ব্লক আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হলো ওদেরকে। 'এই এলাকায় সব ধরনের যানবাহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ,' ব্যাখ্যা করলেন চেন।

তাজিনের কনুই ধরে ব্যস্ত ফুটপাতে উঠে এলেন তিনি। এত ভিড় যে হাঁটাই কষ্ট—গুলিস্তানের কথা মনে পড়লো তাজিনের। রাস্তাটা সরু, গুলিস্তানের মতোই ছোট ছোট দোকান নিয়ে ফুটপাতে বসে পড়েছে লোকজন। টুকিটাকি জিনিসপত্র ছাড়াও ফল, সবজি, মাছ-মাংস কিনছে সবাই। ছোট ছোট টেবিল আর তার চারপাশে ছোট ছোট চেয়ার সাজিয়ে দেয়া বেশ ক'টা রেস্তোরাঁও দেখা গেল রাস্তার ঠিক পাশেই। বিচিত্র বর্ণ, গন্ধ আর শব্দ উপভোগ করতে করতে হাঁটছে তাজিন। ভালোই লাগছে।

তাজিনের কনুই ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে থামলেন ঘর্মাক্ত ইন্সপেক্টর। তিনটে টেবিলের সবগুলোতেই লোক রয়েছে। কোনো কথা না বলে একজন ওয়েটারের হাত চেপে ধরলেন চেন। পরমুহূর্তে ভোজবাজীর মতো এসে উপস্থিত হলেন মালিক। চাইনিজ ভাষায় কিছু একটা বললেন ইন্সপেক্টর। মালিক দৌড়ে গিয়ে একটা টেবিলের খদ্দেরদের কানে কানে কি যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা ভয়ে ভয়ে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের পথে হাঁটতে শুরু করলো। তাজিন ও ইন্সপেক্টরকে খালি চেয়ার দু'টোতে বসিয়ে দিলেন মালিক। পরবর্তী আদেশের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন পাশে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন চেন।

'কিছু খাবেন ?'

'না, ধন্যবাদ।' এতো লোকজনের মাঝে খাবার প্রবৃত্তি হলো না তাজিনের। তা-ছাড়া ডিনার সেরে উঠেছে মাত্র আধঘণ্টা আগে।

হাত নেড়ে রেস্তোরাঁর মালিককে চলে যেতে বললেন চেন। তাজিনের দিকে চেয়ে হাসলেন, 'লক্ষ্য রাখুন। মধ্যরাত হয়ে এলো প্রায়।'

ইন্সপেক্টর কি বোঝাতে চেয়েছেন, বুঝতে পারলো না তাজিন। তবে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, দ্রুত দোকানপাট গোটাতে শুরু করেছে লোকজন। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেল সব দোকানদার।

অবাক হলো তাজিন। 'ব্যাপার কি ?'

'শুধু দেখে যান।' রহস্যময় হাসি চেনের ঠোঁটে।

ফুটপাতের লোকজনের মধ্যে কেমন যেন একটা গুঞ্জন উঠলো। রাস্তায় হাঁটতে থাকা নারী-পুরুষ সবাই ফুটপাতে উঠে এলো। ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। রাস্তার ঠিক মাঝখান ধরে চাইনিজ এক মেয়ে লম্বা টাইট ইভনিং গাউন পরে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। এত সুন্দর মেয়ে জীবনেও দেখেনি তাজিন। ধীরে ধীরে সারা অঙ্গে ঢেউ তুলে হাঁটছে মেয়েটা, মাঝে মাঝে থামছে রেস্তোরাঁর টেবিলগুলোর সামনে, হাসিমুখে লোকজনের শুভেচ্ছা নিচ্ছে।

তাজিনদের টেবিলের কাছে এলে তাকে আরো ভালো করে দেখলো সে। দেখার মতো জিনিসই বটে! কাছে আসায় তার সৌন্দর্য যেন শতগুণ বেড়ে গেল। মাখনের মতো কোমল সোনালি চামড়া, নিখুঁত দেহের ভাঁজ। একদিকে কাটা সিল্কের গাউনের

www.boiRboi.blogspot.com

ফাঁকা দিয়ে বার বার উঁকি দিচ্ছে সুগঠিত উরু, নিঃশ্বাসের ছন্দে ওঠানামা করছে বুক।

কিছু বলার জন্যে চেনের দিকে ফিরলো তাজিন। তক্ষুনি খেয়াল করলো, আরো একটা মেয়ে বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে। মনে হচ্ছে যেন প্রথমটার চেয়েও বেশি সুন্দরী সে।

পেছনে আরো দু'টো মেয়েকে দেখা গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারা রাস্তা ভরে গেল উর্বশীতে। মালয়েশিয়ান, ইন্ডিয়ান, চাইনিজ—সব ধরনের মেয়েই আছে। ছবির মতো সুন্দর তারা।

'পতিতা, তাই না ?' আন্দাজ করলো তাজিন।

'হুঁ। তবে একটু অন্যধরনের। এরা সবাই ট্রান্সসেক্সুয়াল। আগে পুরুষ ছিলো, স্বেচ্ছায় অপারেশন করে মেয়ে হয়েছে।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল তাজিন। অসম্ভব! ভালো করে তাকালো মেয়েগুলোর দিকে। কোথাও এতটুকু পুরুষালী ভাব নেই কারো মধ্যেই।

'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

হাসলেন চেন। 'ওদেরকে এখানে 'বিলি বয়েজ' বলে ডাকা হয়।'

'কিন্তু তা কি করে হয় ! ওরা···'

'নিজেদেরকে ওরা এখন মেয়ে বলেই মনে করে। এতে আশ্চর্যের কি আছে ? এরা কারো কোনো ক্ষতি করে না। পতিতাবৃত্তি এ-দেশে বেআইনী। কিন্তু বিলি বয়েজরা তার বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এরা অথিতিদের কোনো ক্ষতি করে, ততক্ষণ পুলিশ এদেরকে ঘাঁটায় না।'

চারপাশের অনেকেই পছন্দমতো বিলি বয় বেছে নিয়ে রওনা দিচ্ছে। খদ্দেরদের টেবিলে বসে অনেকে ড্রিঙ্ক করছে।

'দু'শো ডলার পর্যন্ত চার্জ করে এরা। প্রত্যেকেই প্রতিরাতে দুই কি তিনজন খদ্দের নেয়। এই বুজিস স্ট্রীটেই এদের আস্তানা। মধ্যরাত থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত পাওয়া যায় এদের। ঠিক ছ'টার সময় রাস্তা খালি করে দিতে হয় দোকানপাটের জন্যে। বয়স বেড়ে গেলে বিলি বয়রা দালালী করতে শুরু করে।'

ভালো লাগছিল না তাজিনের। 'চলুন, ফেরা যাক্। খুব ক্লান্ত লাগছে।'

হোটেলে ফিরে যাবার সময় মরিয়া হয়ে উঠলো তাজিন। শোফার ব্যাটার সামনেই কথাটা তুলবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো। গাড়ি অর্চার্ড রোডে পড়তেই ফিরে তাকালো চেনের দিকে। 'রোমিলোর ব্যাপারে...'

'ও, হ্যাঁ। আগামীকাল সকাল দশটায় জেলে আপনার সঙ্গে ওর দেখা করার ব্যবস্থা করেছি।'

বত্রিশ

ওয়াশিংটন ডিসি। জরুরী একটা মিটিংয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ফস্টার। সে-সময় নিউ ইয়র্ক থেকে ততোধিক জরুরী একটা ফোনকল এলো।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যাডাম হারপার। গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, খুশিতে উদ্বেল তিনি। 'এদিকের সব কাজ শেষ। এখন শুধু ধরার পালা। সব গ্রেফতারী পরোয়ানা রেডি। প্রত্যেকেরটা। আপনি শুনছেন তো সিনেটর?'

জোর করে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে পারলেন সিনেটর। 'হ্যাঁ, বলুন শুনছি। খুব ভালো খবর দিয়েছেন।'

'আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সব রুই-কাতলাকে ধরে ফেলা হবে। শুধু মাঠে নামার অপেক্ষা। আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে যদি নিউ ইয়র্কে চলে আসতে পারেন, তবে খুব ভালো হয়। দুপুরে জরুরী একটা মিটিং হবে। সাহায্যকারী এজেন্সীগুলোর প্রতিনিধিরা আসবেন। ঠিক কিভাবে কাজ শুরু করা যায়, তার প্ল্যান তৈরি করা হবে। আপনি আসতে পারবেন তো সিনেটর?'

'অবশ্যই!'

'সব ব্যবস্থা করে রাখবো তাহলে। ঠিক সকাল দশটায় আপনার সঙ্গে দেখা করবো আমি।'

'ঠিক আছে, মিস্টার হারপার।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ফস্টার।

সময় নেই! সময় নেই! গ্রেফতারী পরোয়ানা তৈরি হয়ে গেছে। সবগুলো!

রিসিভার তুলে নিলেন ফস্টার। বার বার চেষ্টা করতে থাকলেন নিউ ইয়র্কের একটা বিশেষ নাম্বারে।

www.boiRboi.blogspot.com

তেত্রিশ

চাঙ্গি কারাগারের ভিজিটর রুমটা বেশ ছোট। চারদিকে সাদা রঙ করা ন্যাংটো দেয়াল। লম্বা একটা কাঠের টেবিল আছে রুমটার ঠিক মাঝখানে। দু'দিকে সার সার সাদামাটা চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে থাকলো তাজিন।

বিশ মিনিট পরে দরজা ঠেলে ঢুকলো রোমিলো। পেছনে সশস্ত্র গার্ড।

খুব বেশি হলে বছর তিরিশেক হবে রোমিলোর বয়স। লম্বা, শুকনো শরীর। বিষণ্ণ ভাঙা চেহারা, ঠিকরানো চোখ। নিশ্চয়ই থাইরয়েডে কোনো গোলমাল আছে—ভাবলো তাজিন। গালে আর কপালে লালচে চিতি ধরা দাগ।

নিজের পরিচয় দিলো তাজিন। 'আমি তাজিন রহমান। আপনার উকিল। জামিনের ব্যবস্থা করছি আপনার জন্যে।'

অনুনয় ফুটে উঠলো রোমিলোর করুণ চোখে। 'তাড়াতাড়ি আমাকে বের করে নিয়ে যান, মিস রহমান।'

ভ্যালেন্টির কথাটা মনে পড়ে গেল তাজিনের। কথা বলতে শুরু করার আগেই বের করে নিয়ে আসতে হবে রোমিলোকে।

www.boiRboi.blogspot.com

'এরা আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে তো?'

চকিতে দরজার সামনে দাঁড়ানো গার্ডকে দেখে নিলো রোমিলো। 'হুঁ'। ব্যবহার খুব একটা খারাপ নয় এদের।'

'ইতিমধ্যেই জামিনের দরখাস্ত করেছি আমি। দেখি কি হয়।'

'জামিন পাবার সম্ভাবনা কতটুকু?' আকুল চোখে চেয়ে আছে রোমিলো। চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরে আশার চিহ্ন গোপন রাখতে পারলো না।

'আমার মনে হয় না খুব একটা ঝামেলা হবে। যা-ই হোক, তিনদিনের মধ্যেই সেটা জানা যাবে।' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইলো তাজিন।

'এই জায়গাটা থেকে বেরোতেই হবে আমাকে।'

উঠে দাঁড়ালো তাজিন। 'পরে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

'ধন্যবাদ, মিস।' হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো রোমিলো।

'না!' তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো গার্ড।

চমকে ফিরে তাকালো ওরা দু'জন।

'কয়েদীকে ছোঁয়া নিষেধ।' ঠাণ্ডা স্বরে জানিয়ে দিলো গার্ড।

চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে চেয়ে রইলো রোমিলো।

হোটেলে ফিরে একটা মেসেজ পেলো তাজিন। ইন্সপেক্টর হুয়াঙ চেন ফোন করেছিলেন ওকে। রুমে ঢুকতে না ঢুকতেই ফোন বেজে উঠলো আবার। ইন্সপেক্টর চেন।

'সামনের দু'তিনদিন তো আপনার কোনো কাজ নেই হাতে।

বরং ঘুরেফিরে দেখতে পারেন শহরটা।'

একবার ভাবলো 'না' বলে দেবে ভদ্রলোককে। আবার মনে হলো, রোমিলোকে নিরাপদে প্লেনে তুলে না দেয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট রাখতে হবে ইন্সপেক্টরকে।

'ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর। সত্যিই খুব ভালো হবে তাহলে।'

ঘন্টাখানেক পরেই চলে এলেন ইন্সপেক্টর। দুপুরের খাবার খেলো ওরা কাম্পাচিতে। তারপর গ্রামের দিকে চললো গাড়ি। শহরের উত্তরে বুক্তি তিমাহু রোড ধরে এগিয়ে যেতে থাকলো মালয়েশিয়ার দিকে। পথের দু'ধারে অনেকগুলো ছোট ছোট সুন্দর সাজানো গ্রাম দেখা গেল, কেন্দ্রস্থলে ফলের দোকান আর বাজার। গ্রামের লোকেরা রঙচঙে কাপড়চোপড় পরে আছে। সবাই হাসিখুশি। পথে ওরা থামলো কানযি সেমেটারি আর ওয়ার মেমোরিয়ালে। নীল রঙের গেট পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। বিরাট একটা মার্বেলের তৈরি ক্রসের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা, পেছনে বিশাল একটা পিলার। চারদিকে সাদা রঙের ক্রসের সমুদ্র।

'এই যুদ্ধ অনেক ক্ষতি করে দিয়ে গেছে আমাদের। এমন কোনো পরিবার খুঁজে পাওয়া কঠিন, যারা কোনো আত্মীয় বা বন্ধুকে হারায়নি।'

কোনো মন্তব্য করলো না তাজিন। ওর মনের পর্দায় তখন ভেসে উঠেছে স্যাণ্ড্স্ পয়েন্টের ছোট্ট কবরটার কথা। কিন্তু মাটির নিচে পরম শান্তিতে যে ঘুমিয়ে আছে, বহু কষ্টে তার কথা মন থেকে দূর করে দিলো তাজিন।

www.boiRboi.blogspot.com

* * *

ম্যানহাটান। হাডসন স্ট্রীটের পুলিশ ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সঙ্গে অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে। উপস্থিত সবাই উত্তেজিত, আনন্দিত। এধরনের গুরুত্বপূর্ণ বড়ো অপারেশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রতিদিন আসে না। অনেকের জন্যেই এটা নতুন অভিজ্ঞতা। এতদিন ধরে তারা প্রচুর গুণ্ডা-পাণ্ডা, খুনী আর ব্ল্যাকমেইলারকে ধরেছে। কিন্তু প্রতিবারই দামী উকিলেরা ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে অপরাধীদের। কিন্তু এবার অন্যরকম ঘটনা ঘটতে চলেছে। কনসিলিয়ারি বুশম্যান রাজসাক্ষী হবেন। কে বাঁচাবে ভ্যালেন্টিকে? মাফিয়ার সাঙ্গোপাঙ্গকে?

জিম ফস্টার সাংঘাতিক ব্যস্ত। হোয়াইট হাউসে যাবার সুবর্ণ সুযোগ এটা। ব্যস্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সাংঘাতিক টেনশনে ভুগছে ফস্টার। অস্বাভাবিক কিছু নয় এটা। এতবড়ো একটা অপারেশনের নেতৃত্ব দিতে গেলে, টেনশন তো থাকবেই। কিন্তু আসল কারণটা যদি আঁচ করতে পারতো কেউ?

সিনেটরের সামনে একটা লিস্ট রয়েছে। যাদের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের নাম আছে সেখানে। লিস্টে চার নাম্বারে রয়েছে অ্যাটর্নি তাজিন রহমানের নাম। হত্যা এবং আরো আধা ডজন ফেডারেল ক্রাইমের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে।

অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো ফস্টার। অনেককষ্টে কেবল বলতে পারলো, 'আপনাদের…আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।' আরো কিছু বলার জন্যে অনেক চেষ্টা করলো ফস্টার, কিন্তু একটা শব্দও বেরোলো না মুখ থেকে। অসুস্থ বোধ করতে লাগলো সিনেটর।

* * *

'স্প্যানিশরা ঠিকই বলে—' অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্টি ভাবলো—'প্রতিশোধ হলো এমন একটা খাবার জিনিস, যা ঠাণ্ডা করে খেতেই মজা।' নাগালের বাইরে আছে বলেই এখনো বেঁচে আছে তাজিন। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই ফিরবে সে। ইতিমধ্যে ভ্যালেন্টিও ভেবেচিন্তে ওর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে রাখবে। চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাজিন। আর কেউ কখনো ভ্যালেন্টিকে এতটা বোকা বানাতে পারেনি। ওর শাস্তিটা তাই হওয়া উচিত একটু বিশেষ ধরনের।

ঠিক এ-সময় সিঙ্গাপুর থেকে ভ্যালেন্টিকে ফোন করার চেষ্টা করছে তাজিন।

'দুঃখিত, মিস।' সুইচবোর্ড অপারেটর দুঃখের সঙ্গে জানালো, 'সবগুলো লাইনই এনগেজড।'

'দয়া করে আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান।' অনুরোধ করলো তাজিন।

'অবশ্যই, মিস।'

অপারেটর মেয়েটি সুইচবোর্ডের পাশে দাঁড়ানো লোকটির দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো। মাথা নেড়ে হাসির প্রত্যুত্তর দিলো লোকটা।

নিজের অফিসে বসে অপেক্ষা করছেন অ্যাডাম হারপার। আনন্দে আত্মহারা। পরম তৃপ্তিতে হাত বোলাচ্ছেন বিশেষ একটা ওয়ারেন্টের ওপর। তাজিন রহমানের নাম লেখা আছে তাতে।

'এতদিনে বাগে পেয়েছি তোমাকে'—ভাবছেন তিনি। এক ধরনের হিংস্র বর্বরোচিত উল্লাসে ভরে গেল তাঁর মন।

www.boiRboi.blogspot.com

* * *

টেলিফোন অপারেটর তাজিনকে জানালো, 'ইন্সপেক্টর হুয়াঙ চেন আপনার জন্যে লবিতে অপেক্ষা করছেন।'

অবাক হলো তাজিন। এখন তো তাঁর আসার কথা নয়! তবে কি রোমিলোর কোনো খবর আছে?

দ্রুত তৈরি হতে থাকলো তাজিন। কাফতানটা খুলে পরে নিলো জিন্‌স্ আর আকাশ নীল সিল্কের ফুলহাতা শার্টটা। দ্রুত চিরুনি বুলিয়ে নিলো লম্বা চুলে। কালো চামড়ার স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলিয়ে রওনা হলো নিচে।

একটা সোফায় বেশ নিশ্চিন্তমনেই বসে আছেন ইন্সপেক্টর। হাতে সিগারেট।

'আমি খুব দুঃখিত, আপনাকে টেলিফোনে না জানিয়েই এসে পড়েছি।' ক্ষমা চাইলেন তিনি। 'আমার মনে হলো মুখোমুখি আলাপ করা দরকার।'

উত্তেজিত হয়ে উঠলো তাজিন। 'কোনো খবর আছে?'

উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর। 'গাড়িতে বসেই না হয় কথা বলা যাবে। আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাবো আজ।'

ইয়ো চু ক্যাঙ রোড ধরে এগোচ্ছে ওদের গাড়ি।

'কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না তাজিন।

'না না, কোনো সমস্যা নেই। কাল না হলে পরশু জামিন হয়ে যাবে।'

তাহলে ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে লোকটা? রাগে গা জ্বলে

উঠলো তাজিনের।

জালান গোয়াটোপাড় রোডের সার সার বিল্ডিংগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। এমন সময় একজায়গায় ওদের নামিয়ে দিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগোলো শোফার।

হতভম্ব তাজিনের দিকে ফিরে হাসলেন ইন্সপেক্টর। 'আমি নিশ্চিত যে আপনি খুব মজা পাবেন দেখে।'

রাগ হলো তাজিনের। 'ব্যাপারটা কি?'

'আসুন আমার সঙ্গে। না দেখলে বোঝানো যাবে না।'

বিশাল বাড়িটার বাইরে চাকচিক্য থাকলেও ভেতরটা দেখে বোঝা গেল, বহুদিন আগে তৈরি হয়েছিল এটা। ছাদে নোনা ধরেছে, মাঝে মাঝে ইঁট বেরিয়ে আছে দেয়ালে। কেমন যেন ছাতাধরা একটা গন্ধ লাগছে নাকে। গন্ধটা একেবারেই অচেনা আর নতুন লাগলো তাজিনের কাছে। কেমন যেন গা ছম ছম করে উঠলো ওর।

নোংরা জামাকাপড় পরা এক তরুণী ছুটে এলো ইন্সপেক্টর চেনের দিকে। 'আপনাদের কি সঙ্গী দরকার হবে? আমি···'

হাত নেড়ে নিষেধ করলেন তিনি, 'কোনো দরকার নেই।'

তাজিনের কনুই ধরে অন্ধকার করিডরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে দু'পাশের দেয়াল থেকে। তাজিনের মনে হলো, অনন্তকাল ধরে এখানে হাঁটছে সে।

পেছন দিকের সরু দরজা দিয়ে একসময় আলোর দেখা পাওয়া গেল। দ্রুত পা চালিয়ে বাইরে চলে এলো তাজিন। বুক ভরে বাতাস টেনে নিলো ফুসফুসে। ভেতরে এতক্ষণ দম আটকে আসছিল।

সামনে বিশাল খোলা একটা মাঠ। মাঝে মাঝে পুকুরের মতো কয়েকটা জলাশয়। কেমন যেন অদ্ভুত একটা শব্দ উঠে আসছে সেগুলো থেকে। মোট ছ'টা পুকুর—গুণলো তাজিন। ওর হাত ধরে এগিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর সবচেয়ে কাছের পুকুরটার দিকে। একটা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে কিনারায়—'পুকুর থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন। বিপজ্জনক!'

ব্যাপারটা যে কি, এখনও ভালো করে বুঝে উঠতে পারছে না তাজিন। পুকুরের মধ্যে কিছু জিইয়ে রাখা হয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে। নোংরা পানিতে সারাক্ষণ আলোড়ন উঠছে, জীবগুলো আকারে বড়োসড়ো, তা-ও বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ করে গাছের গুঁড়ির মতো অমসৃণ ভয়ঙ্কর একটা কুমির পানির ওপরে উঠে এলো। তারপর একের পর এক নানা আকৃতির আরো কয়েকটা দেখা গেল। সারাক্ষণ নড়ছে, ডিগবাজী খাচ্ছে। কি কুৎসিত! ভয়ে, ঘেন্নায় গা রি রি করে উঠলো তাজিনের।

তাজিনের মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হলো না ইন্সপেক্টরের। বোঝা যাচ্ছে, বেশ উপভোগ করছেন তিনি ব্যাপারটা। বিকৃত হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে। ব্যাখ্যা করতে লাগলেন তিনি, 'এটা একটা ক্রোকোডাইল ফার্ম। কুমিরের চাষ করা হয় এখানে।' পানির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটলেন তিনি। 'তিন থেকে ছ'বছর বয়সের কুমিরগুলো মেরে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়। সেই চামড়া দিয়ে তৈরি হয় ওয়ালেট, বেল্ট, জুতো, মেয়েদের ব্যবহারের ব্যাগ। জানেন তো, কুমিরের চামড়ার অনেক দাম।'

কোনো কথা বলতে পারলো না তাজিন। কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না বিদঘুটে জীবগুলো থেকে।

www.boiRboi.blogspot.com

ইন্সপেক্টর তখনও বলে চলেছেন, 'খেয়াল করে দেখুন, প্রায় সবগুলো কুমিরই মুখ হাঁ করে আছে। এভাবেই ওরা বিশ্রাম নেয়। যখন এদের মুখ বন্ধ থাকে তখনই এরা হয়ে ওঠে বিপজ্জনক।'

হাঁ করা মুখের ভেতরে সার সার তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি যে কারোর পিলে চমকে দিতে যথেষ্ট। অস্থির হয়ে উঠলো তাজিন।

এবার আরেকটা পুকুরের দিকে এগোলেন ইন্সপেক্টর। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনুসরণ করলো তাজিন।

এই পুকুরটা অপেক্ষাকৃত শান্ত। দেখা যাচ্ছে, মাত্র দু'টো বিশাল কুমির রয়েছে এখানে।

'এদের দু'জনেরই বয়স পনেরো। একটা পুরুষ, অন্যটা মেয়ে। এদেরকে রাখা হয়েছে শুধু প্রজননের জন্যে। বাচ্চা উৎপাদন করাই এদের একমাত্র কাজ।'

শিউরে উঠলো তাজিন। 'কি বিচ্ছিরি দেখতে! এরা একে অন্যকে সহ্য করে কি করে?'

'সত্যি বলতে কি, আসলেই সহ্য করতে পারে না এরা পরস্পরকে। খুব কম সময়ই মিলিত হয় ওরা।'

'দেখে মনে হয়, জীবগুলো এই পৃথিবীর নয়। অন্য কোথাও থেকে এসেছে।'

'একদিক থেকে ঠিকই বলেছেন। হাজার হাজার বছর ধরে ওরা একইরকম আছে। অন্য প্রাণীদের মতো বিবর্তনের ধারা তেমন একটা কাজ করেনি। খুব কমই পরিবর্তন এসেছে এদের মধ্যে। বলতে পারেন, সৃষ্টির প্রথম থেকে এদের চেহারা একইরকম আছে।'

তাজিন বুঝে উঠতে পারলো না ইন্সপেক্টর কেন ওকে এমন বিদঘুটে জায়গায় নিয়ে এসেছেন। যদি তিনি ভেবে থাকেন তাজিন

www.boiRboi.blogspot.com

এতে খুব উৎসাহ পাবে, তবে তিনি ভুল করেছেন।

'আমরা কি এখন যেতে পারি?' দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে তাজিনের।

'একটু ধৈর্য ধরুন।' ইন্সপেক্টর পেছন ফিরে তাকালেন। একটু আগে দেখা মেয়েটি দু'হাতে একটা ভারী ট্রে বয়ে নিয়ে আসছে।

প্রথম পুকুরের কাছে গিয়ে থামলো মেয়েটি। তাজিনের হাত ধরে এগিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। ঝুঁকে নিচের কুমিরগুলো দেখতে লাগলেন। চকচক করছে তাঁর চোখ দু'টো। 'আজ ওদের খাবার দিন।' উল্লসিত গলায় বললেন তিনি, 'দেখুন, কেমন মজা হয়।' রুমালে মুখ মুছে নিয়ে আবার বললেন, 'সাধারণত মাছ আর শুয়োরের ফুসফুস খেতে দেয়া হয় এদেরকে, তিনদিন পর পর।'

মেয়েটি রক্তমাখা টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিতে লাগলো পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠলো যেন পুকুরে। এক-একটা টুকরো পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একসাথে সেদিকে লাফ দিচ্ছে সবগুলো কুমির। হুড়োহুড়ি কামড়া-কামড়ি বেধে গেল। দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল পুকুরের মধ্যে।

রক্তমাখা গোলাপী একটা মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিলো মেয়েটি। একইসঙ্গে কামড়ে ধরলো সেটা প্রমাণ সাইজের দু'টো কুমির। টানা-হেঁচড়া চলতে থাকলো দু'জনের মধ্যে। খানিকক্ষণের মধ্যে যুদ্ধে পরিণত হলো সেটা। বর্বরের মতো আক্রমণ করতে শুরু করলো পরস্পরকে। আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে চেষ্টা করলো প্রতিপক্ষকে। রক্তে লাল হয়ে উঠলো পুকুরের অশান্ত পানি। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে দেখা গেল, একজনের একটা চোখ গলে গেছে, ঝুলে আছে সেটা মাথার সাথে। কিন্তু তাতে হতোদ্যম

হয়নি সে একটুও। প্রতিপক্ষের শরীরে দাঁত বসিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছিঁড়ে নিতে চাইছে মাংস।

পুকুরের পানিকে পানি বলে মনে হচ্ছে না আর। লাল রক্তের সঙ্গে মিসে এক হয়ে গেছে। রক্তের গন্ধে উন্মাদ হয়ে উঠলো অন্য সব ক'টা কুমির। ঝাঁপিয়ে পড়লো আহত যুধ্যমান দুই প্রতিবেশীর ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথার চামড়া অদৃশ্য হয়ে সাদা খুলি বেরিয়ে পড়লো হতভাগা কুমির দু'টোর। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলো তারা।

তাজিনের মনে হলো, এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যাবে ও। টলতে লাগলো মাতালের মতো। কোনমতে শুধু বলতে পারলো, 'দয়া করে এখান থেকে নিয়ে যান আমাকে।'

তাজিনের কাঁধে হাত দিয়ে শক্ত করে ওকে ধরে রাখলেন ইন্স-পেক্টর। জ্বলজ্বলে চোখে এখনও চেয়ে আছেন পানির দিকে। 'আর একটু অপেক্ষা করুন না!'

চোখ বন্ধ করে ইন্সপেক্টরের কাঁধে এলিয়ে পড়লো তাজিন। বাধ্য হলেন তিনি ফিরতি পথে রওনা হতে।

সে-রাতে তাজিন স্বপ্ন দেখলো—পুকুর ভর্তি কুমির যুদ্ধে মেতে উঠেছে। তাদের মধ্যে থেকে দু'টো বিশাল আকারের কুমির হঠাৎ করে ভ্যালেন্টি আর ফস্টারে পরিণত হলো—পরস্পরকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে।

দুঃস্বপ্নের মাঝে উঠে বসলো তাজিন। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। চেষ্টা করেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁপুনি থামাতে পারলো না।

বাকি রাতটুকু ঠায় বসে রইলো তাজিন।

www.boiRboi.blogspot.com

* * *

অভিযান শুরু হলো। ফেডারেল এবং স্থানীয় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো একইসঙ্গে সব স্টেটগুলোতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। শুধু দেশের ভেতরেই নয়, আধা ডজন বিদেশী রাষ্ট্রেও ধরপাকড় শুরু হলো।

ওহাইও। উইমেন্স্ ক্লাবে সরকারী কর্মচারীদের সততা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেবার সময় গ্রেফতার হলেন একজন সিনেটর।

নিউ অর্লিয়েন্স। বিশাল একটা বেআইনী ন্যাশনাল বুকমেকিং অপারেশন বন্ধ করে দেয়া হলো, গ্রেফতার হলো বেশ কিছু লোক।

অ্যামস্টার্ডাম। প্রচুর পরিমাণ চোরাই হীরা উদ্ধার করা হলো। বন্ধ করে দেয়া হলো চোরাচালানের রাস্তা।

ইণ্ডিয়ানা। বিখ্যাত এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করা হলো ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে।

ক্যানসাস সিটি। মূল্যবান চোরাই মালামাল ভর্তি একটা গুদাম-ঘর রেইড করা হলো।

অ্যারিজোনা। দু'জন গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ অফিসারকে গ্রেফতার করা হলো।

নেপল্স্। একটা বিরাট কোকেন ফ্যাক্টরি সিজ করা হলো।

লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে গেল সারা দেশে।

টেলিফোনে কিছুতেই তাজিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে ওর অফিসে এসে উপস্থিত হলো জিম ফস্টার।

প্রতিদিন পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লিলিয়ানা চিনতে পারলো তাকে।

তার প্রশ্নের জবাবে নার্ভাসভাবে সে বললো, 'আমি দুঃখিত, সিনেটর ফস্টার। মিস তাজিন রহমান দেশের বাইরে গেছেন।'

'কোথায়?'

'সিঙ্গাপুরে।'

'সিঙ্গাপুরের ঠিকানা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার।'

মাথা ঝাঁকালো লিলিয়ানা। 'হোটেল সাংগ্রিলা, সিঙ্গাপুর।'

আশ্বস্ত হলো ফস্টার। এখনো সময় আছে। এর মধ্যেই টেলিফোনে সাবধান করে দেয়া যাবে ওকে।

গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরোলো তাজিন। এমন সময় হোটেলের হাউসকীপার ঢুকলো ঘরে। একটু যেন থমকে গেলেন মহিলা।

'মাফ করবেন। আজ কখন আপনি রুম ছেড়ে দিচ্ছেন, মিস রহমান?'

'আজ তো রুম ছাড়ার কথা নয়। আগামীকাল আমার যাবার কথা।' একটু আশ্চর্যই হলো তাজিন।

অবাক চোখে চাইলেন মহিলা। অপ্রস্তুত গলায় বললেন, 'আমাকে বলা হয়েছে রুমটা ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখতে। রাতেই নাকি নতুন বোর্ডার আসবেন।'

রাগ হলো তাজিনের। 'কে আপনাকে পাঠিয়েছে এখানে?'

'ম্যানেজার।'

নিচে। সুইচবোর্ডে একটা ওভারসিজ কল এসেছে। ডিউটি বদল হয়েছে। অপারেটর মেয়েটি নতুন, তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিও।

www.boiRboi.blogspot.com

মাউথপিসে কথা বলছে অপারেটর, যেন ভালো করে শুনতে পাচ্ছে না। 'কি বলছেন?...নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে তাজিন রহমানের কল?'

পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দিকে ঘুরে তাকালো মেয়েটি। এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে নিষেধ করলো তাকে লোকটি।

মেয়েটি মাউথপিসে বললো, 'আমি খুব দুঃখিত। মিস রহমান আজই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

ধ্বংস অভিযান চলতেই থাকলো। হণ্ডুরাস, সান সালভাডর, তুরস্ক আর মেক্সিকোতে শত শত লোক গ্রেফতার হয়ে গেল। ফোর্ট লডারডেল, আটলান্টিক সিটি আর পাম স্প্রিংয়ে মাফিয়ার বিশাল নেটওয়ার্ক ধসে পড়লো।

অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলতে থাকলো ঢালাও ম্যাসাকার।

নিউ ইয়র্কে অ্যাডাম হারপার নিজের অফিসে বসে কলকাঠি নাড়ছেন। পুরো অপারেশনের দায়িত্ব তাঁর হাতে। জালটা যতই গুটিয়ে আনছেন, যতই এগিয়ে যাচ্ছেন ভ্যালেন্টি আর তাজিনের কাছাকাছি, ততই আনন্দে আটখানা হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

একটুর জন্যে বেঁচে গেল ভ্যালেন্টি। রোজমেরীকে নিয়ে শ্বশুরের কবরে ফুল দিতে গিয়েছিল সে।

বেরিয়ে যাবার ঠিক পাঁচ মিনিট পর এফ. বি. আই. এজেন্টরা হানা দিলো ভ্যালেন্টির বাসভবনে। ওখানে তাকে না পেয়ে ওর অফিস রেইড করা হলো। সেখানেও পাওয়া গেল না তাকে।

দু'জায়গাতেই ধৈর্য্য ধরে ভ্যালেন্টির জন্যে অপেক্ষা করতে

থাকলো পুলিশ।

হাউসকীপার বিদায় নেবার পর তাজিনের হঠাৎ খেয়াল হলো, রোমিলোর জন্যে প্লেনে রিজার্ভেশন করতে ভুলে গেছে ও। সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনে ফোন করলো।

'আমি তাজিন রহমান বলছি। আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইট ওয়ান-টুয়েল্‌ভে একটা বুকিং আছে আমার। লণ্ডনের ফ্লাইট এটা। এ-মুহূর্তে আমার আরো একটা রিজার্ভেশন দরকার।'

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ভদ্র আর নম্র ভাবে জবাব দিলো এয়ার-লাইন কর্মচারী। 'ধন্যবাদ। আপনি লাইনে থাকুন, দেখি ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

পাঁচ মিনিট পর আবার ভেসে এলো তার কণ্ঠস্বর। 'আপনি কি মিস রহমান? আর-এ-এইচ-এম-এ-এন?'

'জী।'

'দুঃখিত, মিস। আপনার রিজার্ভেশন বাতিল করা হয়েছে।'

'বাতিল করা হয়েছে!' আকাশ থেকে পড়লো তাজিন। 'কি বলছেন আপনি? কে বাতিল করলো?'

'সেটা তো আমাদের জানার কথা নয়। এ-মুহূর্তে প্যাসেঞ্জার লিস্টে আপনার নাম নেই।'

'নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়ে গেছে। আপনি আমাকে আরেকটা রিজার্ভেশন দিন। আমাকে কাল অবশ্যই যেতে হবে।' আতঙ্কিত বোধ করলো তাজিন।

'আমি খুব দুঃখিত, মিস রহমান। ফ্লাইট ওয়ান-টুয়েলভে কোনো সিট খালি নেই, সবই বুক্‌ড্‌ হয়ে গেছে।

দিশেহারা হয়ে গেল তাজিন। এসব রহস্যের সমাধান

www.boiRboi.blogspot.com

ইন্সপেক্টর হুয়াঙ চেন ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না। আজ তাঁর সঙ্গে ডিনার করার কথা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো তাজিন।

একটু আগেভাগেই এসে পড়লেন ইন্সপেক্টর। খবর পেয়ে নিচে নেমে এলো তাজিন। রাগে ফুঁসছে। হোটেলের রুম আর টিকে-টের গণ্ডগোলের কথা বললো তাঁকে তাজিন।

কাঁধ ঝাঁকালেন ইন্সপেক্টর। 'আর বলবেন না। এখানের রীতি-নীতিই এরকম। এক ফোঁটা দায়িত্ববোধ নেই কারো। মন দিয়ে কাজ করে না একটা লোক!' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। 'আমি খুব দুঃখিত, মিস রহমান। আজই ব্যাপারটা চেক করে দেখবো।'

একটু নিশ্চিন্ত হলো তাজিন। 'আর রোমিলোর খবর কি?'

'সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আগামীকাল সকালে ছেড়ে দেয়া হবে ওকে।'

শোফারকে চাইনিজ ভাষায় কি যেন বললেন ইন্সপেক্টর। সঙ্গে সঙ্গে ইউ-টার্ন নিয়ে দিক পরিবর্তন করলো গাড়িটা।

ইন্সপেক্টর হাসলেন তাজিনের দিকে চেয়ে। 'আপনাকে কালাং রোডটা দেখানো হয়নি। দেখার মতো আরেকটা জায়গা।'

আবার কি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন ওকে ইন্সপেক্টর। ভয় পেলো তাজিন। দুনিয়ার সব উদ্ভট আর বিদঘুটে জিনিসের প্রতিই ইন্সপেক্টরের যতো উৎসাহ!

ল্যাভেণ্ডার স্ট্রীটে পড়লো গাড়িটা। একটা ব্লক পেরিয়ে ডান দিকে মোড় নিলো কালাং বাহরুর দিকে। রাস্তার দু'দিকে বড়ো বড়ো সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র আর দামী দামী সব কফিনের বিজ্ঞাপন।

'আমরা কোথায় এসেছি ?'

তাজিনের দিকে ফিরে শান্ত গলায় জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর, 'আমরা এখন আছি স্ট্রীট উইথ নো নেম-এ। বেনামী সড়কও বলতে পারেন।'

হঠাৎ করে গাড়ির গতি কমে গেল। রাস্তার দু'দিকে শুধু আণ্ডারটেকারদের অফিস। অদ্ভুত সব নাম—ট্যান কি সেঙ, ক্বিন নোহ্, ল্যাঙ ইয়ুঙ ল্যাভ, গোহ্ সুন। সামনে একজায়গায় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হচ্ছে। পরিবারের শোকাহত সব সদস্য আর বন্ধুবান্ধবরা সাদা পোশাকে সজ্জিত, একপাশে করুণ সুরে ব্যাণ্ড বাজছে। একটা সরু টেবিলের ওপর বৃদ্ধ এক লোকের মৃতদেহ রাখা হয়েছে, বুকের ওপর রাজ্যের ফুল—মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন। মাথার কাছে দাঁড় করানো আছে মৃতব্যক্তির বিরাট একটা ছবি। টেবিলের চারদিক ঘিরে চেয়ার পেতে বসে কি যেন খাচ্ছে সবাই। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

ইন্সপেক্টরের দিকে ঘুরে তাকালো তাজিন। তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইলো, 'ব্যাপার কি ?'

'এগুলো হলো মৃত্যুর ঘর। স্থানীয় লোকেরা বলে "মৃতের বাড়ি"। সরাসরি তাকালেন তিনি তাজিনের চোখে। 'কিন্তু মৃত্যুটা তো জীবনেরই একটা অঙ্গ। তাই না, মিস রহমান ?'

ইন্সপেক্টরের মাছের মতো ঠাণ্ডা চোখের দিকে চাইতেই ভয়ের একটা শিরশিরে স্রোত নেমে গেল তাজিনের শিরদাঁড়া বেয়ে।

বিখ্যাত 'গোল্ডেন ফিনিক্স' হোটেলে খেতে এলো ওরা। চেয়ারে

www.boiRboi.blogspot.com

না বসা পর্যন্ত চেষ্টা করেও কথা বলতে পারলো না তাজিন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর। শুধু মনে হচ্ছে, ওর অজান্তে কোথায় যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে।

'ইন্সপেক্টর, আমাকে ক্রোকোডাইল ফার্ম আর মৃতের বাড়ি দেখানোর পেছনে কি কোনো বিশেষ কারণ আছে ?'

অর্থপূর্ণ চোখে ইন্সপেক্টর সরাসরি তাকালেন তাজিনের দিকে। 'অবশ্যই! আমি ভেবেছিলাম, এসব ব্যাপারে উৎসাহ খুঁজে পাবেন আপনি। বিশেষ করে রোমিলোর মতো জঘন্য অপরাধীকে যখন ছাড়িয়ে নিতে এসেছেন, তখন ধরেই নেয়া যায় যে আপনি মৃত্যু আর হিংস্রতা দু'টোই ভালোবাসেন।' রাগে জ্বলতে থাকলো ইন্সপেক্টরের চোখ দু'টো। 'আমাদের তরুণ সম্প্রদায় আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে পাচার করা ড্রাগস্ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। এদের চিকিৎসার জন্যে যে হাসপাতাল আছে, সেটা আপনাকে দেখাবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু পরে ভাবলাম, এডিক্টদের পরিণতি কি, সেটাই আপনাকে আগে দেখানো দরকার। এজন্যেই মৃতের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম আপনাকে।'

রাগ হলো তাজিনের। 'দেখুন, এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমার। আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছি।'

'প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর মতামত রয়েছে।' কঠোর ঠাণ্ডা স্বরে বললেন ইন্সপেক্টর।

'দেখুন, ইন্সপেক্টর, আমার ধারণা প্রচুর টাকা দেয়া হয় আপনাকে...'

'আমাকে সন্তুষ্ট করার মতো টাকা এ-পৃথিবীতে কারোরই

নেই।' ধমকে উঠলেন তিনি।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তাজিনের পেছন দিকে কাকে যেন ইশারা করলেন, মাথা ঝাঁকিয়ে তাজিনকে দেখিয়ে দিলেন। অবাক হয়ে পেছনে ফিরে তাকালো তাজিন। ধূসর রঙের স্যুট পরা দু'জন লোক এগিয়ে আসছে ওদের টেবিলের দিকে।

'মিস তাজিন রহমান?' একজন জিজ্ঞেস করলো।

'জ্বী।'

পরিচয়পত্র বের করার কোনো দরকার ছিলো না ওদের। তারা মুখ খোলার আগেই চিনতে পেরেছে তাজিন। এফ বি আই।

পরিচয়পত্র বের করে তারা তাজিনের চোখের সামনে ধরলো, মুখে বললো, 'এফ বি আই। আমাদের কাছে আপনার নামে ইস্যু করা একটা গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে। আজকের মধ্যরাতের ফ্লাইটে আপনাকে আমাদের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে হবে।'

চৌত্রিশ

কবরস্থানে এমনিতেই বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে ভ্যালেন্টির। একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো একজনের সঙ্গে। ঘড়ির দিকে

www.boiRboi.blogspot.com

তাকিয়ে মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল। সময় পেরিয়ে গেছে। ঠিক করলো, অফিসে ফোন করে নতুন করে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে রাখতে বলবে।

রাস্তার পাশের এক টেলিফোন বুথে থামলো ভ্যালেন্টি। অফিসের নাম্বার ঘোরালো।

'এ্যাকমে বিল্ডার্স।' ওর পি এ-র গলা শোনা গেল।

'অ্যান্টোনিও বলছি। এক্ষুনি...'

'মিস্টার ভ্যালেন্টি এ-মুহূর্তে অফিসে নেই। পরে আবার চেষ্টা করুন।'

শরীরের সমস্ত মাংসপেশী শক্ত হয়ে গেল ভ্যালেন্টির। বিপদ! 'টম'স প্লেস।' শব্দ দু'টো উচ্চারণ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলো ভ্যালেন্টি।

দৌড়ে গাড়িতে উঠলো। রোজমেরী ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে, অ্যান্টোনিও? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কোনো বিপদ হয়েছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আপাতত বাড়িতে না ফেরাই ভালো। তোমাকে তোমার খালাতো ভাইয়ের বাসায় নামিয়ে দিচ্ছি। আমি খবর না দেয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে।'

রোজমেরীকে নামিয়ে দিয়ে সোজা টম'স প্লেসে চলে এলো ভ্যালেন্টি। চট করে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকে পড়লো। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার দৌড়ে এলো ওকে দেখে।

'আমি খবর পেয়েছি আপনার বাড়ি আর অফিসে পুলিশ গিজ গিজ করছে। ভাগ্যিস্, আপনার কিছু হয়নি। খুব চিন্তায় ছিলাম।'

'ধন্যবাদ, টম।' চিন্তিত মুখে চুলে হাত বোলালো ভ্যালেন্টি।

'আর লক্ষ্য রাখবে, কেউ যেন বিরক্ত না করে আমাকে।'

'আমি থাকতে সে সাহস কেউ পাবে না, স্যার। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারেন।'

রেস্তোরাঁর পেছন দিকে ওর ছোট্ট অফিস-কাম-রেস্টরুমে চলে এলো ভ্যালেন্টি। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো দরজা।

টেলিফোন তুলে নিলো সময় নষ্ট না করে।

মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে জেনে গেল ভ্যালেন্টি, ভরাডুবি হয়েছে ওর। চারদিক থেকে যতই গ্রেফতার আর রেইডের খবর আসতে লাগলো, ততই ভ্যালেন্টির অবিশ্বাসের মাত্রা বাড়তে লাগলো। এ কেমন করে সম্ভব! অর্ধেকেরও বেশি সোলদাতি আর লেফটেন্যান্ট গ্রেফতার হয়ে গেছে, বড়ো গুদামগুলো সীজ করা হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে সব ক'টা বড়ো বড়ো জুয়ার আড্ডা। এমনকি অফিসে যেসব গোপনীয় কাগজপত্র ছিলো, সবই এখন পুলিশের হাতে। দুঃস্বপ্নের মতো ঘটে গেছে সবকিছু।

সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ভ্যালেন্টির তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে? তাজিন? হতে পারে, সে ফস্টারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু পরিবার বা সংগঠনের ভেতরের খবর বলতে-গেলে কিছুই জানে না ও। শুধু ওর একার পক্ষে এতবড়ো বিপর্যয় টেনে আনা অসম্ভব!

মাফিয়ার অন্যান্য পরিবারগুলোর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলো ভ্যালেন্টি। সবাই জানতে চাইছে ফুটোটা কোথায়। শুধু ভ্যালেন্টির পরিবারই নয়, সবগুলো পরিবারেই একসঙ্গে বিপর্যয় নেমে এসেছে। ক্ষেপে গেছে সবাই ভ্যালেন্টির ওপর। কারণ সবাই নিশ্চিত, ভ্যালেন্টির পরিবারেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

লাস ভেগাসের ডন টমি গার্ডিনো। সাবধান করে দিলেন ভ্যালেন্টিকে, 'আমাকে কমিশনের পক্ষ থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ করা হয়েছে, অ্যান্টোনিও।' কোনো পরিবার বিপদে পড়লে বা দুর্বল হয়ে পড়লে ন্যাশনাল কমিশন তার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। 'পুলিশ কিন্তু সবগুলো পরিবারের পেছনেই লেগেছে। বড়ো কোনো চাঁই পুলিশের কাছে গলা ছেড়ে গান গাইছে। আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, তোমার পরিবারের মধ্যেই রয়েছে এই ফুটোটা। যাই হোক্, এখন থেকে শুরু করে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় তোমাকে দেয়া হলো তাকে খুঁজে বের করার জন্যে।' জবাবের অপেক্ষা না করে রিসিভার আছড়ে ফেললেন ডন।

অতীতে এ-রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি, এমন নয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চুনোপুঁটিরা পুলিশের প্যাঁদানি খেয়ে ভুল করে 'ওমের্তা' ভেঙে মুখ খুলে ফেলেছে, এমনটাই দেখা গেছে। কি-ই বা জানতো তারা! তাই খুব একটা ক্ষতি কখনোই করতে পারেনি পুলিশ। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি জায়গামতোই পৌঁছে যেতো যথাসময়ে।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। ভিত পর্যন্ত নড়ে উঠেছে সংগঠনের। এই প্রথমবারের মতো অন্য সব পরিবারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভ্যালেন্টির পরিবার। 'বড়ো কোনো চাঁই পুলিশের কাছে গলা ছেড়ে গান গাইছে···তোমার পরিবারের মধ্যেই আছে ফুটোটা।' ঠিকই বলেছেন লাস ভেগাসের ডন। কারণ ভ্যালেন্টির পরিবারকে ঘিরেই শুরু হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। ভ্যালেন্টির পেছনেই সবচেয়ে আগে লেগেছে পুলিশ। নিশ্চয়ই কেউ

প্রমাণসহ তথ্য তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে। তা না হলে পুলিশ কিছুতেই এতবড়ো ঝুঁকি নিতো না। কিন্তু কে সে? রুমের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঝড়ের বেগে পায়চারি করতে থাকলো ভ্যালেন্টি। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে মনে মনে।

নিশ্চয়ই খুব কাছের কেউ। এসব তথ্য সামান্য দু-একজন ছাড়া অন্য কেউ জানে না। সুতরাং সহজেই বৃত্তটাকে ছোট করে আনা যায়। কোলেল্লা, কার্লো, নিক ভিটো, আর ভ্যালেন্টি স্বয়ং—এই চার জনের মধ্যেই পারিবারিক গোপনীয়তা সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য কেউ তার অর্ধেকও জানে না। অবশ্য আরো একজন জানতেন, টমাস বুশম্যান। কিন্তু সহজেই তাঁকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায়। নিউ জার্সির জাঙ্ক ইয়ার্ডের ময়লার নিচে তাঁর হাড় ক'খানা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে।

হঠাৎ মনে হলো, অফিসের যে গোপন জায়গায় লেজারগুলো লুকনো ছিলো; সে জায়গাটা চিনতো না নিক ভিটো। আগে থেকে না জানলে পুলিশের বাপ-দাদারও সাধ্য ছিলো না জায়গাটা খুঁজে বের করে। তার মানে, নিক ভিটোকে আপাতত সন্দেহের বাইরে রাখা যায়।

বাকি রইলো কার্লো আর কোলেল্লা। এ দু'জনের কেউ ওমের্তা ভেঙে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কোনভাবেই তা বিশ্বাস করা যায় না। প্রথম থেকেই ওরা আছে ভ্যালেন্টির সঙ্গে। রাস্তা থেকে তুলে এনে ওদেরকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে ভ্যালেন্টি। এমন-কি স্বাধীনভাবে কিছু সুদের ব্যবসা আর নারী-ব্যবসা করার অনুমতিও তাদের দিয়েছিল সে। তাহলে কেন ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

অবশ্য একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে—সিংহাসনের লোভ। ভেবেছে, ভ্যালেন্টিকে সরিয়ে দিতে পারলে সহজেই তার জায়গা দখল করে নেয়া যাবে। হয়তো সেজন্যে ওরা দু'জনেই একসঙ্গে কাজ করছে ভ্যালেন্টির বিরুদ্ধে।

খুনের নেশায় পেয়ে বসলো ভ্যালেন্টিকে। রক্ত চাই। রক্ত! কুত্তার বাচ্চারা ওর সর্বনাশ চেয়েছিল, কিন্তু সেই আনন্দ উপ-ভোগ করার জন্যে বেশিক্ষণ সময় দেয়া যাবে না ওদের।

কিন্তু সবচেয়ে আগে গ্রেফতার হয়ে যাওয়া অনুচরদের জন্যে জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্বাস করা যায়, এমন একজন উকিল দরকার। বুশম্যান মৃত, আর তাজিন—তাজিন! আবার সেই উন্মাদনা ফিরে এলো ভ্যালেন্টির রক্তে। মনে পড়ে গেল তাজিন-কে বলা ওর শেষ কথাগুলো—'কাজ সেরে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো। তোমাকে মিস্ করবো আমি।···তোমাকে ভালোবাসি।' অন্তর থেকে কথাগুলো বলেছিল ভ্যালেন্টি, অথচ সে-ই কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করলো! এর উপযুক্ত দাম দিতে হবে তাজিনকে।

একটা কল বুক করে অপেক্ষা করছিল ভ্যালেন্টি। মিনিট পনেরো পরে দৌড়ে অফিসে এসে ঢুকলো নিক ভিটো। ওকে একটু আগে বাড়ি আর অফিসের অবস্থা দেখে আসতে পাঠিয়েছিলো ভ্যালেন্টি।

'কি অবস্থা, ভিটো?' জানতে চাইলো সে।

'পুলিশের সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেড়েছে। বাড়ি আর অফিস—দু'জায়গাতেই কয়েকবার টহল মেরেছি। কিন্তু আপনার কথামতো

www.boiRboi.blogspot.com

দূরেই ছিলাম, কাছে যাইনি।' হাঁপাচ্ছে নিক ভিটো।

'তোমার জন্যে একটা কাজ আছে, ভিটো।'

'অবশ্যই, বস্, বলুন, কি করতে হবে?'

'কার্লো আর কোলেল্লাকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।'

জীবনেও এত অবাক হয়নি নিক ভিটো। 'আমি···মানে, বুঝতে পারছি না···আপনার ভাষায় শিক্ষা দেয়া মানে···আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছেন না যে···'

রাগে চিৎকার করে উঠলো ভ্যালেন্টি। 'আমি বলতে চাচ্ছি, ওদের দু'জনের নোংরা মগজ দু'টো উড়িয়ে দাও। এখন বুঝতে পেরেছো তো? নাকি কেমন করে তা করতে হবে, তা-ও শিখিয়ে দিতে হবে!'

'না—না।' ভয়ে তোতলাতে শুরু করলো নিক ভিটো। 'আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম···মানে, কার্লো আর কোলেল্লা দু'জনেই আপনার সেরা লোক।'

ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ভ্যালেন্টি। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার সুন্দর চেহারাটা। 'তুমি কি আমাকে ব্যবসা শেখাতে চাইছো, ভিটো?'

'না না, বস্। আমাকে ভুল বুঝবেন না।' দু'পা সরে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ালো নিক ভিটো। 'আপনার হয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি আমি। কিন্তু···মানে, কখন?'

'এক্ষুনি। এই মুহূর্তে। আজকে রাতের চাঁদ যেন ওরা দেখতে না পায়। বুঝেছো?'

'জ্বী। বুঝতে পেরেছি।'

দু'হাতে মুঠি পাকালো ভ্যালেন্টি। 'আমার হাতে যদি যথেষ্ট

www.boiRboi.blogspot.com

সময় থাকতো, তবে নিজের হাতে খুন করতাম শুয়োরের বাচ্চা দু'টোকে। আমি চাই, ওরা কষ্ট পেয়ে মরুক। বুঝতে পারছো তো, নিক? ধীরে ধীরে খুন করবে ওদের।

"সুপ্পিলু সুপ্পিলু"। দেশীয় ভাষায় নিক ভিটোকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলো ওদের জন্যে ঠিক কি রকম মৃত্যু ও চাইছে।

'ঠিক আছে, বস্।' ম্রিয়মান দেখাচ্ছে নিক ভিটোকে।

হঠাৎ দরজা খুলে ম্যানেজার টম হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো। রক্ত সরে গেছে তার মুখ থেকে। হড়বড় করে বলে ফেললো, 'বাইরে দু'জন এফ বি আই এজেন্ট দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে আপনার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, বস্, আমি এর কিছুই জানি না। তারা···'

দ্রুত নিক ভিটোর দিকে ফিরে তাকালো ভ্যালেন্টি। বুড়ো আঙুল দিয়ে ইশারা করলো পেছনের দরজার দিকে। 'এক্ষুনি পালিয়ে যাও।' নিক ভিটো দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেই টমের মুখোমুখি দাঁড়ালো ভ্যালেন্টি। 'ওদেরকে বলো, দু'টো মিনিট যেন কষ্ট করে একটু ধৈর্য্য ধরে। টুকিটাকি দু'একটা কাজ সেরে এক্ষুনি আসছি আমি।'

টম বেরিয়ে যেতেই রিসিভার তুলে নিলো ভ্যালেন্টি। দ্রুত একটা নাম্বার ঘোরালো। এক মিনিট পরে কথা বলতে পারলো নিউ ইয়র্কের সুপিরিয়র কোর্টের বিচারকের সঙ্গে।

'বাইরে দু'জন এফ বি আই অপেক্ষা করছে গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে।'

'কি অভিযোগ আনা হয়েছে, জানেন কি?'

'না জানি না। তাছাড়া জানার কোনো আগ্রহও আমার নেই। আমি আপনাকে ফোন করেছি যতো দ্রুত সম্ভব জামিনের ব্যবস্থা করার জন্যে। হাজতে বসে থাকার মতো সময় আমার নেই, এদিকে প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন জাজ। অবশেষে ভ্যালেন্টির ধৈর্যের বাঁধ যখন ধসে পড়ার উপক্রম, তখন আমতা আমতা করে বলতে শুরু করলেন, 'আমি খুব দুঃখিত, অ্যান্টোনিও। মানে···এমন অবস্থায় তোমার জন্যে আমি কিছুই করতে পারবো না। সারা দেশে ধরপাকড় চলছে। এ অবস্থায়···'

বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলতে শুরু করলো ভ্যালেন্টি, শুনে পিলে চমকে উঠলো জজ সাহেবের। 'মন দিয়ে শুনুন, খুব ভালো কথা বলতে যাচ্ছি আমি। একটা ঘণ্টাও যদি আমাকে হাজতে কাটাতে হয়, তবে প্রতিজ্ঞা করছি—সারা জীবনের জন্যে জেলের ভাত খাওয়াবো আপনাকে। বহুদিন ধরেই আমি আপনার দেখা-শোনা করছি। আপনি কি চান যে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে আমি বলে দিই, ঠিক ক'টা মামলায় আমাকে আপনি জিতিয়ে দিয়েছেন? অথবা আপনি কি চান যে, আই আর এস-কে আপনার সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আমি জানিয়ে দিই? তার চেয়েও ভালো হয় যদি···'

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, অ্যান্টোনিও! এমন নিষ্ঠুর আচরণ করো না!'

'তাহলে এক্ষুনি কাজে লেগে পড়ুন।'

'দেখি, কি করতে পারি,' ভয়ে চুপসে গেছেন ভদ্রলোক। 'আমি চেষ্টা করবো···'

www.boiRboi.blogspot.com

'চেষ্টা করবেন!' ধমকে উঠলো ভ্যালেন্টি। 'চেষ্টার কথা শুনতে চাই না আমি। শুধু জানি, কাজটা আপনি করে দেবেন। শুনতে পাচ্ছেন তো? এক্ষুনি শুরু করুন।' রিসিভারটা ক্রেডলে আছড়ে ফেললো ভ্যালেন্টি।

আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করলো ভ্যালেন্টি। মগজটা আবার দ্রুত কাজ করতে শুরু করেছে, সম্পূর্ণ শান্তভাবে।

হাজতের ব্যাপারে এ-মুহূর্তে ওর মাথায় কোনো চিন্তা নেই। জানে, যে কোনকিছুর বিনিময়ে ওর বেতনভুক জাজ বের করে নিয়ে আসবে ওকে। নিক ভিটোর ওপরেও যথেষ্ট আস্থা আছে ভ্যালেন্টির। ঠিকমতোই তার দায়িত্ব পালন করবে সে। কার্লো আর কোলেল্লার সাক্ষ্য ছাড়া ভ্যালেন্টিকে ফাঁসানো খুব একটা সহজ হবে না।

দেয়ালে ঝোলানো চারধারে কাঠের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা বেলজিয়াম আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো ভ্যালেন্টি। র‍্যাক থেকে হাতির দাঁতের চিরুনি তুলে নিয়ে যত্নের সঙ্গে মাথাটা আঁচড়ে নিলো। বেঁকে যাওয়া টাই ঠিক করে নিলো। তারপর দৃপ্ত পদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে এলো এফ বি আই এজেন্টদের হাতে ধরা দিতে।

জাজ তাঁর কাজ ঠিকমতোই করেছেন। যদিও এ-ব্যাপারে ভ্যালেন্টির কোনো সন্দেহ ছিলো না। ভদ্রলোক তাঁর পছন্দমতো একজন উকিলকে দিয়ে প্রাথমিক শুনানির সময় জামিনের আবেদন করলেন। জামিনের পরিমাণ ঠিক করা হলো পাঁচশো হাজার ডলার।

অসহ্য রাগ আর হতাশায় ভেঙে পড়লেন অ্যাডাম হারপার।

তাঁর নিরুপায় দৃষ্টির সামনে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল ভ্যালেন্টি।

পঁয়ত্রিশ

নিক ভিটোর মগজে পদার্থ খুব কমই আছে। সত্যিকার অর্থে মাত্র দু'টো কারণেই সংগঠনে সে এত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উঠে এসেছে। প্রথমত, কোনো প্রশ্ন না করেই আদেশ পালনে অভ্যস্ত সে। দ্বিতীয়ত, সাধারণত তার কাজে কোনো খুঁত থাকে না। বহুবার তাকে রিভলভার, পিস্তল আর ছোরার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, কিন্তু কখনো ভয় কাকে বলে বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সত্যিকারের ভয় কাকে বলে, এতদিন পর সেটা বুঝতে পারছে সে। ওর বোধশক্তির বাইরে কোথাও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে, যা ঘটছে সবকিছুর পুরো দায়িত্ব ওর নিজের। ওর কারণেই সংগঠনের এই অন্তিম দশা উপস্থিত হয়েছে।

সারাদিন ধরেই নিক ভিটো শুনেছে কি হারে সারা দেশে রেইড, গ্রেফতার আর ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে গেছে ওদের সংগঠনকে কেন্দ্র

www.boiRboi.blogspot.com

করে। বাজারে জোর গুজব—সংগঠনের কোন কর্তাব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সীমিত বুদ্ধি দিয়েও নিক ভিটো বুঝতে পারছে, বুশম্যানকে প্রাণে না মেরে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবার পর-পরই দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে সংগঠনের মাথার ওপর। অদৃশ্য কেউ যেন বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে সংগঠন আর পরিবারের বিরুদ্ধে।

নিক ভিটো জানে, কার্লো বা কোলেল্লা কিছুতেই দোষী হতে পারে না। এই দু'জনকে এতদিন ও আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি বলে জেনে এসেছে। সমপরিমাণ ভালোবাসাও পেয়েছে তাদের কাছ থেকে। ওরা দু'জনেই ভ্যালেন্টি বলতে অজ্ঞান। প্রাণ গেলেও কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু এ-কথা ভ্যালেন্টিকে বলা যাবে না এখন। বললে একঘন্টার মধ্যেই ওর শরীরের মাংসের কুচিগুলোকে কবর দেবে ভ্যালেন্টি। কারণ, কার্লো আর কোলেল্লা ছাড়া অন্য আর একজনই আছে, যাকে দোষী বলে মনে করা যায়—বুশম্যান। এবং তার জানামতে, বুশম্যান এখন মৃত।

অনিশ্চয়তায় দুলছে নিক ভিটোর মন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। নিজেকে যতোটা ভালোবাসে, ঠিক ততোটাই ভালোবাসে ও কার্লো আর কোলেল্লাকে। ওরা দু'জনেই বুশম্যানের মতো অসংখ্য উপকার করেছে ওর। সারাজীবন চেষ্টা করলেও সে ঋণ শোধ করতে পারবে না নিক ভিটো।

কিন্তু বুশম্যানের ঋণ শোধ করার ফল তো হাতে হাতেই পাচ্ছে ও। আবার একই ভুল করবে ও? কক্ষনো না। মনটাকে শক্ত করে নিলো নিক ভিটো। এখন নিজের জীবন বাঁচাতে হবে ওকে। কার্লো আর কোলেল্লাকে মরতেই হবে। তবেই ও নিশ্চিন্ত। কিন্তু

যেহেতু ওরা ওর ভাইয়ের মতো, সেহেতু একটু দয়া দেখাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিক ভিটো। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করবে ওদের জন্যে। ভ্যালেন্টি তো আর দেখতে আসবে না!

কার্লো আর কোলেল্লার সারাদিনের রুটিন মুখস্থ নিক ভিটোর। ভ্যালেন্টি যে-কোনো মুহূর্তে ডেকে পাঠাতে পারে, তাই তাকে না জানিয়ে রুটিনের বাইরে যায় না ওরা কখনো। কার্লোকে এখন পাওয়া যাবে ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়ামের কাছে ওর রক্ষিতার অ্যাপার্টমেন্টে। প্রতিদিন ঠিক পাঁচটার সময় ওখান থেকে বাড়িতে বউয়ের কাছে ফিরে যায় কার্লো। এখন বাজে তিনটে।

অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে, নাকি সোজা ওপরে চলে যাবে, এ-নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো নিক্। নাহ্! সোজা ওপরে গিয়ে হাজির হলেই ভালো। জীবনে এই প্রথম বারের মতো কোনো কাজের সময় নার্ভাস বোধ করছে নিক্, সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। নার্ভাস লাগছে—ব্যাপারটা টের পেয়ে আরো নার্ভাস হয়ে পড়লো সে। ঠিক করলো, এদিকের কাজকর্মগুলো ভালোয় ভালোয় শেষ হলে ভ্যালেন্টির কাছে লম্বা একটা ছুটি চাইবে।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের এক কোণে গাড়িটা পার্ক করে রাখলো নিক ভিটো। হেঁটে এসে সদর দরজার সামনে দাঁড়ালো। চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে পকেট থেকে এক টুকরো সেলুলয়েড বের করে চাবির ফুটোয় ঢুকিয়ে চাড় দিলো। অনায়াসে খুলে গেল সদর দরজা। এলিভেটরের দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সোজা

উঠে এলো তিনতলায়। করিডরের শেষ মাথার দরজাটার সামনে এসে থামলো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে দুমদুম করে কিল দিলো দরজায়, চিৎকার করে বললো, 'দরজা খোলো। পুলিশ!'

দরজার ওপাশ থেকে ধুপধাপ শব্দ ভেসে এলো। ভয় পেয়েছে ওরা। একটু পরেই দরজা খুলে গেল খানিকটা, ভেতরে মোটা একটা চেইন দিয়ে আটকানো। দু'ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে কার্লোর রক্ষিতা লোলিটার ভয়ার্ত চেহারা আর ফর্সা শরীরের কিছুটা দেখা গেল। নিককে দেখে ভয়ের চিহ্ন কেটে গিয়ে বিরক্তি ফুটে উঠলো চেহারায়। 'নিক! বোকা গাধা কোথাকার! এটা কোন্ ধরনের ঠাট্টা?'

দরজার চেইনটা খুলে নিক ভিটোকে ভেতরে আসতে দিলো সে। তারপর পেছন ফিরে চেঁচিয়ে বললো, 'কার্লো, পুলিশ নয়, নিক এসেছে।'

বেডরুমের দরজা দিয়ে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলো কার্লো। 'কি ব্যাপার, নিক? কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ এখানে চলে এলে!'

'কার্লো, ভ্যালেন্টির কাছ থেকে তোমার জন্যে একটা মেসেজ নিয়ে এসেছি।'

সাইলেন্সার লাগানো পয়েন্ট টু-টু অটোমেটিকটা উঁচু করে ট্রিগারে চাপ দিলো নিক্ ভিটো। ফায়ারিং পিনটা আছড়ে পড়লো পয়েন্ট টু টু ক্যালিবারের কার্ট্রিজের ওপর। মাজ্‌ল্ দিয়ে বেরিয়ে আসা বুলেটটার গতি এখন সেকেণ্ডে হাজার ফিট। প্রথম বুলেটটা কার্লোর নাকের বাঁশি উড়িয়ে দিলো, দ্বিতীয়টা সোজা গিয়ে ঢুকলো বাঁ-চোখে। ঠিকরে আসা চোখে চিৎকার করার জন্যে মাত্র হাঁ করে-

www.boiRboi.blogspot.com

ছিল লোলিটা, নির্দ্বিধায় ওর মুখের ভেতর একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলো নিক। মেয়েটা মাটিতে পড়ে যাবার আগেই বাম বুকটা ফুটো হয়ে গেল আর একটা আঘাতে—সাবধানের মার নেই!

লোলিটার রক্তমাখা শরীরটার দিকে তাকিয়ে আফসোস হলো নিকের। আহা! বড়ো সুন্দর ছিলো মেয়েটা! কিন্তু এ-ছাড়া উপায় ছিলো না ওর।

কখনো কোনো সাক্ষীকে বেঁচে থাকার অধিকার দেয় না ভ্যালেন্টি।

জোসেফ কোলেল্লার খোঁজে রওনা হলো নিক ভিটো।

কোলেল্লার একটা দামী রেসের ঘোড়া আছে। লং আইল্যাণ্ডের বেলমণ্ট পার্কে আজ সেটার অষ্টম প্রতিযোগিতা। কোলেল্লা নিককে অনুরোধ করেছিলো ওর চমৎকার ঘোড়াটার ওপর বাজি ধরতে। আগে কয়েকবার কোলেল্লার ঘোড়া নিয়ে প্রচুর জিতেছে নিক। নিক উপস্থিত না থাকলেও কোলেল্লা দৌড়ের সময় ওর নামে নিজের ঘোড়ার ওপর অল্প টাকার বাজি ধরে।

পার্কিং লটে গাড়ি রেখে ট্র্যাকের দিকে এগোলো নিক্। কোলেল্লার বক্সটা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ খুব দুঃখ হলো ওর। দুই বন্ধু মিলে আর কখনো এমন সুন্দর আবহাওয়ায় রেস দেখতে পারবে না।

চার নাম্বার দৌড় মাত্র শুরু হয়েছে। কোলেল্লার দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড ঘোড়াটা রাজকীয় ভঙ্গিতে সবগুলোকে ছাড়িয়ে সামনে এসে পড়েছে। বক্সের মধ্যে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছে কোলেল্লা, দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে ঘোড়াটাকে। আশেপাশের সব দর্শকও উন্মাদ হয়ে উঠেছে, আকাশ-বাতাস ফেটে পড়ছে তাদের চিৎকারে।

বক্সে ঢুকে কোলেল্লার পেছনে এসে দাঁড়ালো নিক। আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো, 'কি অবস্থা, দোস্ত?'

'হেই, নিক্! ঠিক সময় মতো এসে পড়েছো তুমি। আমার বিউটি কুইন এবার সহজেই জিতে যাচ্ছে। তোমার নামেও কিছুটা বাজি ধরেছি আমি।'

'সেজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, জো।'

কোলেল্লার মেরুদণ্ডের ঠিক মাঝখানে পয়েন্ট টু টু অটোমেটিকটা চেপে ধরলো নিক। কোটের ওপর দিয়েই পরপর তিনবার গুলি করলো। কোলেল্লার অস্ফুট আর্তনাদ চারদিকের হর্ষধ্বনির মধ্যে মিলিয়ে গেল। নিকের চোখের সামনে মাটিতে আছড়ে পড়লো কোলেল্লার লাশটা। একবার ভাবলো, ওর পকেট থেকে টিকেটটা বের করে নেবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিলো না। বলা যায় না, হারতেও পারে ঘোড়াটা।

কোনরকম তাড়াহুড়ো না করে বক্সের বাইরে বেরিয়ে এলো নিক। মিশে গেল হাজার হাজার লোকের ভিড়ে।

ভ্যালেন্টির ব্যক্তিগত ব্যবহারের লাল রঙের টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

'মিস্টার ভ্যালেন্টি?'

'কে বলছেন আপনি?'

'আমি ক্যাপ্টেন ব্যানার।'

একটু চিন্তা করতেই চিনতে পারলো ভ্যালেন্টি। পুলিশ ক্যাপ্টেন রুস ব্যানার। প্রতিমাসে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয় লোকটাকে। ভ্যালেন্টির বেতনভুক্তদের একজন।

www.boiRboi.blogspot.com

'আমি ভ্যালেন্টি।'

'খুব মূল্যবান একটা তথ্য পেয়েছি একটু আগে। শুনলে চমকে উঠবেন, আমি নিশ্চিত।'

'কোত্থেকে ফোন করছেন আপনি?'

'একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে।'

'তাহলে ঠিক আছে। এখন বলুন, তথ্যটা কি।'

'কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা আমি জানতে পেরেছি।' ভ্যালেন্টিকে চমকে দিতে পেরেছে মনে করে খুশি হয়ে উঠলো ব্যানার।

কিন্তু বেশি উৎসাহ পেলো না ভ্যালেন্টি। 'আপনি একটু দেরি করে ফেলেছেন। ইতিমধ্যেই ওদের ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে।'

'ওরা! কি বলছেন, মিস্টার ভ্যালেন্টি! আমি তো শুধু কনসিলিয়ারি বুশম্যানের কথাই জানি।'

'কি আবোল তাবোল বকছেন, বুশম্যান তো বেঁচে নেই!'

এবার বিস্মিত হবার পালা ক্যাপ্টেন ব্যানারের। 'কি বলছেন আপনি, মিস্টার ভ্যালেন্টি! বুশম্যান এই মুহূর্তে কোয়ানটিকোর মেরিন বেসে বসে সকলের সামনে ঝেড়ে কাশছেন!'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন!' ধমকে উঠলো ভ্যালেন্টি। 'আমি ভালো করেই জানি...' হঠাৎ থেমে গেল। কি ভালো করে জানে সে? নিক ভিটোকে পাঠিয়েছিল বুশম্যানকে খতম করার জন্যে, নিক ভিটো এসে বলেছে কাজটা সে করেছে। ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করতে যায়নি ভ্যালেন্টি। ভুঁরু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগলো সে। 'আপনি কতটুকু নিশ্চিত যে বুশম্যান বেঁচে আছে?'

'মিস্টার ভ্যালেন্টি, আপনার কি মনে হয় শুধু উড়ো খবর শুনেই ফোন করেছি আমি? নিশ্চিত না হলে আপনাকে জানাতাম

না।' আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে ব্যানারের।

'হয়তো আপনিই ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন। আমি এক্ষুনি খোঁজ খবর করে দেখছি। বড়ো রকমের একটা পাওনা রইলো আপনার। শুধু অঙ্কটা জানিয়ে দেবেন।'

অসংখ্য ধনবাদ, মিস্টার ভ্যালেন্টি। খুশিতে বাগবাগ ক্যাপ্টেন ব্যানার রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। ভ্যালেন্টির মতো উদার মানুষ আর হয় না, বহুবার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে ব্যানারের। এবারে সবচেয়ে বেশি চাইবে বলে ঠিক করলো ও। এত বেশি, যাতে আর চাকরী করতে না হয়। অবসর নিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে তাহলে।

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে অক্টোবরের হিমেল হাওয়ায় এসে দাঁড়ালো ব্যানার। শীত হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ও লক্ষ্য করেনি, বুথের দু'পাশে দু'জন লোক দাঁড়িয়েছিল। ব্যানার এগোতে যেতেই পাশ কাটিয়ে সামনে এসে পথ বন্ধ করে দাঁড়ালো তারা। আপাদমস্তক ওভারকোটে ঢাকা। একজন পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করে মেলে ধরলো ব্যানারের চোখের সামনে।

'ক্যাপ্টেন ব্যানার? আমি লেফটেন্যান্ট ওয়াইল্ড। ইন্টারনাল সিকিউরিটি ডিভিশন। পুলিশ কমিশনার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো ভ্যালেন্টি। সহজাত প্রবৃত্তিই ওকে বলে দিচ্ছে, নিক ভিটো মিথ্যে বলেছিল। বুশম্যান এখনও বেঁচে আছে। এই একটা সত্যকে দিয়েই সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে। সব রহস্যের জট খুলে গেছে এখন। ওই একটা

www.boiRboi.blogspot.com

লোকই এই ধ্বংস টেনে এনেছে। হ্যাঁ, ওই লোকটাই!

অথচ নিক ভিটোকে ও পাঠিয়েছে কার্লো আর কোলেল্লার মতো বিশ্বস্ত, সংগঠনের সেরা দু'জন লোককে খুন করতে! হায় যীশু! কতবড়ো ক্ষতি হয়ে গেল! এই বোকামি শোধরাবার আর কোনো উপায় নেই। নিজের ওপরই প্রচণ্ড রাগ হলো ওর।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে।

বিশেষ একটা নাম্বারে ফোন করলো ভ্যালেন্টি। দু'মিনিট এক-নাগাড়ে কথা বলে নামিয়ে রাখলো রিসিভার। তারপর কথা বললো আরো এক জায়গায়।

কাজ সেরে নিজের আরামদায়ক রিভলভিং চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে থাকলো ভ্যালেন্টি।

যথাসময়ে বেজে উঠলো টেলিফোন। নিক ভিটো। বহুকষ্টে কণ্ঠস্বরে রাগ গোপন রাখলো ভ্যালেন্টি। স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'সবকিছু ঠিক আছে তো, নিক?'

'অবশ্যই, বস্। আপনার কথামতোই ঘটেছে সবকিছু। মরার আগে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে ওরা দু'জনেই।'

'তোমার ঋণ কোনদিন আমি শোধ করতে পারবো না, নিক। অনেক কিছু করেছো তুমি আমার জন্যে।'

অবাক হলো নিক্। সোলদাতিদের সঙ্গে কখনো এই সুরে কথা বলে না ভ্যালেন্টি। 'ধন্যবাদ, বস্।' বিস্ময় চেপে রেখে শান্ত স্বরেই কথা বলছে নিক্।

'আরো একটা ছোট্ট কাজ তোমাকে করতে হবে, নিক। আমাদেরই এক ছেলে নাইনটি ফিফ্থ্ স্ট্রীট আর ইয়র্কের মোড়ে একটা

গাড়ি রেখে গেছে। লেটেস্ট মডেলের পোর্শি, লাল রঙের। চাবিটা ড্যাশবোর্ডেই রাখা আছে। আজ রাতের একটা অপারেশনে ওই গাড়ি ব্যবহার করা হবে। গাড়িটা এখানে চালিয়ে নিয়ে আসতে হবে তোমাকে। পারবে না, নিক?'

'কেন পারবো না, বস্? কখন দরকার হবে গাড়িটা? মানে, আমি একটু...'

'এক্ষুনি গাড়িটা চাই আমার। এই মুহূর্তে।'

'ঠিক আছে, বস্। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

'গুডবাই, নিক।'

আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখলো ভ্যালেন্টি।

বহু কাজ পড়ে আছে সামনে। তাজিন ক'দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। ওর অভ্যর্থনার সব ব্যবস্থা সেরে রাখতে হবে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই নাইনটি ফিফ্থ্ স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছে গেল নিক ভিটো। নিজের গাড়িটা পার্ক করে রাখলো। দরজা খুলে নেমে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো। ঐ তো, গজ বিশেক দূরেই আরো অনেক গাড়ির সঙ্গে পার্ক করে রাখা আছে লাল রঙের পোর্শিটা। নিজের গাড়ি লক্ করে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সেদিকে পা চালালো নিক্।

ইচ্ছে ছিলো ছোটখাটো একটা বারে ঢুকে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবে। সকাল থেকে কম টেনশন তো যায়নি। কিন্তু ভ্যালেন্টির কথা মনে হতে আর সে চেষ্টা করেনি। একবার ভুল করেছে, সেটাই যথেষ্ট। আর মাশুল দিতে চায় না সে।

পোর্শির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো নিক্। বন্ধ করে দিলো

www.boiRboi.blogspot.com

দরজাটা। ভেতরে চমৎকার গরম। ড্যাশবোর্ড খুলে চাবি তুলে নিলো নিক। ছোট্ট একটা মার্বেলের তৈরি নারীমূর্তির সঙ্গে ঝুলছে চাবিটা, মূর্তিটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। যত্ন করে নিক অ্যাঙ্গেল বোলালো সেটার শরীরে। তারপর ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিলো।

প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়িটার ছিন্নভিন্ন টুকরোগুলো লাফিয়ে উঠলো আকাশের দিকে। আগুন ধরে গেছে চারপাশে। জনবহুল রাজপথে ছিটকে পড়লো নিক ভিটোর হাড়, মাংস আর মগজের টুকরো।

ছত্রিশ

ঠিক মনে হচ্ছে যেন হলিউডে কোনো সিনেমার স্যুটিং হচ্ছে, বিরক্তির সঙ্গে ভাবলেন মেজর জেনারেল জন হেলিক্যাক্স, আর নায়ক হলেন একজন বন্দী।

মেরিন কোরের বিরাট কনফারেন্স রুমটা উপচে পড়ছে মানুষের ভিড়ে। সিগন্যাল কোরের টেকনিশিয়ানরা চারদিকে ক্যামেরা, সাউণ্ড আর লাইটিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে।

বুশম্যানের পুরো বক্তব্য আজ ক্যামেরায় ধারণ করা হবে।

'এটা হলো অতিরিক্ত সাবধানতা,' যুক্তি দেখালেন অ্যাডাম হারপার। 'আমরা জানি যে এত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে কেউ বুশম্যানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারপরেও আমি মনে করি তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করে রাখা উচিত।'

সবাই তাঁর যুক্তিকে সমর্থন করেছেন। এরচেয়ে ভালো আইডিয়া আর হয় না।

www.boiRboi.blogspot.com

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সবাই। আধঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেছেন তাঁরা। শুধুমাত্র বুশম্যানই অনুপস্থিত। সবকিছু রেডি হলে শেষ মুহূর্তে তাঁকে আনা হবে।

ঠিক একজন চিত্রতারকার মতোই।

বুশম্যান তাঁর সেলে বসে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের গ্যাব্রিয়েল টার্ডের সঙ্গে কথা বলছেন। এই ভদ্রলোক তাঁর নতুন পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করবেন।

'আপনাকে ফেডারেল উইটনেস সিকিউরিটি প্রোগ্রামটা ব্যাখ্যা করে বলি,' বললেন টার্ড, 'আপনার শুনানি শেষ হবার পরেই আপনাকে আমরা ছেড়ে দেবো। আপনি যে জায়গায় যেতে চান, বা যে দেশে যেতে চান, সেখানে নিরাপদে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমাদের। এখানে আপনার যে-সব আসবাবপত্র বা অস্থাবর সম্পত্তি আছে, সব ওয়াশিংটনের একটা ওয়্যারহাউসে কোড নাম্বার দিয়ে লুকিয়ে রাখা হবে। চিঠির মাধ্যমে তা জানিয়ে দেয়া হবে আপনাকে। আপনার নতুন পরিচয় জানতে পারা বা পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে আপনাকে খুঁজে বের করার কোনো রাস্তাই থাকবে না। আপনার পছন্দমতো যে কোনো পরিচয় আপনি বেছে নিতে পারেন, আমরা সব কাগজপত্র ঠিক করে দেবো।' একটু হাসলেন তিনি। 'আর যদি চান, তবে নতুন চেহারাও পেতে পারেন। প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'সেটা পরে চিন্তা করে দেখবো।' চেহারার ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন বুশম্যান, কাউকেই তা জানাতে চান না।

'সাধারণত আমরা যখন কাউকে নতুন পরিচয়পত্র দিই, তখন তাকে এমন কোনো কাজে নিয়োগ করি, যেখানে সে দক্ষ। একই-

সঙ্গে তাকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যও করা হয়। তবে আপনার সম্ভবত টাকার প্রয়োজন নেই। তাই না, মিস্টার বুশম্যান?'

টার্ড যদি কোনভাবে জানতে পারতেন ঠিক কি পরিমাণ টাকা বুশম্যান জমিয়েছেন জার্মানী, হংকং আর সুইটজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলোতে—তাহলে তাঁর চেহারাটা কেমন হতো, ভাবতে গিয়ে মনে মনে একচোট হেসে নিলেন বুশম্যান। তবে, সত্যি বলতে কি, সঠিক অঙ্কটা তিনি নিজেও জানেন না। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, নয় কি দশ মিলিয়ন ডলার আছে তাঁর।

'না,' বললেন বুশম্যান, 'আমার টাকার প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই। এখন আপনার প্রথম কাজ, কোথায় যেতে চান, তা ঠিক করা। আপনি কি এ-সম্বন্ধে ইতিমধ্যে চিন্তাভাবনা করেছেন?'

সহজ প্রশ্ন। যদিও অনেক কিছু নির্ভর করছে এর ওপর। আসলে প্রশ্নটা এভাবে করা উচিত ছিলো—'বাকি জীবনটা কোথায় কাটাতে চান আপনি?' কারণ যে জায়গায় যাবেন তিনি, কোনদিন আর সেখান থেকে নড়তে পারবেন না।

'ব্রাজিল।' একটা শব্দে উত্তর দিলেন তিনি।

এটাই একমাত্র জায়গা, যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবেন তিনি। পানামানিয়ান কর্পোরেশনের নামে কেনা দু'শো হাজার একরের বিরাট একটা খামার আছে তাঁর ব্রাজিলে। কেউ জানে না সেটা। খামারবাড়িটাও প্রায় দুর্গের মতো করেই তৈরি করা হয়েছে। ওখানে যাবার পর কিছু পয়সাকড়ি খরচ করে দুর্ভেদ্য করে তুলবেন তিনি দুর্গটাকে। ভ্যালেন্টি যদি কোনদিন তাঁর খোঁজ পায়ও, আশেপাশে ঘেঁষার সুযোগ তার হবে না। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আরাম

আয়েশ কিনে নিতে পারবেন তিনি। সুন্দরী সব মেয়েকেও। বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকান মেয়েগুলোকে তাঁর খুব পছন্দ।

'কোনো সমস্যা নেই। সহজেই সব ব্যবস্থা করা যাবে। ব্রাজিলে ভালো কানেকশন আছে আমাদের।' হাসিমুখে বলতে থাকলেন টার্ড, 'সেখানে আপনার জন্যে ছোটখাটো একটা বাড়ি কিনে দেবেন ইউ এস গভর্ণমেন্ট ...'

'তার কোনো প্রয়োজন হবে না।' ছোটখাটো বাড়িতে থাকার কথা চিন্তা করে হাসি পেলো বুশম্যানের। 'শুধু নতুন পরিচয়পত্র আর নিরাপদে যাবার ব্যবস্থা করে দিন, আর কিছুই দরকার হবে না আমার।'

'যেমন আপনার ইচ্ছে, মিস্টার বুশম্যান।' উঠে দাঁড়ালেন টার্ড। 'আমি আমার কাজ শুরু করে দিচ্ছি। চিন্তা করবেন না, পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় থাকবে। মামলার শুনানি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি প্লেনে চেপে বসতে পারবেন।' আশ্বাসের হাসি হাসলেন ভদ্রলোক। 'গুডলাক্।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার টার্ড।'

হ্যাণ্ডশেক করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বন্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়ে খুশিতে ফেটে পড়লেন বুশম্যান। শেষ পর্যন্ত সবগুলো বাধা পেরিয়ে এসেছেন তিনি। সেদিনের ছোকরা ভ্যালেন্টি আণ্ডার এস্টিমেট করেছিল তাঁকে। অবশ্য এটাই ভ্যালেন্টির সর্বশেষ ভুল। বুশম্যান ওকে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে যাচ্ছেন, যেখান থেকে কোনদিন আর উঠে আসতে পারবে না সে।

একটু পরেই তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হবে। ভাবতে বেশ মজা পেলেন বুশম্যান। আচ্ছা, ব্যাটরা কি তাঁকে মেকআপ দেবে নাকি!

www.boiRboi.blogspot.com

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিলেন। খুব একটা খারাপ নয়। ভাবলেন তিনি, অন্তত এই বয়সে। কেউ তাঁকে থুথ্‌ড়ে বুড়ো বলতে পারবে না। আর কম বয়সী সাউথ আমেরিকান মেয়েগুলো ধূসর চুলের একটু বয়স্ক লোকই পছন্দ করে।

দরজা খোলার শব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন বুশম্যান। একজন মেরিন সার্জেন্ট দুপুরের খাবার নিয়ে এসেছে। রেকর্ডিং শুরু হতে দেরি আছে। এর মধ্যে আয়েশ করে খাওয়াটা সেরে নেয়া যাবে।

প্রথমদিন খাবারের মান সম্পর্কে নালিশ জানিয়েছিলেন বুশম্যান। এরপর থেকে তাঁর পছন্দমতো মেনু এবং রেসিপি অনুযায়ী খাবার রান্না করা হয়। তাঁর একটুখানি মন্তব্য বা পরামর্শও এদের কাছে আদেশের মতো। তাঁকে একটুখানি খুশি করার জন্যে সবাই নিবেদিত প্রাণ। এই সুযোগটুকু পুরোপুরিই কাজে লাগিয়েছেন তিনি। সেলটাকে সাজিয়ে নিয়েছেন পছন্দমতো দামী দামী আসবাবপত্র, একটা টেলিভিশন সেট, স্টিরিও, আরো অনেককিছু দিয়ে। প্রতিদিনের সংবাদপত্র আর ম্যাগাজিনগুলো নিয়মিত পৌঁছে যায় তাঁর সেলে।

এক কোণে ছোট গোল টেবিলের দু'দিকে দু'টো চেয়ার রাখা আছে। সার্জেন্ট খাবারের ট্রে-টা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। প্রতিদিনের মতো আজও বললো, 'খাবারের চেহারাটা কিন্তু খুব চমৎকার, স্যার!'

রসিক ছোকরার দিকে তাকিয়ে হাসলেন বুশম্যান। তারপর চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। রোস্ট বিফ, ম্যাশড্ পটেটো আর ইয়র্কশায়ার পুডিং—এগুলোই ছিলো তাঁর আজকের মেনুতে। খাবারের গন্ধে খিদে পেয়ে গেছে তাঁর। টেবিলের উল্টো দিকের

চেয়ারে বসলো সার্জেন্ট। কোনো কথা না বলে প্লেট থেকে ছুরি আর কাঁটা তুলে নিয়ে একটুকরো মাংস কেটে মুখে পুরে দিলো সার্জেন্ট। এটাও মেজর জেনারেল হেলিফ্যাক্সের আইডিয়া। বুশম্যান খাবার আগে অন্য কেউ সেটা চেখে দেখবে, নিরাপত্তার জন্যে। ঠিক প্রাচীন যুগের রাজা-বাদশাদের মতো। সার্জেন্ট একে একে আলু আর পুডিং-ও মুখে দিলো।

'রান্নাটা কেমন হয়েছে, সার্জেন্ট?'

'যদি সত্যি কথা বলার অনুমতি দেন তাহলে বলি, মাংসটা আর একটু ভাজা হলে ভালো হতো।'

বুশম্যান নিজের ছুরি-কাঁটা তুলে নিলেন। মাংসটাকেই প্রথমে আক্রমণ করলেন। সার্জেন্ট ভুল বলেছে, ভালোভাবেই ভাজা হয়েছে আসলে। আলুটাও বেশ গরম আর মোলায়েম। পুডিংটাও দারুণ হয়েছে খেতে।

ট্রে থেকে মশলার গুঁড়ো ভর্তি শিশিটা তুলে রোস্ট বিফের ওপর ছিটিয়ে নিলেন বুশম্যান। ঝাল সস্ ঢেলে নিলেন তার ওপর। ঠিক এভাবেই রোস্ট বিফ খেতে পছন্দ করেন তিনি।

দ্বিতীয় টুকরোটা পেটে চালান করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝলেন, কোথাও গণ্ডগোল আছে। মুখের ভেতরটা প্রচণ্ড জ্বলতে শুরু করেছে তাঁর, ধীরে ধীরে জ্বলুনিটা ছড়িয়ে পড়লো শরীরে। মনে হচ্ছে, কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সারা গায়ে। গলার ভেতরটা অবশ হয়ে এলো। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে থাকলেন বুশম্যান।

শান্ত চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মেরিন সার্জেন্ট। দু'হাতে গলা চেপে ধরলেন বুশম্যান, প্রাণপণে চেষ্টা করলেন সার্জেন্টকে কিছু বলতে, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। চোখ

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। কাটা মাছের মতো তড়পাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ করেই যেন চেয়ারসহ কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। স্থির হয়ে গেল সমস্ত শরীর, চোখ দুটো চেয়ে আছে সিলিংয়ের দিকে, নিষ্প্রাণ দৃষ্টি।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সার্জেন্ট। তারপর বুশম্যানের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চোখের পাতা দু'টো টেনে টেনে দেখলো। নাহ্! কোনো সন্দেহ নেই, সত্যিই মারা গেছেন তিনি।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সার্জেন্ট। ছুটতে শুরু করলো হেলিফ্যাক্সের রুমের দিকে, খবর দিতে হবে। চকচক করছে সার্জেন্টের চোখ দু'টো।

সাঁইত্রিশ

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো তাজিন। মেঘ ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। পৃথিবী থেকে কতো দূরে চলে এসেছে প্লেনটা! আকাশের কাছাকাছি। টুশকুর অনেক কাছে চলে এসেছে ও, ভাবতেই মনটা ভরে গেল। আচ্ছা, প্লেনটা যদি আর কখনো মাটিতে না নামে!

মাইক্রোফোনে ভেসে এলো যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর – আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে।

ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের দুশো ছেচল্লিশ নাম্বার ফ্লাইটটা হিথরোর রানওয়ে স্পর্শ করলো। তাজিনকে নিয়ে এফ. বি. আই. এজেন্টরা এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি অফিসে না পৌঁছোনো পর্যন্ত কোনো যাত্রীকে সিট ছেড়ে উঠতে

www.boiRboi.blogspot.com

দেয়া হলো না।

ওকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই তাজিনের। শুধু বুঝতে পারছে, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে নিউ ইয়র্কে। বারবার ও সঙ্গের লোক দু'টোকে অনুরোধ করেছে একটা খবরের কাগজ পড়তে দেবার জন্যে। তাহলে অন্তত কিছুটা ধারণা করতে পারতো সে। কিন্তু ওরা অনুরোধে কান না দিয়ে নিজেদের আলাপ-সালাপেই ব্যস্ত।

দু'ঘণ্টা পর নিউ ইয়র্কগামী প্লেনে তুলে দেয়া হলো ওদের তিনজনকে।

ঠিক একই সময় ফলি স্কোয়ারের ইউনাইটেড স্টেটস্ কোর্ট হাউজে জরুরী মিটিং শুরু হয়েছে। সিনেটর জিম ফস্টার, অ্যাডাম হারপার এবং মেজর জেনারেল জন হেলিফ্যাক্স ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন এফ. বি. আই. জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এবং ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের আধা ডজন প্রতিনিধি।

'কি করে এমন একটা ঘটনা ঘটলো!' রাগে কাঁপছে হারপারের কণ্ঠস্বর। ভস্ম করে দিতে চাইছেন হেলিফ্যাক্সকে। 'বুশম্যান আমাদের কাছে কতোটা মূল্যবান ছিলেন, তা ভালোভাবেই বলে দেয়া হয়েছিল আপনাকে।'

দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে শ্রাগ করলেন হেলিফ্যাক্স। 'সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থাই দেয়া হয়েছিল, স্যার। কিন্তু কিভাবে কখন যে তাঁর খাবারে সায়নাইড দেয়া হলো, সেটাও একটা বিস্ময়। আমরা ইতিমধ্যেই ইনভেস্টিগেশন...'

'আরে, রাখুন আপনার ইনভেস্টিগেশন! বুশম্যান তো আর বেঁচে উঠবেন না!' হাউমাউ করে উঠলেন হারপার।

ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি জানতে চাইলেন, 'বুশম্যানের মৃত্যুতে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে আমাদের ?'

'যাকে বলা যায় অপূরণীয় ক্ষতি।' গর্জে উঠলেন তিনি। 'একজন সাক্ষীর বক্তব্য আর কাগজপত্রের খতিয়ান—এ-দু'টোর মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। প্রথম শ্রেণীর যে কোনো একজন অ্যাটর্নি সেগুলোকে জাল বলে প্রমাণ করে দিতে পারবে।'

'তাহলে এ-মুহূর্তে কি করা উচিত আমাদের ?'

'আমরা যা করছিলাম, তা-ই। কাজ বন্ধ করা যাবে না। তাজিন রহমানকে সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। ওকে ফাঁসাবার সবরকম চেষ্টাই আমরা করে যাবো। আর কিছু না পারি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো। ভ্যালেন্টিকে ধরার জন্যে ওকে ব্যবহার করা যেতে পারে বুশম্যানের বদলে। কি বলেন, সিনেটর ?'

'মাফ করবেন, মিস্টার হারপার। আমি একটু অসুস্থ বোধ করছি।' সবার কাছ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করে দ্রুত কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন সিনেটর।

আটত্রিশ

লাউডস্পিকারে ভেসে এলো স্টুয়ার্ডের ঘোষণা—'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান, নিউ ইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছি আমরা। গাল্‌ফ্ এয়ারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে, পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত কোনো যাত্রী আসন ত্যাগ করবেন না। ধন্যবাদ।'

চারদিক থেকে আপত্তি উঠতে শুরু করলো। কেউ কেউ রীতিমতো চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। পাঁচ মিনিট পর পেছনের দরজা খুলে গেল। ইউনিফর্ম পরা দু'জন অফিসার ভেতরে ঢুকলো। তাদের দেখে এফ. বি. আই. এজেন্ট দু'জন উঠে দাঁড়ালো।

একজন তাজিনের দিকে ফিরে বললো, 'আসুন আমাদের সঙ্গে।'

যাত্রীদের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল ওরা তিনজন। লাউডস্পিকারে আবার শোনা গেল স্টুয়ার্ডের গলা—'আপনাদের সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান। আপনারা এখন নামতে পারেন।'

এয়ারপোর্টের প্রবেশপথের মুখে একটা সরকারী গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তাজিনকে নিয়ে সেটাতে উঠে পড়লো এজেন্ট দু'জন। প্রথমে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো একশো পঞ্চাশ পার্ক রো-র মেট্রোপলিটান কারেকশনাল সেন্টারে। কিন্তু ওখানকার ডিউটি অফিসার জানালেন, 'দুঃখিত, এঁকে এখানে রাখা হবে না। এইমাত্র একটা অর্ডার এসেছে যেন ভদ্রমহিলাকে রিকার্স আইল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

রিকার্স আইল্যাণ্ডে যাবার পথে কারো সঙ্গে কোনো কথা হলো না তাজিনের। গাড়ির পেছনের সিটে দুই এফ. বি. আই. এজেন্টের মাঝখানে বসানো হয়েছে ওকে। সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ওর সঙ্গে কোনো কথা বলছে না এজেন্ট দু'জন। যার জন্যে বিপদের মাত্রাটা আঁচ করতে পারছে না তাজিন। তবে বুঝতে পারছে, বিপদটা গুরুতর। প্রথম সুযোগেই জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে—এটাই এখন ওর একমাত্র চিন্তা।

রিকার্স আইল্যাণ্ডে ঢোকার ব্রিজটা পার হচ্ছে গাড়ি। জানালা

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়ে বাইরে তাকালো তাজিন। কতবার এসেছে ও এই পথে মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করতে। আজও এসেছে, কিন্তু উকিল হিসেবে নয়, কয়েদি হিসেবে।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়, নিজেকে আশ্বাস দিলো তাজিন, ভ্যালেন্টি ওকে বের করে নিয়ে আসবে খুব শিগগিরই।

দু'জন সঙ্গীর সাথে রিসেপশন হলে পৌঁছুলো তাজিন। একজন ওয়ারেন্টটা গার্ডের হাতে দিলো। মুখে ওর নামটা উচ্চারণ করলো, 'তাজিন রহমান।'

গার্ড এক নজর দেখলো ওয়ারেন্টটা। তারপর তাজিনের আপাদ-মস্তক জরীপ করে বললো, 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, মিস রহমান! ডিটেনশন সেল থ্রি-তে আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'সেলে যাবার আগে একটা টেলিফোন করার অধিকার নিশ্চয় আছে আমার।'

'অবশ্যই।' মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটার দিকে ইশারা করলো গার্ড।

রিসিভার তুলে নিলো তাজিন। ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকলো, ভ্যালেন্টি যেন এই মুহূর্তে টেলিফোনের পাশেই থাকে।

ভ্যালেন্টি ওর টেলিফোনের অপেক্ষাতেই ছিলো। গত চব্বিশ ঘন্টা এই একটা চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো কথা ভাবতেই পারেনি ও। লণ্ডনে তাজিনকে নামানোর পর থেকেই ওর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছে ভ্যালেন্টি। কখন হিথরো ছেড়েছে, কখন কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে—সবই ভ্যালেন্টির জানা। এ-মুহূর্তে রিকার্স আইল্যাণ্ডের পথে রয়েছে তাজিন। চোখ বন্ধ করে

www.boiRboi.blogspot.com

ওর চেহারাটা ভাবতে চেষ্টা করলো ভ্যালেন্টি। সেলে ঢোকার আগে নিশ্চয়ই একটা ফোন করার অনুমতি চাইবে তাজিন। তার-পর ভ্যালেন্টিকে ফোন করবে। মনে মনে ঠিক এটাই চাইছে ভ্যালেন্টি। একঘন্টার মধ্যেই ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবে সে।

অধীর আগ্রহে ভ্যালেন্টি অপেক্ষা করছে—কখন সামনের ঐ দরজাটা দিয়ে তাজিন এ-রুমে ঢুকবে।

অমার্জনীয় অপরাধ করেছে তাজিন। ভ্যালেন্টির সবচেয়ে বড়ো শত্রুকে ভালোবেসেছে সে, তার সন্তান গর্ভে ধরেছে, মাঝে মাঝে দেখাও হতো ওদের—অথচ ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন করে গেছে সে ভ্যালেন্টির কাছে। এ জন্যেই কি ওর ভালোবাসা ফিরিয়ে দিয়েছিল তাজিন? কি কি তথ্য দিয়েছে সে ফস্টারকে? নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু। অল্পস্বল্প কিছুতে ফস্টার সন্তুষ্ট হবে না। বুশম্যান আর তাজিন মিলে ডুবিয়েছে ওকে।

ফস্টারই যে তাজিনের সন্তানের পিতা, এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ভ্যালেন্টির। ভালোভাবে খোঁজ-খবর করে দেখেছে সে, বিয়ে করেনি তাজিন, অন্য কোনো লোকের সঙ্গে সামান্যতম ঘনিষ্ঠতাও হয়নি। প্রথম থেকেই ওকে মিথ্যে বলে এসেছে মেয়েটা।

তবে, এ-মুহূর্তে দারুণ একটা অস্ত্র আছে ভ্যালেন্টির হাতে। যার এক ঘায়েই ফস্টারকে কুপোকাৎ করা যাবে। তাজিনের সঙ্গে সম্প-র্কের কথাটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে সহজেই ব্ল্যাকমেইল করা যাবে ফস্টারকে। কিন্তু এতে বিপদ আসবে অন্যদিক থেকে। যখন অন্যান্য মাফিয়া পরিবারগুলো জানতে পারবে যে ভ্যালেন্টির কাউ-ন্সেলর তাজিন সিনেটরের ভূতপূর্ব শয্যাসঙ্গিনী, তখন ভ্যালেন্টি

পরিণত হবে সবার হাসির পাত্রতে। ইতিমধ্যেই গুজব রটে গেছে, ভ্যালেন্টি তাজিনের প্রেমে পড়েছে। সিনেটরের সঙ্গে তাজিনের সম্পর্কটা জানাজানি হয়ে গেলে পরিবারের কর্তৃত্ব হারাবে ভ্যালেন্টি। ডনও হতে পারবে না সে কোনদিন। সুতরাং ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারটা নিজের স্বার্থেই কার্যকর করতে পারবে না ও।

অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

টেবিলের ওপরে বিছানো হাতে আঁকা ম্যাপটার দিকে মন দিলো ভ্যালেন্টি। আজ সন্ধ্যায় ফস্টার একটা ব্যক্তিগত ফাণ্ড-রেইজিং ডিনার পার্টিতে যোগ দিতে যাবেন— এটা তারই রুট। এই ম্যাপটা হাতে পাবার জন্যে পাঁচ হাজার ডলার খরচ করতে হয়েছে ভ্যালেন্টিকে। তাতে দুঃখ নেই ওর। কারণ, আসলে তো এটা ফস্টারের জীবনের দাম। মাত্র পাঁচ হাজার ডলারে ভ্যালেন্টি কিনে নিয়েছে ফস্টারের জীবন।

ওকে চমকে দিয়ে টেলিফোনটা তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো। খপ্ করে তুলে নিলো রিসিভারটা। তাজিন। প্রথমে কথাই বলতে পারলো না ভ্যালেন্টি; প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে সে। মনে হচ্ছে যেন হৃদয়টা ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এ-ধরনের আবেগের সঙ্গে কখনো পরিচয় ঘটেনি ওর, তাই আশ্চর্য হয়ে গেছে নিজেই। এ কি হচ্ছে ওর!

'অ্যান্টোনিও, তুমিই ধরেছো তো?' দ্বিতীয়বার জানতে চাইলো উত্তেজিত তাজিন।

'হ্যাঁ, তাজিন। আমিই। তা তুমি এখন কোথায়? ফোন করেছো কোত্থেকে?' অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো ভ্যালেন্টি।

'আমাকে গ্রেফতার করে রিকার্স আইল্যাণ্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। আমি কিছুই

www.boiRboi.blogspot.com

বুঝতে পারছি না, অ্যান্টোনিও। তুমি শুধু আমার জামিনের ব্যবস্থা করো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না…' ভেঙে পড়লো তাজিন।

'এক্ষুনি তোমাকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসছি, তাজিন। শুধু স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করো। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, অ্যান্টোনিও।' আশ্বস্ত হলো ও।

'জিনোকে পাঠাচ্ছি তোমাকে নিয়ে আসার জন্যে।'

তাজিন লাইন কেটে দেবার পর একটা নাম্বারে ডায়াল ঘোরালো ভ্যালেন্টি। কয়েক মিনিট কথা বললো। 'যতো টাকাই জামিন ধার্য করা হোক না কেন, ওকে জেলের বাইরে দেখতে চাই আমি।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো ক্রেডলে।

ডেস্কের এক কোণে একটা বোতাম চাপ দিলো ভ্যালেন্টি। জিনো গ্যালো দরজা ঠেলে ঘরে পা দিলো।

'তাজিন রহমান রিকার্স আইল্যাণ্ডে আছে। এক বা বেশি হলে দু'ঘন্টার মধ্যে জামিনে ছাড়া পাবে ও। ওখান থেকে ওকে তুলে সোজা এখানে নিয়ে আসবে।'

'ও কে, বস্।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিলো ভ্যালেন্টি। 'ওকে বলো, আজকের পর থেকে ফস্টারকে নিয়ে আমাদের আর চিন্তা করতে হবে না।'

খুশি হয়ে উঠলো দৈত্যাকার জিনো। 'সত্যি!'

'সত্যি। সন্ধ্যায় এক জায়গায় বক্তৃতা দিতে যাবে ফস্টার। কিন্তু ওখানে কোনোদিনই পৌঁছতে পারবে না। নিউ কানানের ব্রিজে একটা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাবে ফস্টার।

হাসি কানে গিয়ে ঠেকলো জিনোর। 'ওহ্! দারুণ ব্যাপার!'

ভ্যালেন্টি দরজার দিকে ইশারা করলো, 'তাড়াতাড়ি যাও।'

* * *

তাজিনের জামিন ঠেকানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন হারপার।

'ইওর অনার,' হারপার বললেন, 'আসামীর বিরুদ্ধে খুন ছাড়াও আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে। সিঙ্গাপুরে পালিয়ে গিয়েছিল সে, তাকে ধরে আনা হয়েছে সেখান থেকেই। জামিনে ছাড়া পেলে নিঃসন্দেহে আবার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। সুতরাং আমি আদালতকে অনুরোধ করছি যেন তার জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়।'

জন হিগিন্স, তাজিনের উকিল, বললেন, 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ভুল তথ্য দিয়েছেন; ইওর অনার, আমার মক্কেল কখনও কোথাও পালিয়ে যায়নি। ব্যবসার কাজেই সে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল। সরকার যদি তাকে ফিরে আসতে বলতো, তবে নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছেয় ফেরত আসতো সে। তা না করে অপমান করা হয়েছে তাকে। যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা রয়েছে তার, দেশের নামকরা একজন আইনজীবী। সুতরাং পালিয়ে যাবার মতো ছেলেমানুষী মনোবৃত্তি তার থাকতেই পারে না।'

তিরিশ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে বাদানুবাদ চললো। অবশেষে জাজ ঘোষণা করলেন, জামিন মঞ্জুর করা হলো, জামিনের পরিমাণ ধার্য হলো পাঁচশো হাজার ডলার।

পনেরো মিনিট পরে জিনো গ্যালোর সঙ্গে মাসিডিজ লিমুজিনে উঠলো তাজিন।

'বেশ তাড়াতাড়িই হয়ে গেল তাই না?' জিনোর মন্তব্যের প্রত্যুত্তর করলো না তাজিন।

ওর মন এখন অন্যদিকে। সিঙ্গাপুরে ছিলো বলে আসল খবর কিছুই জানে না ও। তবে বুঝতে পেরেছে, ও একা নয়, বিপদে

www.boiRboi.blogspot.com

পড়েছে ভ্যালেন্টিও। ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে মনটা আনচান করছে। হারপার কিভাবে এত নিশ্চিত হলেন যে তাজিন সত্যিই খুন করেছে? কেন···

'··· জিম ফস্টার···' জিনোর বলা এই দু'টো শব্দ কানে যেতেই চমকে উঠলো তাজিন। বকবক করে যাচ্ছিলো এতক্ষণ জিনো, একটা কথাও শুনছিল না তাজিন। কি বলছে সে জিমের সম্বন্ধে?

'কি বলছো তুমি, জিনো?'

একটু অবাক হলো জিনো। 'আমি বলছিলাম যে আজ থেকে সিনেটর জিম ফস্টারের কথা আমাদেরকে আর চিন্তা করতে হবে না। অ্যান্টোনিও ওর ব্যবস্থা করে ফেলেছে।'

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তাজিনের। 'কি বলছো! কখন?'

স্টিয়ারিং থেকে হাতটা সরিয়ে কব্জি ঘুরিয়ে সময় দেখে নিলো জিনো। 'এই তো আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই। ব্যাপারটা দুর্ঘটনার মতো করে সাজানো হবে।'

গলা শুকিয়ে গেছে তাজিনের। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। 'কোথায়···' কিভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারছে না ও। 'মানে··· কোথায় ঘটানো হবে দুর্ঘটনাটা?'

'নিউ কানানে। ব্রিজের ওপর।'

কুইনসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। সামনেই দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট শপিং সেন্টার।

'জিনো, গাড়িটা একটু থামাবে? দু'একটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে।'

'অবশ্যই!' শপিং সেন্টারের পার্কিং লটে ঢুকিয়ে দিলো ও গাড়িটাকে।

গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়লো তাজিন।

ব্যাগ খুলে দেখলো কয়েকটা সিঙ্গাপুরী কয়েন ছাড়া কোনো ভাংতি পয়সা নেই। এক ডলারের নোট ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে ভাঙিয়ে নিলো সে। মুঠোভর্তি কয়েন নিয়ে টেলিফোনের কাছে পৌঁছে দেখলো, এক বৃদ্ধা মহিলা ইতিমধ্যেই ডায়াল করতে শুরু করেছেন।

'দেখুন, আমার একটু জরুরী দরকার···' কথা শেষ করতে পারলো না তাজিন।

ওর দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি বুলিয়ে ততক্ষণে কথা বলতে শুরু করেছেন মহিলা। 'হ্যালো, টিপসি? আমার রাশিতে যা বলা হয়েছিল, তা একদম মিলে গেছে। খা বাজে একখানা দিন গেল! দোকানে গিয়ে দেখি, আমার সাইজের একমাত্র জুতো জোড়া বিক্রি করে দিয়েছে ব্যাটারা। একটা দিন অপেক্ষা করলো না!'

রাগে ঠোঁট কামড়াতে লাগলো তাজিন। জন্ম থেকে এ-দেশে আছে ও, কিন্তু কালো চামড়াটা এদের চোখে আর সাদা হলো না! ইচ্ছে হলো, মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়।

কিন্তু পারলো না। বরং ভদ্রভাবে বললো, 'দয়া করে···'

'এটা কি তোমার বাড়ির ফোন?' তাজিনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার গল্পে মশগুল হয়ে গেলেন তিনি। 'তোমার কি মনে আছে সেই সোয়েডের জুতোটার কথা? গত মাসে যেটা···'

অসহ্য! আরো অনেকদিনের মতো আজও তাজিন আর একবার সিদ্ধান্ত নিলো, দেশে ফিরে যাবে ও।

চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে থাকলো তাজিন। ফস্টারের যেন কোনো ক্ষতি না হয়!

কতক্ষণ পর জানে না, মহিলার তিরস্কারে চমক ভাঙলো ওর। 'শুধু তোমাকে একটা শিক্ষা দেবার জন্যে আরো একটা ফোন করা উচিত ছিলো আমার। কিন্তু ভাংতি পয়সা আর নেই আমার সঙ্গে।

বেঁচে গেলে তুমি।' চোখের আগুনে ওকে ভস্ম করে দেবার চেষ্টা করতে করতে বেরিয়ে গেলেন মহিলা।

তাজিন হুমড়ি খেয়ে পড়লো টেলিফোনটার ওপর।

দু'মিনিট পরে শোনা গেল ফস্টারের সেক্রেটারির গলা। 'দুঃখিত, সিনেটর এক্ষুণি বেরিয়ে গেছেন।'

'আপনি কি বলতে পারেন, এ-মুহূর্তে কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে?'

'না, দুঃখিত। যদি কোনো মেসেজ···'

তাজিন রিসিভারটা আছড়ে ফেললো ক্রেড্‌লে।

চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে চেষ্টা করলো তাজিন। পাঁচ সেকেণ্ড পর একটা আইডিয়া মাথায় এলো। টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালো একটা বিশেষ নাম্বারে।

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস?' থরথর করে কাঁপছে ওর সারা শরীর।

'জ্বী। কিন্তু উনি তো কনফারেন্স রুমে···'

'দেখুন। এটা সাংঘাতিক জরুরী ব্যাপার। আমি অ্যাটর্নি তাজিন রহমান বলছি। শিগগির তাঁকে খবর দিন।'

তাজিনের কণ্ঠস্বরেই সেক্রেটারি বুঝতে পারলো ব্যাপারটা কতো জরুরী। একটু ইতস্তত করে বললো, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

ঠিক এক মিনিট পর হারপারের গলা শোনা গেল। 'ইয়েস?' প্রায় ধমকে উঠলেন তিনি।

পাত্তা দিলো না তাজিন। 'শুনুন, ···একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। সিনেটর ফস্টার আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খুন হতে যাচ্ছেন। নিউ কানানের ব্রিজে ঘটবে ঘটনাটা।'

আর কোনো কথা না বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো তাজিন। এছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না ওর।

www.boiRboi.blogspot.com

* * *

রিসিভার নামিয়ে রেখে সবার দিকে তাকালেন হারপার। 'পাগলের কাণ্ডকারখানা!'

একজন জানতে চাইলেন, 'কি ব্যাপার?'

'তাজিন রহমান। বলছে, সিনেটর ফস্টারকে নাকি কিছুক্ষণের মধ্যেই খুন করা হবে।'

'কেন সে এ-তথ্যটা দিতে গেল?'

'কে জানে!'

'আপনি কি ভাবছেন যে তথ্যটা ভুল?'

'তা হবে কেন? তাজিন রহমান না জেনে কিছু বলে না।' রাগত-স্বরে বললেন হারপার।

ভ্যালেন্টির অফিসের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো তাজিন। আরো একবার ওর রূপ দেখে মুগ্ধ হলো ভ্যালেন্টি। প্রতিবার এই একই অনুভূতি হয় ওর। তাজিন এত সুন্দর! সারাজীবনে কোথাও এত রূপ দেখেনি ও।

কিন্তু ওর ভেতরটা! সাপের চেয়েও জঘন্য!

'ওহ্! অ্যান্টোনিও! তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রাণটা ফেটে যাচ্ছে আমার। ব্যাপার কি'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি, তাজিন।' একদৃষ্টে চেয়ে আছে ভ্যালেন্টি

একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়লো তাজিন। 'খুলে বলো তো, কি হচ্ছে এখানে!'

যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না! ঘৃণায় রিরি করে উঠলো ভ্যালেন্টির অন্তর।

www.boiRboi.blogspot.com

কোনো উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ওরা আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো? তুমি কি কিছু জানো?'

অবশ্যই! কেন জানবো না? ওদেরকে সব তথ্য তো জানানো হয়নি এখনো। সেগুলো জানাতে হবে না? মনে মনে ভাবলো ভ্যালেন্টি।

ওর শীতল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে টের পেলো তাজিন, কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। 'কি ব্যাপার, অ্যান্টোনিও? তুমি ঠিক আছো তো?'

'ঠিক আছি মানে? এত ভালো আর কখনো বোধ করিনি!' চেয়ারে হেলান দিলো ভ্যালেন্টি। 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'কি বলতে চাচ্ছো, অ্যান্টোনিও?' তাজিন এমন ভাব দেখালো, যেন কিছুই জানে না ও।

'সিনেটর ফস্টার একটা দুর্ঘটনায় পড়তে যাচ্ছেন।' কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিলো ভ্যালেন্টি। 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ফোন আশা করছি।'

ভ্যালেন্টির কথা বলার ভঙ্গি, হাবভাব, আর শীতল দৃষ্টি কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দিলো তাজিনের মনে। ওর ইচ্ছে হলো এক ছুটে ওখান থেকে পালিয়ে যায় কোথাও।

উঠে দাঁড়ালো তাজিন। 'আমি এখনও বাড়ি যাইনি। সবকিছু গোছগাছ করে ···'

'বসে পড়ো!' ধমকে উঠলো ভ্যালেন্টি।

শিরশিরে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এলো ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। কলের পুতুলের মতো ধপ্ করে আবার বসে পড়লো তাজিন। দরজার দিকে চোখ গেল। পিঠ দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে

জিনো গ্যাল্লো। নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তাজিনের দিকে।

'তুমি এখান থেকে কোথাও যাচ্ছো না।' শান্তভাবেই বললে ভ্যালেন্টি।

'কিন্তু আমি কিছুই···'

'চুপ। আর একটা কথাও নয়।'

চুপচাপ একে অন্যের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইলো দু'জন। অপেক্ষা করছে। দেয়াল ঘড়ির মৃদু টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। ঘড়িটার গলা টিপে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে তাজিনের।

ভ্যালেন্টির চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করলো তাজিন। কেমন যেন ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে চারদিকে। কিন্তু সেখানে কোনকিছু লেখা নেই। ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ।

টেলিফোনের শব্দে কেঁপে উঠলো তাজিন।

ঝট্‌ করে রিসিভার তুলে নিলো ভ্যালেন্টি। 'হ্যালো!··· তুমি কি নিশ্চিত?···ঠিক আছে।' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে তাজিনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'নিউ কানানের ব্রিজটা পুলিশে ছেয়ে গেছে।'

এতক্ষণের চেপে রাখা দুশ্চিন্তা একটা মাত্র নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো, মনে মনে খোদাকে ধন্যবাদ জানালো তাজিন। হঠাৎ লক্ষ্য করলো, ভ্যালেন্টি ওকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে আবেগটা গোপন করতে চেষ্টা করলো সে। 'এর মানে কি?'

'কিছুই না। কারণ ফস্টারকে ওখানে মারার কোনো প্ল্যান আমার ছিলো না।'

উনচল্লিশ

ফস্টারের লিমুজিনটা এ মুহূর্তে পার্থ এমবয়তে রয়েছে, ছুটছে ডানদিকের ব্রিজের উদ্দেশে। নিউ কানান এখনও বেশ দূরে।

পেছনের সিটে বসেছেন ফস্টার। পাশে একজন, আর সামনে দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

রে হর্টন সিনেটরের ডিউটিতে বহাল হয়েছে ছয় মাস আগে। ইতিমধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার একটা ধারণা হয়ে গেছে ওর। দেবতার মতো ভক্তি করে ও সিনেটরকে। দেশের আগামী প্রেসিডেন্ট যে তিনিই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ওর। সিনেটরের নিরাপত্তার দায়িত্ব ওর ওপর। প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও দ্বিধা নেই। কিন্তু মনে মনে ও জানে, তেমন পরিস্থিতি কোনদিন আসবে না।

পাশে বসা সিনেটরের দিকে তাকালো সে। আজ সারাদিনই কে খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে। সদাহাস্যময় সিনেটর আজ খুব ম কথা বলেছেন। কি হয়েছে তাঁর?

সত্যিই ফস্টারের মন-মেজাজ ভালো নেই আজ। হারপার তাঁকে ানে জানিয়েছেন, তাজিনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়া য়েছে। তিনি কিছুতেই চিন্তা করতে পারছেন না, পশুর মতো াটকে রাখা হয়েছে তাজিনকে একদল গুণ্ডাপাণ্ডার মধ্যে।

সামনের সিটের একজন এজেন্ট পেছন ফিরে বললো, 'আমরা ঠিক সময়মতোই আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছে যাবো, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

www.boiRboi.blogspot.com

মিস্টার প্রেসিডেন্ট ! মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল তাঁর। এরা পেয়েছেটা কি ? সবাই ধরে নিয়েছে যে তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েই গেছেন ! অথচ একটা মানুষের জীবনে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আরো অনেক ব্যাপার থাকতে পারে, তা কি এরা জানে না ?

ছোট্ট একটা ব্রিজ দেখা গেল সামনে। সবাই টুইন ব্রিজ বলে। কারণ এর একটু পরেই আছে ঠিক এ-রকম দেখতে আরেকটা ব্রিজ।

মেইনরোড ছাড়াও একটা সাইডরোড এসে মিলেছে ব্রিজটার গোড়ায়, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেলারওয়ালা দৈত্যের মতো বিশাল এক ট্রাক। লিমুজিনটা কাছে আসতেই স্টার্ট নিলো ট্রাক, চলতে শুরু করলো ধীরে ধীরে। ফলে একইসঙ্গে ব্রিজে উঠে পড়লো লিমুজিন আর ট্রাকটা।

সিক্রেট সার্ভিসের ড্রাইভার গতি কমিয়ে দিয়ে ব্রেক করলো। 'ব্যাটা কি গাধা নাকি !'

ঠিক এ-সময় গাড়িতে ফিট করা শর্টওয়েভ রেডিওটা চিৎকার করে উঠলো, 'বিকন ওয়ান ! কাম ইন, বিকন ওয়ান !'

ড্রাইভারের পাশের এজেন্ট ঝট্ করে তুলে নিলো ট্রান্সমিটার। 'দিস ইজ বিকন ওয়ান।'

ট্রাকটা আবার ওদের সমান্তরালে চলে এসেছে। ড্রাইভার গতি বাড়িয়ে দ্রুত পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যেতে চাইলো। কিন্তু ট্রাকটাও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্রমেই চেপে আসছে লিমুজিনের দিকে।

'ব্যাটার মতলব কি ?' ঘাম দেখা দিয়েছে ড্রাইভারের কপালে।

আবার সচল হয়ে উঠলো স্পিকার। 'আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে একটা জরুরী ফোন পেয়েছি। ফক্স ওয়ান বিপদের মধ্যে আছে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো ?'

কোনরকম আভাস না দিয়ে হঠাৎ ডান দিকে চেপে ড্রাইভারের

www.boiRboi.blogspot.com

দরজার ওপর ধাক্কা মারলো ট্রাকটা। সঙ্গে সঙ্গে এজেন্ট তিনজন তাদের অস্ত্র বের করে ফেললো।

'মাথা নিচে নামিয়ে ফেলুন !' চিৎকার করে উঠলো হটন সিনেটরের উদ্দেশে। হেঁচকা টানে তাঁকে গাড়ির মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেললো।

সামনের দু'জন গুলি করলো। কিন্তু ট্রাকের ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে না, জানালাটা সিল করা।

আর একবার লিমুজিনের পেটে গুঁতো মারলো ট্রাক। ব্রিজের রেলিংয়ের সাথে আটকে গেল গাড়ি। আরো চেপে এসেছে ট্রাকটা। দু'শো ফিট নিচে রারিটান নদীর বরফ ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

ড্রাইভারের পাশে বসা এজেন্ট থাবলা মেরে তুলে নিলো রেডিও মাইক্রোফোনটা। 'দিস ইজ বিকন ওয়ান ! মে ডে ! মে ডে ! কাম ইন অল ইউনিটস্ !'

কিন্তু প্রত্যেকেই ওরা জানে, বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই করার নেই।

আরেকটা ধাক্কায় কেঁপে উঠলো স্টীলের তৈরি রেলিং। লিমুজিনের সামনের ডান দিকের চাকাটা চলে গেছে ব্রিজের বাইরে। কতক্ষণ টিকবে এই পলকা রেলিং !

মৃত্যুর এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন যেন ফস্টারের মনে হলো, তাজিনের সন্তানের পিতা তিনি নিজেই। হঠাৎ এই আবিষ্কারে এত খুশি হয়ে উঠলো তাঁর সমস্ত অন্তর যে মৃত্যুকেও খারাপ মনে হলো না।

শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন ফস্টার।

আরেকটা ধাক্কায় কড়মড় আওয়াজ করে ভেঙে গেল রেলিং,

ব্রীজের বাইরে আরো সরে এসেছে গাড়িটা। বলতে গেলে ঝুলছে শূন্যে। এখনও কেন পড়ে যায়নি, সেটাই বিস্ময়!

হঠাৎ মাথার ওপর হেলিকপটারের গুঞ্জন শুনতে গেলো ফস্টার। ইচ্ছে থাকলেও একচুল নড়লো না কেউ। ভারসাম্য হারালেই নিচে গড়িয়ে পড়বে লিমুজিন।

মেশিনগানের গুলির শব্দ ভেসে এলো। হঠাৎ করেই থেমে গেল ট্রাকের গতি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লো গোবেচারার মতো।

মাথার ওপরে গোল করে চক্কর দিচ্ছে হেলিকপটার, যদিও দেখা যাচ্ছে না, শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে।

বহুদূর থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। তিনমিনিট পরে অসংখ্য পুলিশের গাড়িতে ভরে গেল ব্রিজটা। আরো কিছুক্ষণ পর লিমুজিনের গায়ের ওপর থেকে আস্তেআস্তে ট্রাকটা সামনে এগিয়ে গেল। পুলিশের ট্রেইণ্ড ড্রাইভার এত সাবধানে কাজটা সারলো যে লিমুজিনটা টেরও পেলো না।

জানালায় একজন পুলিশের চেহারা দেখা গেল। 'দরজাগুলো জ্যাম হয়ে গেছে। কিছুতেই খোলা যাবে না। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, সিনেটর, তবে জানালা দিয়ে বের করে নিয়ে আসা হবে আপনাকে।'

লিমুজিনের ভারসাম্য এতটুকুও নষ্ট না করে যত্নের সঙ্গে ফস্টারকে বের করে নিয়ে এলো তারা। তারপর অন্য তিনজনকেও।

পুলিশ ক্যাপ্টেন দৌড়ে এলেন, 'আপনি ঠিক আছেন তো, স্যার?'

ফস্টার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত লিমুজিনটার দিকে চাইলেন, তারপর চোখ ফেললেন অনেক নিচে বয়ে যাওয়া নদীর ঠাণ্ডা কালো জলের দিকে।

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি, 'আমি ঠিকই আছি।'

www.boiRboi.blogspot.com

* * *

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালো ভ্যালেন্টি। 'এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।' তাজিনের দিকে ফিরলো। 'তোমার শয্যাসঙ্গী এখন নদীর জলে খাবি খাচ্ছে।'

রক্ত সরে গেছে তাজিনের মুখ থেকে। 'তুমি কিছুতেই…'

'চিন্তা করো না, তোমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে।' জিনোর দিকে ফিরে তাকালো ভ্যালেন্টি, 'তুমি কি তাজিনকে বলেছো যে, নিউ কানানে দুর্ঘটনায় পড়তে যাচ্ছেন সিনেটর?'

'আপনি যা যা বলতে বলেছেন, ঠিক তা-ই বলেছি আমি।'

তাজিনের দিকে সরাসরি তাকালো ভ্যালেন্টি। ঠাণ্ডা দৃষ্টি তার চোখে। 'বিচার শেষ।'

উঠে এসে আচমকা তাজিনের গালে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে থাপ্পড় মারলো। একটুও নড়লো না তাজিন। আবার মারলো। আবার।

আর সহ্য করতে পারলো না তাজিন। কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। ওর শার্টের কলার ধরে আবার টেনে তুললো ভ্যালেন্টি। 'আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।' ফিসফিস করে তাজিনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো সে।

আবার মারলো।

পড়ে গেল তাজিন। নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। আবার ওকে টেনে তুললো ভ্যালেন্টি। মুখে বললো, 'দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। আমরা এক জায়গায় যাচ্ছি।'

জিনো দৌড়ে এলো। 'ওকে আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন, বস্। এ-যে মারা পড়বে!'

'না। তুমি গাড়িটাকে পেছনের দরজায় নিয়ে যাও। ওখানেই

অপেক্ষা করো।'

'ঠিক আছে, বস্।' বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে গেল জিনো।

ওরা দু'জন রুমে একা।

'কেন, তাজিন?' জানতে চাইলো ভ্যালেন্টি। 'আমার গোটা পৃথিবীটাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমি, আর তাকে তুমি আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে? কেন?'

উত্তর দেবার মতো অবস্থা নেই তাজিনের। টলছে ও। রক্তে ভেসে যাচ্ছে শার্ট।

প্রচণ্ড জোরে ওকে ঝাঁকালো ভ্যালেন্টি। 'ওই একই নদীতে প্রেমিকের কাছে পাঠাচ্ছি তোমাকে। ওখানে তাকে ভালোভাবেই সঙ্গ দিতে পারবে।'

জিনো দরজা ঠেলে ঢুকলো পাগলের মতো। 'বস্। বাইরে…'

প্রচণ্ড শব্দে কি যেন ভেঙে পড়লো বাইরে। তাজিনকে ছেড়ে ড্রয়ার থেকে পিস্তল বের করে নিলো ভ্যালেন্টি। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। অস্ত্র হাতে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়লো দু'জন ফেডারেল এজেন্ট। 'ফ্রিজ!'

এক সেকেণ্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো ভ্যালেন্টি। ঘুরে দাঁড়িয়ে কার্পেটে শোয়া তাজিনকে লক্ষ্য করে দু'টো গুলি ছুঁড়লো ও। এজেন্ট দু'জন গুলি করার ঠিক এক সেকেণ্ড আগে ভ্যালেন্টির চোখের সামনে গুলি দু'টো ঢুকলো তাজিনের শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে বুলেটের ধাক্কা খেলো ভ্যালেন্টি। পরপর দু'বার। পড়ে যেতে যেতে ও ভাবলো, কেন এত কষ্ট হচ্ছে ওর—তাজিনের জন্যে, নাকি ওর নিজের জন্যে। আরো একটা বুলেট এসে ঢুকলো ওর ডান চোখে।

www.boiRboi.blogspot.com

চল্লিশ

অপারেটিং রুম থেকে তাজিনকে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে আসা হয়েছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ। হাসপাতালের করিডরে পুলিশ, ডিটেকটিভ আর রিপোর্টার-দের ভিড়।

করিডরে এসে ঢুকলেন সিনেটর জিম ফস্টার। চারদিকে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের বেষ্টনী।

একজন ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন। 'এদিকে, সিনেটর।' একটা ছোট অফিস রুমে নিয়ে এলেন তাঁকে।

'ও কেমন আছে?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

'আশাবাদীদের দলে নেই আমি। ওর শরীর থেকে দু'টো বুলেট বের করা হয়েছে।'

অ্যাডাম হারপার ঢুকলেন অফিস রুমে। সিনেটরকে দেখে তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কোথাও আঘাত পাননি আপনি।'

'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, মিস্টার হারপার। কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে?'

'তাজিন রহমান ফোনে বলেছিল আমাকে। অবশ্য ও নিউ কানান ব্রিজের কথা বলেছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে দুর্ঘটনাটা অন্য কোথাও ঘটবে। আমাদেরকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে চেয়েছিল হয়তো।' সিনেটরের মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠতে দেখে

তাড়াতাড়ি বললেন, 'অবশ্য পরে আমার ভুল ভেঙে যায়। ভ্যালেন্টিই একটা চাল চেলেছিল তাজিনকে ফাঁদে ফেলে। তবে সাবধানের মার নেই, নিউ কানান ব্রিজেও পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমি। তারপর আপনার রুটে দু'টো হেলিকপ্টার পাঠিয়েছিলাম নজর রাখার জন্যে। ধন্যবাদটা আমাকে না দিয়ে তাজিনকেই দেয়া উচিত।' ডাক্তারের দিকে ফিরলেন হারপার। 'ওর বেঁচে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'বলতে গেলে শূন্য।'

অনুতপ্ত চোখে সিনেটরের দিকে তাকালেন হারপার। 'তাজিনের প্রতি অবিচার করেছি আমরা। ওর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ ইতিমধ্যে তুলে নেয়া হয়েছে। অবশ্য চাইলেও কেউ ওর অপরাধ প্রমাণ করতে পারতো না। বুশম্যান, ভ্যালেন্টি—দু'জনেই মৃত। আসলে, মেয়েটা অবস্থার শিকার। আমার ধারণা ওকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে।'

সিনেটরের বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেল। 'আমি তাজিন রহমানকে একবার দেখতে চাই।'

একটু ইতস্তত করে রাজি হলেন ডাক্তার। 'মেয়েটা এখনও কোমাতে আছে। বেঁচে ফিরবে কিনা সন্দেহ।'

ডাক্তারের পেছন পেছন ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চলে এলেন সিনেটর।

দরজা খুলে তাঁকে ভেতরে যেতে দিলেন ডাক্তার। 'তিন নাম্বার রুমে আছে ও।'

দ্রুত এগোলেন ফস্টার।

সাদা বালিশের ওপর ছড়িয়ে থাকা কালো চুলের ফ্রেমে পাণ্ডুর

www.boiRboi.blogspot.com

মুখটা বন্দী। বন্ধ চোখের কোলে কেমন যেন বিষণ্ণতার ছায়া। একটা বাচ্চা মেয়ের মতো দেখাচ্ছে তাজিনকে। নিষ্পাপ, অসহায়।

অনেক কথা মনে পড়ে গেল ফস্টারের। অনেক দিনের স্মৃতি!

জোর করে ডাক্তারের দিকে মুখ ফেরালেন। 'যদি···মানে···কিছু একটা ঘটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন।'

'অবশ্যই, সিনেটর।'

শেষবারের মতো তাজিনকে দেখে নিলেন ফস্টার। নীরবে মনে মনে বিদায় জানালেন। তারপর বেরিয়ে এসে রিপোর্টারদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

অনেক পরে···ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকলো তাজিন। মনে হচ্ছে, চারপাশে কারা যেন কথা বলছে—অনেক দূর থেকে। কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারা ওরা?

মনে হচ্ছে, যেন গভীর পানির নিচে আছে ও। আরে! নিচে তো নয়! জিমের সঙ্গে নৌকোয় ভাসছে ও। হঠাৎ স্কি করে ওদেরকে ধাওয়া করতে শুরু করলো ভ্যালেন্টি। পালাচ্ছে! পালাচ্ছে ওরা! আরে, ভ্যালেন্টি নয়, এ-যে টুশকু! মায়ের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে হাত নাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। আকাশ বাতাস চমকে উঠলো তাজিনের চিৎকারে। টুশকু উল্টে পড়ে যাচ্ছে···পড়ে যাচ্ছে··· বিরাট একটা ঢেউ এসে ঢেকে দিলো টুশকুর ছোট্ট দেহটা।

হঠাৎ করেই জেগে উঠলো তাজিন।

টুশকু নেই!

জিম নেই!

ভ্যালেন্টি নেই!
একা। সম্পূর্ণ একা তাজিন।

একচল্লিশ

জানুয়ারির এক হিমেল সকালে যুক্তরাষ্ট্রের বেয়াল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিচ্ছেন জিম ফস্টার। অনুষ্ঠানে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী মাথায় দামী একটা সেব্‌ল্ হ্যাট পরে এসেছেন, সাজসজ্জা মূল্যবান, কিন্তু অনাড়ম্বর। যে সেব্‌ল্ কোটটা তিনি পরেছেন, তাতে প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মতো দেখতে সাত বছরের মেয়েটা। দু'জনে গর্বের সঙ্গে তাকিয়ে দেখছে, শপথ নিচ্ছেন জিম ফস্টার। শুধু এই দু'জন নয়, সারা দেশের লোক এই গর্বের অংশীদার।

ঠিক দু'দিন পর জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করলো বিশাল সাত শূন্য সাত বোয়িংটা।

দশ মিনিট পর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো সাদা শাড়ি পরা শ্যামল মিষ্টি একটা মেয়ে। মাটিতে পা রেখে বুক ভরে টেনে নিলো মাটির গন্ধ মাখা তাজা বাতাস। দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চললো সামনে।

ঃ শেষ ঃ

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর
বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার।
যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্র্যাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com